BCS, BJS, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা, ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষা, বিভিন্ন চাকুরীসহ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলতা লাভের-

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

শর্ট টেকনিক

All Necessary
Exclusive Collection

- সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ
- সাধারণ জ্ঞান আন্তর্জাতিক
- বাংলা
- ইংরেজি

IUD

সফল হওয়া কঠিন তবে আকাশ কুসুম নয়
এ বই পড়ে মুছে ফেলুন পরীক্ষার সকল ভয়

পড়ুন কেবল একটি মাস
নির্দ্বিধায় পরীক্ষায় পাশ

IUD

BOIGHAR

ডা. এম এম মহিউদ্দীন
এম এম মুজাহিদ উদ্দীন

BOIGHAR

IUD

শর্ট টেকনিক

ডা. এম এম মহিউদ্দীন

এলএলবি (সম্মান), এলএলএম
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া
ডিএইচএমএস(ঢাকা)।
লেকচারার, (সাধারণ জ্ঞান) বিসিএস কোচিং।
মোবাইলঃ ০১৯১৯-৮৭৪৫০২
ই-মেইলঃ mohiuddiniu@yahoo.com
ফেইসবুকঃ fb.com/dr.mmmohiuddin

এম এম মুজাহিদ উদ্দীন

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইলঃ ০১৯২২-৪৮৮৬৩৭
ই-মেইলঃ mozahid26@yahoo.com
ফেইসবুকঃ fb.com/mozahid22

অনলাইনে টেকনিক পেতে
ফেইসবুক পেইজঃ fb.com/mohiuddintechnique

উৎসর্গ ঃ মাওলানা মো. হেদায়েতুল্লাহ (পিতা)
আঞ্জুমান আরা লাভলী (মাতা)।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ডা. এম এম মহিউদ্দীন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশিকা ঃ

মামদুদা আফরিন তামান্না
খুলনা।

মার্কেটিং এক্সিকিউটিভঃ

হা. মো. মহসিন উদ্দীন মাসুম
হা. মাহমুদ উদ্দীন মামুন
এম মেছবাহ উদ্দীন তারেক

প্রকাশকাল ঃ

১ম সংস্করণঃ ১৫ আগস্ট ২০১০
২য় সংস্করণঃ মে ২০১৩
৩য় সংস্করণঃ আগস্ট ২০১৫
৪র্থ সংস্করণঃ নভেম্বর ২০১৬

কম্পোজ ঃ আঞ্জুমানিয়া কম্পিউটার সেন্টার
খুলনা

মুদ্রণে ঃ আল-ফাতিহা কম্পিউটারস এন্ড প্রিন্টার্স

মূল্য ঃ **৯০/= (নব্বই টাকা মাত্র)**

বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে, আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন ০১৯২২-৪৮৮৬৩৭।

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

EDIT

SCAN

READ

UP

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলকাতা:৭ মে ১৮৬১-৭ আগষ্ট ১৯৪১)

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস:

'করুণা' করে আমাকে **'বউ ঠাকুরাণীর হাট'** এ পৌছে দিও, সেখানে হয়তো **'রাজর্ষি'** কে খুঁজে পাব, আগামী মাসে তার সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু **'নৌকাডুবি'**র ফলে তার সাথে আমার সমস্ত **'যোগাযোগ'** বন্ধ হয়ে যায়, আমি এখন তার **'চোখের বালি'** আমার **'দুইবোন'** আর ভাই 'গোরা' কে **"ঘরে-বাইরে"** অনেক খুঁজেছি- পাইনি, অবশেষে জীবনের **'চার অধ্যায়'** পেরিয়ে **'চতুরঙ্গ'** র কষাঘাতে **'মালঞ্চে'** বসে লিখছি **'শেষের কবিতা'**।

অথবাঃ ঘরের বাইরে বউ ঠাকুরাণীর হাটে শেষের কবিতা শুনতে গিয়ে গোরা রাজর্ষির চোখের বালি করুণা ও চতুরঙ্গ দুইবোন যোগাযোগের চার নৌকাডুবিতে মারা গেল।

অথবাঃ রাজর্ষি ও মালঞ্চ চারটি অধ্যায় সৃষ্টি করে ও ঘরে বাইরে যোগাযোগ করে রবীন্দ্রনাথের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে চোখের বালি হয়েছে।

অথবাঃ গোরা, চতুরঙ্গ, দুইবোন, নৌকাডুবির কারণে শেষের কবিতা, হারিয়ে ফেলে তাই তারা বউ ঠাকুরাণীর হাটে যেতে পারেনি।

অথবাঃ বৌয়ের চোখে চার নৌকাডুবি দেখে দুইবোন করুণার শেষে চতুর রাজর্ষি গোরাকে নিয়ে ঘরে বাইরে যোগাযোগ করল।

বৌ=বৌ ঠাকুরাণীর হাট ; শেষে=শেষের কবিতা; চোখে= চোখের বালি; চতুর= চতুরঙ্গ; চার=চার অধ্যায়; নৌকাডুবি, দুইবোন, করুণা, রাজর্ষি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ।

অথবাঃ গোরা মালঞ্চরা দুইবোন। চতুরঙ্গ রাজর্ষির চোখের বালি তাই তারা ঘরে বাইরের যোগাযোগ ছিন্ন করে চার অধ্যায় শেষের কবিতা পাঠ করে এবং নৌকাডুবির ভয়ে বৌঠাকুরাণীর হাটে যাওয়া বন্ধ করে।

অথবাঃ রাজর্ষি ও গোরা ঘরে বাইরে পরস্পর চোখের বালি। তারা বউ ঠাকুরাণীর হাট ও চতুরঙ্গ দেখতে মালঞ্চকে নিয়ে যাই করল নৌকা ডুবিতে তার মৃত্যু হল। পরে শেষের কবিতার চার অধ্যায়ে তার প্রতি করুণা প্রকাশ করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

অথবাঃ রাজর্ষি ঘরের বাইরে গিয়ে চতুরঙ্গ গোরায় চড়ে, মালঞ্চ অতিক্রম করে নৌকা(নৌকা ডুবি) যোগে(যোগাযোগ) বৌ ঠাকুরাণীর হাটে গিয়ে চার অধ্যায়ের শেষের কবিতা কিনে চোখের বালির করুণ (করুণা) মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারলো।

অথবাঃ রাজর্ষি ও করুণা দুইবোন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাস **চার অধ্যায়ের শেষের কবিতা ও চোখের বালি** তারা পড়তে চায়। কিন্তু তাদের **ঘরের বাইরে** বের হওয়া নিষেধ। তারা গোরাকে অনুরোধ করল নৌকা যোগে (**নৌকাডুবি ও যোগাযোগ) চতুরঙ্গ ও মালঞ্চ** পার হয়ে **বৌঠাকুরানীর হাট** থেকে বই আনতে।

উল্লেখ্যঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট উপন্যাস সংখ্যা-১৩টি। যথাঃ ১.বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩); ২. রাজর্ষি(১৮৮৭); ৩. চোখের বালি (১৯০৩); ৪. নৌকাডুবি(১৯০৬); ৫. প্রজাপতির নির্বন্ধ(১৯০৮); ৬. গোরা (১৯১০); ৭. ঘরে বাইরে(১৯১৬); ৮. চতুরঙ্গ(১৯১৬); ৯. যোগাযোগ(১৯২৯); ১০. শেষের কবিতা(১৯২৯); ১১. দুই বোন(১৯৩৩); ১২. মালঞ্চ(১৯৩৪); ১৩. চার অধ্যায়(১৯৩৪)।

উপন্যাস সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্যঃ

উপন্যাসের বিষয়বস্তুঃ **চোখের বালি**-সমসাময়িককালে বিধবাদের জীবনের নানা সমস্যা। **নৌকাডুবি**-জটিল পারিবারিক সমস্যাগুলি। **গোরা**-(শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)-উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের সংঘাত ও ভারতের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি। **ঘরে বাইরে**- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আরও সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে তার পরবর্তী যোগাযোগ উপন্যাসেও। **চতুরঙ্গ**- এটি কবির ছোটগল্পধর্মী উপন্যাস। **দুই বোন ও মালঞ্চ**-এ দুটি উপন্যাসের মূল উপজীব্য- স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগে স্বামীর অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি। এর মধ্যে ১ম টি মিলনান্তক ও ২য় টি বিয়োগান্তক। **চার অধ্যায়**- সমসাময়িক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি বিয়োগান্তক প্রেমের উপন্যাস।

উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্রঃ সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরে ও ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক:

তাসের দেশের ডাকঘরের পাশে মুকুট রাজা রক্তকরবী গাছের নীচে বসন্তের চিরকুমার সভার মুক্তধারার আলোচনায় তাপসীর অরূপরতন চেহারা কালের যাত্রায় অচলায়তন হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত করতে বিসর্জনে যেতে হবে এটা কোন ধরণের মায়ার খেলা।

অথবাঃ রাজা অচলায়তন চিরকুমারকে ডেকে রক্তকরবী মুক্ত মুকুট উপহার দিল।

অরুণাচল অরূপ রতনকে সঙ্গে নিয়ে কালের যাত্রায় বিসর্জন দিতে তাসের দেশে গেল।

১.রাজা ২.অচলায়তন ৩. চিরকুমার সভা ৪. ডাকঘর ৫. রক্তকরবী ৬. মুক্তধারা ৭. মুকুট ৮. অরুণাচল ৯.অরূপ রতন ১০. কালের যাত্রা ১১. বিসর্জন ১২. তাসের দেশ।

অথবাঃ তপস্বী রাজা গৃহ প্রবেশ বিসর্জন করে তাসের দেশে ডাকঘরে চিরকুমার সভা করে। রক্তকরবী কালের যাত্রার অচলায়তন মুক্তধারা হয়।

অথবাঃ তাসের দেশের রাজা রবীন্দ্রনাথ পৃথ্বিরাজের ঘোড়ায় চড়ে নটীর পূজায় রক্তকরবী বিসর্জন দিতে গেলেন। সেখানে মুক্তধারা নাট্যদল অচলায়তনে বসন্তের নাটক পরিবেশন করছিল। ডাকঘরের চিরকুমার সভায় সিদ্ধান্ত হলো এ কালের যাত্রায় চিত্রাঙ্গদার মত প্রতিভা(বাল্মীকি প্রতিভা) খুব বিরল। কিন্তু লম্পট অধিকারিণীর মায়ার খেলায় বাশরী, তাপসী, শ্যামা, ফাল্গুনী চার বোনের একজন ও পরিত্রাণ পেলেন না।

নাটক সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্যঃ

- জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নাট্যমঞ্চে মাত্র ১৬ বছর বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত হঠাৎ নবাব নাটকে (মলিয়ের লা বুর্জোয়া জাঁতিরোম অবলম্বনে রচিত) ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই অলীকবাবু নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৮৮১ সালে কবির ১ম গীতিনাট্য **বাল্মীকি-প্রতিভা** মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি ঋষি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন।
- ১৮৮২ সালে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে **কালমৃগয়া** নামে আরো একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এই নাটকে তিনি অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
- শেক্সপিরিয় পঞ্চাঙ্ক রীতিতে রচিত তাঁর রাজা ও রাণী (১৮৮৯) ও বিসর্জন (১৮৯০) বহুবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে এই নাটকগুলিতে অভিনয়ও করেন।
- ১৮৮৯ সালে রাজা ও রাণী নাটকে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

- বিসর্জন নাটকে ১৮৯০ সালের মঞ্চায়নের সময় যুবক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রঘুপতির ভুমিকায় এবং ১৯২৩ সালের মঞ্চায়নের সময় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহের ভুমিকায় অভিনয় করেন।
- কাব্য নাট্য পর্বে কবির আরো ২টি উল্লেখযোগ্য নাটক হলো চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও মালিনী (১৮৯৬)।
- বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
- ১৯২৬ সালে প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসটিকে চিরকুমার সভা নামে একটি প্রহসনমূলক নাটকে রুপ দেন।
- ১৯১১ সালে শারদোৎসব নাটকে সন্ন্যাসী এবং রাজা নাটকে রাজা ও ঠাকুরদাদার যুগ্ম ভুমিকায় অভিনয় করেন।
- ১৯১৫ সালে ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউলের ভুমিকায় অভিনয় করেন।
- ১৯১৭ সালে ডাকঘর নাটকে ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের ভুমিকায় অভিনয় করেন।
- ১৯২৬ সালে নটীর পূজা নাটকে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।
- রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলার শিক্ষিত পরিবারে নৃত্যের চর্চা নিষিদ্ধ ছিল।
- শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরাই ১ম মঞ্চস্থ করেছিলেন-শাপমোচন(১৯৩১); তাসের দেশ(১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬); নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা (১৯৩৮) ও শ্যামা (১৯৩৯)।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ (মোট ৫৬টি):

পূরবী মানসী মহুয়ার বান্ধবী চিত্রা চিত্রালীর নবজাতকের পুনশ্চ জন্মদিনে ভানুসিংহ ঠাকুরের প্রথম কাব্য বনফুল ও গীতাঞ্জলির শেষ লেখার লেখন প্রভাত সঙ্গীত সন্ধ্যার বিচিত্রিতা সানায়ে খেয়ার সোনারতরী বলাকায় ছড়ার ছবির মতো ক্ষণিক গল্পে-সল্পে শ্যামলীমায় উৎসর্গ হয়ে গেল।

অথবাঃ সেঁজুতির মেয়ে মানসী রোগশয্যা থেকে আরোগ্য লাভ করে, পূরবী নামে পুনশ্চ নবজাতকটির মাথার চুল বলাকা ব্লেট সানাই বাজিয়ে চৈতালীকে নিয়ে সোনারতরীতে চড়ে কড়ি ও কোমল মনে কল্পনা করতে করতে ক্ষণিকাদের বাড়ি গেল।

অথবাঃ ভানুসিংহের গীতাঞ্জলির শেষ লেখায় মহুয়ার বান্ধবী চিত্রার জন্মদিনের প্রভাতে সঙ্গীত সন্ধ্যার কথা আছে।

ভানুসিংহের= ভানুসিংহের পদাবলী ; গীতাঞ্জলীর= গীতাঞ্জলী ;শেষ লেখায়= শেষ লেখা; চিত্রায়=চিত্রা; জন্মদিনের=জন্মদিন; প্রভাতে=প্রভাত ;সঙ্গীত সন্ধ্যার=সন্ধ্যা সঙ্গীত।

অথবাঃ চিত্রা, বলাকা, শ্যামলী, মহুয়া, পুনশ্চ, কণিকা, নবজাতকদের জন্মদিনে গীতাঞ্জলী শেষ লেখা। কল্পনা করা হয় সেদিনের প্রভাত সংগীত সন্ধ্যা সংগীত ও সানাই বাজানো হয় এবং বনফুল ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী উৎসর্গ করা হয়। চৈতালী, মানসী, ক্ষণিকা এবং কড়ি ও কমল ছবি ও গান, সেঁজুতি সেদিন সোনার তরীর খেয়া বন্ধ রাখে।

অথবাঃ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির ক্ষণিক কল্পনায় মানসী বনফুলের খেয়ার সোনার তরী ভাসিয়ে সন্ধাসংগীত ও প্রভাত সঙ্গীত গাইতে গাইতে পূর্ব দিকে চলে গেল। মহুয়ার জন্মদিনে সানাই বাজিয়ে চিত্রা কনিকা ও বলাকা শেষলেখা পত্রটি উপহার দিল।

১.ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী; ২. ক্ষণিকা; ৩. কল্পনা; ৪. মানসী; ৫. বনফুল; ৬.খেয়া; ৭. সোনারতরী; ৮. সন্ধ্যা সঙ্গীত; ৯. প্রভাত সঙ্গীত; ১০. গীতাঞ্জলি;গীতালি ১১. পূরবী; ১২. মহুয়া; ১৩. জন্মদিন; ১৪. সানাই; ১৫. চিত্রা; ১৬. কনিকা; ১৭. বলাকা; ১৮. শেষ লেখা; ১৯. পত্রপুট। ব্যতিক্রম:-কড়ি ও কোমল।

অথবাঃ কবি কাহিনীর বনফুল বলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী মহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের (শৈশব সংগীত) প্রভাতে(প্রভাত সংগীত) সানাই বাজিয়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতের আয়োজন করে। বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতে সোনারতরী নামক খেয়ায় চিত্রানদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলেও চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষ লেখা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ।

অথবাঃ কবি কাহিনীর নায়ক **বনফুল** ও নায়িকা **বলাকা**। তাদের কন্যা **শ্যামলী** ও **মহুয়া**, তারা ছোটবোন **নবজাতক** কন্যা **কল্পনার জন্মদিন** পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অনুষ্ঠান সূচিতে প্রভাতে **প্রভাত সংগীত** ও শিল্পীরা **সানাই** বাজিয়ে **সন্ধ্যা সঙ্গীত** ও **শৈশব** সংগীত পরিবেশ করবেন। তাদের বান্ধবী **বীথিকা** ও **সেঁজুতি কড়ি ও কোমল** নিয়ে **সোনারতরী** নামক **খেয়ায় চিত্রানদী** পার হয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দুই বোন **মানসী** ও **চৈতালী** রোগশয্যায় থাকায় তাদের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে **ক্ষণিকের** জন্য ঈশ্বরকে সবাই **স্মরণ** করল। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের সকল অতিথিকে তাঁর **শেষলেখা**, **পুনশ্চ** ও **গীতাঞ্জলি** উপহার দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু **পূরবী** ও **প্রান্তিক** অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫৬টি কাব্যগ্রন্থঃ

১.কবিকাহিনী(১৮৭৮);২.বনফুল(১৮৮০);৩.প্রভাত সঙ্গীত(১৮৮২); ৪.সন্ধ্যাসঙ্গীত(১৮৮২); ৫.ছবি ও গান(১৮৮৩);৬.কড়ি ও কোমল(১৮৮৬); ৭. মানসী(১৮৯০);৮. বিদায় অভিশাপ(১৮৯৩); ৯.সোনার তরী(১৮৯৪); ১০.চিত্রা(১৮৯৬);১১.কাহিনী(১৮৯৯); ১২.কনিকা(১৮৯৯); ১৩.ক্ষণিকা(১৯০০);১৪.কল্পনা(১৯০০); ১৫.নৈবদ্য(১৯০১);১৬.স্মরণ(১৯০২);১৭.উৎসর্গ (১৯০৩);১৮. শিশু(১৯০৩);১৯.খেয়া (১৯০৬); ২০.সাময়িকপত্র(১৯০৭); ২১. সমসাময়িকপত্র (১৯০৭);২২.গীতাঞ্জলি(১৯১০); ২৩.গীতালি(১৯১৪); ২৪.গীতিমাল্য (১৯১৪); ২৫.বলাকা(১৯১৬); ২৬.পলাতকা(১৯১৮);২৭.শিশু ভোলানাথ(১৯২২); ২৮.লেখন(১৯২৩);২৯.পূরবী(১৯২৫); ৩০.বনবাণী(১৯২৭); ৩১.চিত্রবিচিত্র(১৯২৯); ৩২.মহুয়া(১৯২৯);৩৩.বিচিত্রিতা(১৯৩১); ৩৪.পরিশেষ(১৯৩২); ৩৫.পুনশ্চ(১৯৩২); ৩৬.প্রহসিনী(১৯৩৪); ৩৭.বীথিকা(১৯৩৫); ৩৮.শেষ সপ্তক(১৯৩৫); ৩৯.পত্রপুট(১৯৩৬); ৪০.খাপছাড়া(১৯৩৬); ৪১.শ্যামলী(১৯৩৬); ৪২.ছড়ার ছবি(১৯৩৭); ৪৩.আকাশ প্রদীপ(১৯৩৮); ৪৪.প্রান্তিক(১৯৩৮); ৪৫.সেজুঁতি(১৯৩৮); ৪৬.নবজাতক(১৯৪০); ৪৭রোগশয্যায়(১৯৪০);৪৮.সানাই(১৯৪০); ৪৯.আরোগ্য (১৯৪১); ৫০.ছড়া(১৯৪১); ৫১.গল্পসল্প(১৯৪১); ৫২ শেষ লেখা(১৯৪১); ৫৩.জন্মদিনে(১৯৪১); ৫৪.স্ফুলিঙ্গ(১৯৪৫); ৫৫.চৈতালী(১৯৯৭); ৫৬.কথা(১৯৯৯)।

কাব্য সম্পর্কিত কবির আরো কিছু তথ্যঃ

- কবি প্রথম জীবনে ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুসারী কবি। তাঁর কবি কাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় কাব্য ৩টিতে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট।
- মানসী (১৮৯০); সোনার তরী (১৮৯৪); চিত্রা (১৮৯৬); চৈতালি(১৮৯৬); কল্পনা(১৯০০); ক্ষণিকা(১৯০০) এই কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোমান্টিক ভাবনা।
- ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই চিন্তাধারায় তার লিখিত কাব্যগ্রন্থ নৈবেদ্য(১৯০১); খেয়া(১৯০৬); গীতাঞ্জলি(১৯১০); গীতিমাল্য(১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪)।

- বলাকা (১৯১৬) কাব্যে আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিবর্তে মর্ত্যজীবনের চিত্র ফুটে ওঠে।
- পলাতকা (১৯১৮) কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।
- পূরবী (১৯২৫); ও মহুয়া (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে প্রেমকে উপজীব্য করেন।
- পূনশ্চ(১৯৩২); শেষ সপ্তক (১৯৩৫); পত্রপুট(১৯৩৬) ও শ্যামলী(১৯৩৬) নামে ৪টি গদ্যকাব্য রচনা করেন।
- শেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ" মৃত্যুর ৮দিন পূর্বে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন।
- গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ১৩ নভেম্বর ১৯১৩ সালে।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধঃ

প্রাচীন সাহিত্যগুলো সাহিত্যের যেন বিচিত্র প্রবন্ধ।

১. প্রাচীন সাহিত্য; ২. সাহিত্যের পথে; ৩. বিচিত্র প্রবন্ধ।

অথবাঃ স্বদেশের আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি প্রাচীন ও লোক সাহিত্য বিচিত্র প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে কালান্তরে সভ্যতার সংকট থেকে পঞ্চভূত ও দূর হবে।

অথবাঃ রবীন্দ্রনাথ **সাহিত্য** জীবনে **মানুষের ধর্ম** ও **সভ্যতার সঙ্কট** নিয়ে **বিচিত্র প্রবন্ধ** রচনা করেছেন। **পঞ্চভূত** ও **কালান্তর** এদের মধ্যে অন্যতম।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সাহিত্যঃ

রাশিয়ার চিঠিগুলো ছিল একরকম ছিন্নপত্র।

১. রাশিয়ার চিঠি; ২. চিঠিপত্র; ৩. ছিন্নপত্র।

অথবাঃ জাপানের যাত্রী ছিন্নপত্র রাশিয়ার চিঠি পত্র আনে।

পত্র সাহিত্য সম্পর্কিত কিছু তথ্যঃ

- রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পত্রসাহিত্য আজ পর্যন্ত ১৯টি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।
- ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী (ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা)। ভানুসিংহের পত্রাবলি [রানু অধিকারীকে (মুখোপাধ্যায়কে) লেখা)]। ও পথে ও পথের প্রান্তে (নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা) বই ৩টি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য পত্রসংকলন।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনীঃ

জাপানের যাত্রীরা রাশিয়ার চিঠি পড়ে ইউরোপ সম্পর্কে জানতে পারল।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যঃ

স্বদেশ সভ্যতার সংকটে সমাজ হতে শিক্ষা ও ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেল।

১. স্বদেশ; ২. সভ্যতার সংকট; ৩.সমাজ; ৪. শিক্ষা ৫. ধর্ম।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রনাট্যঃ

চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, মালিনী।

গল্পগ্রন্থঃ তিনসঙ্গী গল্পগুচ্ছের গল্পসল্প করছে।

১.তিনসঙ্গী; ২. গল্পগুচ্ছ; ৩. গল্পসল্প।

অথবাঃ শ্যামা মালিনী চিত্রনাট্য তৈরির জন্য চিত্রাঙ্গদা এবং চন্ডালিকাকে বেছে নিল।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পঃ

নষ্টনীড় কাবুলিওয়ালা নিশীথে মনিহারার স্ত্রীর পত্রে মুসলমানীর গল্প শুনে কঙ্কাল হৈমন্তীর দেনা পাওনা না দিয়ে তাকে গল্প শোনালেন।

অথবাঃ পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারলো না।

ছোটগল্প: নষ্টনীড়; কাবুলিওয়ালা; নিশীথে; মনিহারা; স্ত্রীর পত্র; মুসলমানীর গল্প; কঙ্কাল; হৈমন্তী; দেনা-পাওনা ইত্যাদি।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেমের গল্পঃ

দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে স্ত্রীর কাছে পত্র লেখেন।

ব্যাখ্যাঃ ল্যাবরেটরী; অধ্যাপক; নষ্টনীড়; শেষ রাত্রি;সমাপ্তি; স্ত্রীর পত্র; একরাত্রি; দূর আশা; দৃষ্টিদান।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত পত্রিকাঃ

ভারতী ঠাকুর **বঙ্গ সাধনা** করে **তত্ত্ব ভান্ডার** করল।

ব্যাখ্যাঃ ১.ভারতী(১৮৯৮); ২.বঙ্গদর্শন(১৯০১); ৩. সাধনা(১৮৯৪); ৫. তত্ত্ববোধিনী(১৯১১); ভান্ডার (১৯০৫)।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রহসনঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসনের **শেষরক্ষা** হলো **চিরকুমার সভার বৈকুণ্ঠের খাতা**।

ব্যাখ্যাঃ শেষরক্ষা; চিরকুমার সভা; বৈকুণ্ঠের খাতা।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থঃ

কাজী নজরুল ইসলাম বসন্ত কালে আর্জেন্টিনার কবি **ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে পূরবী** মনে করে তাকে আনার জন্য **নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তাসের দেশে** পাঠালেন। কিন্তু বিজ্ঞানী **জগদীশচন্দ্র বসু খেয়া** পার করতে গিয়ে রবী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভগ্নি **সৌদামিনী দেবীর বৌঠাকুরানীর হাটে** নিয়ে গেলেন। এদিকে **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আকাশ প্রদীপ** জ্বালানোর কারণে **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালের যাত্রায়** তারা বেচে গেল।

ব্যাখ্যাঃ

নাম	গ্রন্থ	প্রকাশকাল	ধরণ
কাজী নজরুল ইসলাম	বসন্ত	১৯২৩	গীতিনাট্য
আর্জেন্টিনার কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো	পূরবী	১৯২৫	কাব্যগ্রন্থ
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু	খেয়া	১৯০৬	কাব্যগ্রন্থ
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	আকাশ প্রদীপ	১৯৩৯	কাব্যগ্রন্থ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কালের যাত্রা	১৯৩২	নাটক
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু	তাসের দেশ	১৯৩৩	নাটক
জ্যেষ্ঠ ভগ্নি সৌদামিনী দেবী	বৌঠাকুরানীর হাট	১৮৮৩	উপন্যাস

☞ বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে ভুষিত উপাধিঃ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **কবিগুরু** কে মহাত্মা গান্ধীর **গুরুদেব** বলায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় **বিশ্বকবি**কে চীনা কবি চি-সি-লিজন এর **ভারতের মহাকবি** বললেন।

উপাধি	ভুষিত করেন	উপাধি	ভুষিত করেন
গুরুদেব	মহাত্মা গান্ধী	বিশ্বকবি	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
কবিগুরু	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ভারতের মহাকবি	চীনা কবি চি-সি-লিজন

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "তোতা-কাহিনী" গল্পে বিদ্যালয়ের মুখস্ত-সর্বস্ব শিক্ষার প্রতি তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন।
- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন- সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তিন কন্যা (মনিহারা, পোস্টমাস্টার ও সমাপ্তি অবলম্বনে); চারুলতা (নষ্টনীড় অবলম্বনে); তপন সিংহ পরিচালিত অতিথি, কাবুলিওয়ালা ও ক্ষুধিত পাষাণ। পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত স্ত্রীর পত্র ইত্যাদি।
- রবী ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ ৫৬টি, গীতিপুস্তক-৪টি; ছোটগল্প-১১৯টি; উপন্যাস-১৩টি; ভ্রমণকাহিনী-৯টি; নাটক-২৯টি; কাব্যনাট্য-১৯টি; চিঠিপত্রের বই-১৩টি। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ২২৩২ টি। এছাড়া তার অঙ্কিত চিত্রাবলির সংখ্যা ২৫০০ এর অধিক।

কাজী নজরুল ইসলাম (বর্ধমান: ২৫ মে ১৮৯৯-২৯ আগষ্ট ১৯৭৬)

☞ কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস-৩টিঃ

কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাঁধনহারা হয়ে গেল।

১.কুহেলিকা; ২. মৃত্যুক্ষুধা; ৩. বাঁধনহারা।

অথবাঃ বাঁধনহারা',কুহেলিকা,মৃত্যুক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেল।

১.বাঁধনহারা (১৯২৭) ২. কুহেলিকা (১৯৩১) ৩. মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০)।

অথবাঃ বাঁধনহারা কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় ছটফট করছে।

অথবাঃ বাকুম। বা= বাঁধন হারা; কু=কুহেলিকা; ম=মৃত্যুক্ষুধা।

অথবাঃ মৃত্যুক্ষুধায় কুহেলিকা বাঁধন হারা হল।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের নাটকঃ

আলেয়া ও মধুমালা ঝিলিমিলি নাটক দেখে পুতুলের বিয়েতে না গিয়ে ঝড়ে পটকা পুতুলের বিয়েতে গিয়ে পিলে চমকে গেল।

ব্যাখ্যাঃ ১.আলেয়া; ২. মধুমালা; ৩. ঝিলিমিলি; ৪. পুতুলের বিয়ে; ৫. ঝড়; ৬. পটকা পুতুলের বিয়ে; ৭. পিলে ।

অথবা: আলেয়া ঝিলিমিলি রঙের শাড়ি পরে পুতুলের বিয়েতে গেল।

অথবা: আলেয়া মধুমালার পুতুলের বিয়েতে ঝিলিমিলি রঙের শাড়ি পরেছে।

অথবা: আলেয়া, ঝিলিমিলি, রঙের শাড়ি পরে মধুমালার বিয়েতে যেওনা।

অথবাঃ পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে আজ আলেয়া ও মধুমালা ঝিলিমিলি রঙের শাড়ি পরবে।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থঃ

সিন্ধু হিল্লোল থেকে অগ্নিবীণার বিষের বাঁশির সন্ধ্যা ভাঙ্গার গান পূবের হাওয়ায় প্রলয় শিখার মত চক্রবাকে ছায়ানট জিঞ্জির মরুভাস্করে সঞ্চয়ন দোলনচাঁপা ঝিঙেফুল সর্বহারা হয়ে গেল।

অথবাঃ মরুভাস্করে পূবের হাওয়ার জিঞ্জিরে ঝিঙেফুল ও দোলনচাঁপা সিন্ধু হিল্লোল দুলে প্রলয় শিখায় দুলিতেছে।

১.মরুভাস্কর; ২. পূবের হাওয়া; ৩. জিঞ্জিরে; ৪. ঝিঙেফুল; ৫. দোলনচাঁপা; ৬. সিন্ধু হিল্লোল; ৭.প্রলয় শিখা; ৮. সর্বহারা; ৯. অগ্নিবীণা; ১০. বিষের বাঁশি; ১১. ছায়ানট; ১২. ভাঙ্গার গান। ব্যতিক্রম:- সঞ্চয়ন ও চক্রবাক।

অথবাঃ অগ্নিবীণার ঝড়ে দোলন চাপা ঝিঙেফুল ফনিমনসা দোলে সাত ভাই চম্পা ছায়ানট প্রলয়শিখা ভাঙ্গারগানের হাওয়া সন্ধ্যার চক্রবাক সর্বহারাদের হবে কি পাওয়া। হে সাম্যবাদী চিত্তনামা সিন্ধু হিন্দোল জিঞ্জির ভেঙ্গে নতুন চাঁদ মরুভাস্কর তৈরী কর যা হবে শেষ সওগাত।

অথবাঃ শেষ সওগাত পড়ে জানতে পারলাম সন্ধ্যা রাতে নতুন চাঁদের আলোয় ছায়ানটে ভাঙ্গার গান গাইবে সাতভাই চম্পা। সেখানে অগ্নি-বীণা ও বিষের বাঁশিতে সর্বহারা মানুষের ঝড় ও সাম্যবাদের সুর উঠবে। গতকাল পুবের হাওয়ার কারণে মরুভাস্করের উপর দিয়ে প্রলয় শিখা বয়ে যাওয়ার ভয়ে আজ দোলনচাপা ও সিন্দু হিল্লোল নদীর তীর থেকে ফণিমনসা ও ঝিঙেফুল তুলতে যায়নি।

অথবাঃ

পু---বিচি
জিঝি ঝন, সাসা সিস
অসম ছাচ, প্রভা দোফস

ব্যাখ্যাঃ পু-পুবের হাওয়া(১৯২৫); **বি**- বিষের বাঁশি(১৯২৪);**চি**- চিত্তনামা(১৯২৫);**জি**-জিঞ্জির(১৯২৮);**ঝি**- ঝিঙেফুল(১৯২৬);**ঝ**- ঝড়(১৯৬০); **ন**-নতুন চাঁদ(১৯৪৫); **সা**-সাম্যবাদী(১৯২৫);**সা**- সাতভাই চম্পা; **সি**- সিন্ধুহিল্লোল(১৯২৭); **স**- সঞ্চিতা(১৯২৮); **অ**-অগ্নিবীণা(১৯২২); **স**- সর্বহারা(১৯২৬);**ম**- মরু-ভাস্কর(১৯৫৭); **ছা**- ছায়ানট(১৯২৪); **চ**-চক্রবাক(১৯২৯); **প্র**- প্রলয় শিখা(১৯৩০); **ভা**- ভাঙার গান(১৯২৪); **দো**-দোলনচাঁপা(১৯২৩);**ফ**- ফণি-মনসা(১৯২৭); **স**- সন্ধ্যা(১৯২৯)।

অথবাঃ

পুসা ছা প্রভা
জিঝি, ঝন, সাচ, সিস, ফস
দোস অবিচিম।

☞ অগ্নিবীনা কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতাঃ

খেয়াপারের তরণীর শাত ইল আরব আগমনে বিদ্রোহী কামাল পাশা অগ্নিবীনা হয়ে প্রলয়োল্লাস করে ধুমকেতু 'র কোরবানী দিলেন। এদিকে আনোয়ারের রক্তম্বরধারিণী মা, মহররম মাসে রণভেরী করতে নিষেধ করলেন।

কাব্যঃ খেয়াপারের তরণী, শাত-ইল আরব, আগমনী, বিদ্রোহী; কামাল পাশা; প্রলয়োল্লাস, ধুমকেতু; কোরবানী; আনোয়ার; রক্তম্বরধারিণী মা, মহররম, রণভেরী।

☞ দোলনচাঁপা কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতাঃ

দোলনচাঁপার পূজারিনী কবি-রানী, পুবের চাতকের ন্যায় বেলা শেষে অবেলার ডাক শুনে আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবিতা রচনা করলেন।

কাব্যঃ পূজারিনী, কবি-রানী, পুবের চাতক, বেলা শেষে, অবেলার ডাক, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের গল্পসমূহঃ

পদ্ম গোখরো,রিক্তের বেদন ও ব্যাথার দানে জিনের বাদশাকে শিউলিমালা উপহার দিল।

অথবাঃ শিউলিমালাকে'পদ্ম গোখরো'ব্যাথা (ব্যাথার দান)দিলে'রিক্তের বেদনায়' জিনের বাদশায়' পরিণত হয়।

১.পদ্ম গোখরা ২. রিক্তের বেদন ৩. ব্যথার দান ৪. জিনের বাদশা ৫. শিউলিমালা।

অথবাঃ শিউলিমালার (হৃদয়ের) রিক্তের বেদন ব্যথার দান হয়ে থাকে।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধঃ

রাজবন্দীর জবানবন্দীতে সুরবালা দুর্দিনের যাত্রী হল।

অথবাঃ রাজবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী ও রুদ্রমঙ্গল ধুমকেতুর মতো যুগবাণী প্রচার করল।

ব্যাখ্যাঃ ১.রাজবন্দীর জবানবন্দী; ২. সুরবালা; ৩. দুর্দিনের যাত্রী; ৪. যুগবাণী; ৫.রুদ্রমঙ্গল; ৬. ধূমকেতু।

অথবাঃ দুর্দিনের যাত্রী রাজবন্দীর জবানবন্দী দেখে ধুমকেতুতে যুগবাণী প্রচার করে যাতে রুদ্র মঙ্গল হয়।

অথবাঃ দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গলের যুগবাণী, একটি রাজবন্দীর জবানবন্দী।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের প্রেরণামূলক কাব্যঃ

দোলন'(দোলনচাঁপা) ও সিন্ধু(সিন্ধু হিল্লোল), পূবের হাওয়ায় চক্রবাক খেয়ে ছায়ানটে গিয়ে নুতন চাঁদ দেখল।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীমূলক কাব্যঃ

সাম্যবাদী ও সর্বহারা দলের ফণিমনসা, চিত্তনামা এবং অগ্নিবীণা, ঝিঙেফুল নিয়ে বিষের বাঁশি বাজিয়ে যাওয়ার পথে সন্ধ্যার সময় প্রলয় শিখা ও ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে শেষ(শেষ সওগাত) পর্যন্ত মরুভাস্করে প্রবেশ করল।

☞ কাজী নজরুল ইসলাম করাচি সেনানিবাসে বসে যে গল্পগুলি লিখেন ঃ

হেনা ঘুমের ঘোরে, মেহের নেগার ব্যথার দান করে, বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী বানালেন।

বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী; হেনা; ব্যথার দান; মেহের নেগার; ঘুমের ঘোরে।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদঃ

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, রুবাইয়্যাৎ ওমর খাইয়াম, কাব্যে আমপারা।

☞ কাজী নজরুল ইসলাম যে সব পত্রিকার সম্পাদক ছিলেনঃ

নজরুলের লাঙ্গলটি নবযুগের ধুমকেতুর মত।

লাঙ্গলটি=লাঙ্গল; নবযুগের=নবযুগ; ধুমকেতুর=ধুমকেতু।

অথবাঃ দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক ধুমকেতু ভাই লাঙ্গল মার্কায় ভোট দিয়েছেন।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের বাজেয়াপ্ত বই সমুহঃ

প্রযুচবিভা

প্র=প্রলয়শিখা; যু=যুগবাণী; চ=চন্দ্র বিন্দু; বি=বিষের বাঁশী; ভা= ভাঙ্গার গান।

অথবাঃ প্রযুচ ভাবি।

অথবাঃ যুগ ভাঙ্গার বিষে প্রলয় হয় চন্দ্রে।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমমূলক কবিতাঃ

অভিমান, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চিরজনমের প্রিয়া
মরমী, বেদনা, অকরুন প্রিয়া
সাজিয়াছি মৃত্যুর উৎসবে।

কবিতা: অভিমান, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চিরজনমের প্রিয়া, মরমী, বেদনা, অকরুন প্রিয়া, সাজিয়াছি মৃত্যুর উৎসবে।

☞ কাজী নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি ঃ

বুলবুল গুলবাগিচার কণ্ঠে নজরুল গীতিকার গীতিশতদল অংশের স্বরলিপি সুরলিপি সুরমুকুল শুনে এবং তার চন্দ্রবিন্দুর মতো চোখের চাতকীতে সুর চাকীর মতো অম্লান হয়ে গেল। তাই বুলবুল ও তাকে বনগীতির গানের মালা উপহার দেয়।

ব্যাখ্যাঃ বুলবুল, চন্দ্রবিন্দু, চাতক, বনগীতি, গানের মালা, গুলবাগিচা, গীতি শতদল, নজরুল স্বরলিপি, নজরুল গীতিকা, সুরচাকী, সুর মুকুল, সুর লিপি।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল বিদ্রোহী কবিতা ও ভাঙ্গার গান সঙ্গীত রচনা করেন।
- নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের অধিক।
- ১৯২৩ সালের ২২ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তার বসন্ত গীতিনাট্য গ্রন্থটি নজরুলকে উৎসর্গ করলে নজরুল এতে উল্লসিত হয়ে আনন্দে জেলে বসে "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" কবিতাটি রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ -১৮৯১)

☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক গ্রন্থঃ

শকুন্তলা সীতার বনবাসের কথা শুনে ভ্রান্তিবিলাস হয়ে বেতালপঞ্চবিংশতি শুরু করলেন।

গ্রন্থসমূহঃ শকুন্তলা (১৮৫৪); সীতার বনবাস(১৮৬০); ভ্রান্তিবিলাস(১৮৬৯); বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)।

☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিদ্রুপকৌতুক/প্রহসনমূলক গ্রন্থঃ

ব্রজবিলাস রত্নপরীক্ষা করিবার পর কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য বলিলেন অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল।

গ্রন্থসমূহঃ ব্রজবিলাস(১৮৮৪); রত্নপরীক্ষা(১৮৮৬); অতি অল্প হইল(১৮৭৩); আবার অতি অল্প হইল(১৮৭৩)। এই গ্রন্থগুলি কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে লিখিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরগনা: ২৭ জুন ১৮৩৮-৮ এপ্রিল ১৮৯৪)

☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর উপন্যাস (মোট উপন্যাস ১৪টি)ঃ

রাজ কবি যুই, দূর চন্দ্র সীতা-দেবী ও রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে আনন্দে মৃণালিনীকে নিয়ে উপন্যাস লিখলেন।

ব্যাখ্যাঃ রাজ-রাজসিংহ(১); ক-কপালকুন্ডলা(২); বি-বিষবৃক্ষ(৩); যু-যুগলাঙ্গুরীয়(৪); ই-ইন্দিরা(৫); দূ-দূর্গেশ নন্দিনী(৬); র-রজনী(৭); চন্দ্র-চন্দ্রশেখর(৮); সীতা-সীতারাম(৯);

দেবী-দেবী চৌধুরাণী(১০); রাধা-রাধারাণী(১১); কৃষ্ণ-কৃষ্ণকান্তের উইল(১২); আনন্দে-আনন্দমঠ(১৩); মৃণালিনীকে-মৃণালিনী(১৪)।

অথবাঃ রাজসিংহ থেকে চন্দ্রশেখরের স্ত্রীদ্বয় রাধারাণী ও দেবী চৌধুরানী রজনীতে ইন্দ্রিরা রোডের দুর্গেশ পথ ধরে আনন্দমঠের বিষবৃক্ষের নিচে এসে কৃষ্ণকান্তকে যুগলাঙ্গরীয় উইল করায় মৃণালিনী সীতারামের কপালকুন্ডালো।

অথবাঃ দুর্গেশ (দুর্গেশনন্দিনী), কাপাল (কপালকুন্ডলা), মৃণা, সীতা দেবী ও রাধা কৃষ্ণ চন্দ্রশেখরের রাজসিংহ উপাধি পেয়ে বিষবৃক্ষের আনন্দ মঠে ইন্দিরার সহায়তায় রজনী কাটায়।

অথবাঃ দেবী চৌধুরাণীর স্বামী রাজসিংহের আদেশে দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুন্ডলার জন্য বিষবৃক্ষের নিচে রজনীতে আনন্দমঠ তৈরি করেন। সীতারামের স্ত্রী মৃণালিনী, ইন্দিরাকে এ কথা বললে রাধারাণীর স্বামী চন্দ্রশেখর যুগলাঙ্গুরীয়র পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তের উইল ফিরিয়ে নেয়।

অথবা গল্পঃ এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার নাম রাজমোহন। তাঁর দেবী চৌধুরাণী ও দুর্গেশনন্দিনী নামে দুই স্ত্রী ছিল। একদিন রাজমোহনের স্ত্রীযুগল আনন্দের সাথে গান ধরল "কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে মৃনাল রাজা ইন্দিরা, সীতার বিষেতে শেখর রজনীকা"।

অথবাঃ ঢাকার **ইন্দ্রিরা** রোডে **আনন্দমঠে** প্রত্যেক **রজনীতে যুগলাঙ্গরীয়** অনুষ্ঠান হয়। যে অনুষ্ঠানে **রাধারানী** ও **সীতারাম** কে দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে ২ সুন্দরী তরুণী **কপালকুন্ডলা** ও **মৃণালিনী** ২ যুবক **রাজসিংহ** ও **চন্দ্রশেখর**কে দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু এর মধ্যে **বিষবৃক্ষের** চারা রোপন করে দেয় **দুর্গেশনন্দিনী**। ফলে তারা পারস্পরিক **কৃষ্ণকান্তের উইল** তৈরি করে যার উদ্যোক্তা ছিলেন **দেবী চৌধুরানী**।

☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ত্রয়ী উপন্যাসঃ

ত্রয়ী উপন্যাস : সীতা দেবী আনন্দমঠে।

☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রবন্ধঃ

বঙ্গদেশের কৃষকেরা, বিবিধ প্রবন্ধ; কৃষ্ণচরিত, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্যের সাম্য বুঝতে না পেরে কমলাকান্তের দপ্তরে হাজির হল।

অথবাঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিবিধ প্রবন্ধ, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র এর সাম্য না বুঝে বিবিধ সমালোচনা করে কমলাকান্তের দপ্তরে বসে ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন করলেন।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা(১৯০২); বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খন্ড-১৮৮৭;২য় খন্ড-১৮৯২); লোকরহস্য (১৮৭৪) ; বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫) ; কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬); সাম্য (১৮৭৯); বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬); কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫); ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮)।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশের যশোর, ঝিনাইদহ ও খুলনা জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
- কবি ১ম বিয়ে করেন ১৮৪৯ সালে ১১ বছর বয়সে নারায়নপুর গ্রামের ৫ বছর বয়সী এক বালিকাকে। কিন্তু চাকুরি জীবনের শুরুতে যশোর অবস্থান কালে ১৮৫৯ সালে এ পত্নীর মৃত্যু হয়। অত:পর ১৮৬০ সালের জুন মাসে হালি শহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষী দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (যশোর; ১৮২৪-১৮৭৩)

☞ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যগ্রন্থঃ

ব্রজাঙ্গনা তার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে লিখেছেন Captive Lady তিলোত্তমা মেয়েটি বীরঙ্গনা হয়েছে।

অথবাঃ তিলোত্তমা কাব্যের নায়িকা ব্রজাঙ্গনা একজন বীরাঙ্গনা। চতুর্দশপদী কবিতাবলিতে তিনি Captive Lady

ব্যাখ্যাঃ তিলোত্তমা সম্ভব(১৮৬০); ব্রজাঙ্গনা(১৮৬১); বীরাঙ্গনা(১৮৬২); চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬); The Captive Lady(১৮৪৯)।

☞ মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটকঃ

শর্মিষ্ঠা মায়াকাননকে বলল কৃষ্ণকুমারী পদ্মাবতীর মেয়ে।

অথবাঃ নায়িকা কৃষ্ণকুমারী শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীর মতই সুন্দরী।

অথবাঃ পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকে হেক্টর বদ করল মায়াকাননে, বিষ না ধনুগুণ দিয়ে।

ব্যাখ্যাঃ পদ্মাবতী(১৮৬০); কৃষ্ণকুমারী(১৮৬১); শর্মিষ্ঠা(১৮৫৮); হেক্টর বদ(১৮৭১); মায়াকানন(১৮৭৩); বিষ না ধুনুগুণ (১৮৭৩)।

অথবাঃ পদ্মাবতী ও শর্মিষ্ঠা কৃষ্ণকুমারীর বাসায় গিয়ে মায়াকানন নাটক দেখল।

☞ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনঃ

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ দেওয়া, একেই কি বলে সভ্যতা?

ব্যাখ্যাঃ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ(১৮৫৯); একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৫৯)।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

☞ দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য কর্মঃ

দীনবন্ধু মিত্রের **কমলে কামিনী** নাটকে **বিয়ে পাগলা বুড়ো** একদশীর দিন **(সধবার একাদশী)** জামাই বাড়িতে **(জামাই বারিক)** বেড়াতে গিয়ে **নবীন তপস্বিনীর** মেয়ে **লীলাবতী**কে বিয়ে করে, পরে তিনি মধুচন্দ্রিমা করার জন্য নীল নদের **(নীলদর্পন)** উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করলেন।

☞ দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনঃ

দীনবন্ধু মিত্র সধবার একাদশীতে বিয়ে পাগলা বুড়ো সাঁজে।

ব্যাখ্যাঃ সধবার একাদশী(১৮৬৬); বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।

☞ দীনবন্ধু মিত্রের নাটকঃ

দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পন নাটক দেখতে গিয়ে নবীন তপস্বিনীর মেয়ে লীলাবতীকে পছন্দ করে।

ব্যাখ্যাঃ নীল দর্পন(১৮৬০); নবীন তপস্বিনী(১৮৬৬); লীলাবতী(১৮৬৭)।

প্যারীচাঁদ মিত্র (কলকাতা: ১৮১৪ -১৮৮৩)

☞ বাংলা সাহিত্যের **১ম** উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৭) তার শ্রেষ্ঠ রচনা। এ গ্রন্থের প্রধান চরিত্র-ঠক চাচা। এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল The spoiled child নামে।

☞ প্যারিচাঁদ মিত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ

বামাতোষিনী ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত যৎকিঞ্চিৎ পড়ে আধ্যাত্মিকা হয়ে গেলেন। প্যারিচাঁদ মিত্র রামারঞ্জিকা ও অভেদী গীতাঙ্কুর খুলে বললেন- মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।

গ্রন্থসমূহ হলো- বামাতোষিনী(১৮৮১); ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত(১৮৭৮); যৎকিঞ্চিৎ(১৮৬৫); আধ্যাত্মিকা(১৮৮০); রামারঞ্জিকা(১৮৬০); অভেদী(১৮৭১); গীতাঙ্কুর(১৮৬১); মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়(১৮৫৯)।

মীর মশাররফ হোসেন (কুষ্টিয়া: ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭-১৯ নভেম্বর ১৯১১)

☞ মীর মশাররফ হোসেন এর উপন্যাসঃ

রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধু লিখিত বাঁধাখাতা গাজী মিয়ার বস্তানীতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা নাকি নিয়তি কি অবনতি।

☞ মীর মশাররফ হোসেন এর নাটকঃ

জমিদার দর্পণে বসন্ত কুমারী বেহুলার ছবি ভেসে ওঠে। নিয়তির কি অবনতি জমীদারের গীতাভিনয়ের বাঁধা খাতা ফাঁস(কাগজ)। তখন প্রজারা বলে একি, ভাই ভাই এইতো চাই।

অথবাঃ বেটা বসন্ত জমিদার।

ব্যাখ্যাঃ বে=বেহুলা গীতাভিনয়; টা=টালা অভিনয়; বসন্ত=বসন্ত কুমারী; জমিদার=জমিদার দর্পন।

নাটকঃ জমিদার দর্পণ(১৮৭৩); বসন্ত কুমারী(১৮৭৩; এটি নওয়াব আব্দুল লতিফকে উৎসর্গ করেন); বেহুলা গীতাভিনয়; টালা অভিনয়; নিয়তির কি অবনতি; ফাঁস কাগজ; একি; ভাই ভাই এইতো চাই।

☞ মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পত্রিকাঃ

হিতকরী আজীজননেহার।

ব্যাখ্যাঃ আজীজননেহার(১৮৭৪); হিতকরী(১৮৯০)।

☞ মীর মশাররফ হোসেন এর প্রহসনঃ

মীর মশাররফ হোসেন প্রহসন লিখতে গিয়ে বললেন **একি, ফাঁস কাগজ** বলে **ভাই ভাই এইতো চাই**, এখন **এর উপায় কি?**

অথবাঃ ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল? এর উপায় কি?

ব্যাখ্যাঃ একি; ফাঁস কাগজ; ভাই ভাই এইতো চাই; এর উপায় কি?

☞ মীর মশাররফ হোসেন আত্মজীবনীঃ

মীর মশাররফ হোসেন বললেন, গাজী মিয়ার বস্তানীতে আমার জীবনী নাকি বিবি কুলসুম এর জীবনী লিখব।

ব্যাখ্যাঃ গাজী মিয়ার বস্তানী; আমার জীবনী; বিবি কুলসুম এর জীবনী।

জহির রায়হান (ফেনী: ১৯৩৫-১৯৭২)

☞ জহির রায়হানের উপন্যাসঃ

হাজার বছর ধরে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত শেষ বিকেলের মেয়ে আর কত দিন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বরফ গলা নদীর পাশে অপেক্ষা করবে।

অথবা : এক শেষ বিকেলের মেয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত হাজার বছর ধরে বরফ গলা নদীর তীরে আমি অপেক্ষা করছি।

অথবা: ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তোমার জন্য হাজার বছর ধরে বরফগলা নদীর পাড়ে অপেক্ষা করতে পারি।

১.শেষ বিকেলের মেয়ে ২. হাজার বছর ধরে ৩. বরফ গলা নদী।

অথবাঃ ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তোমার জন্য হাজার বছর ধরে বরফগলা নদীর তীরে তৃষ্ণার্ত হয়ে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত জহির রায়হান অপেক্ষা করছে।

অথবাঃ হাজার বছর ধরে বরফগলা নদীর তীরে শেষ বিকেলের মেয়ের জন্য জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত আর কত দিন অপেক্ষা করবে?

উপন্যাসঃ হাজার বছর ধরে; আরেক ফাল্গুন; বরফ গলা নদী; শেষ বিকেলের মেয়ে; তৃষ্ণা; আর কতদিন; কয়েকটি মৃত্যু; একুশে ফেব্রুয়ারি।

☞ জহির রায়হানের চলচ্চিত্রঃ

আমার জীবন থেকে নেওয়া আনোয়ারা কাঁচের দেয়াল হয়ে গেল। অন্যদিকে ওর বান্ধবী বেহুলাও কখনো দেখতে আসেন। তাই আমি বললাম লেট দেয়ার বি লাইট কিন্তু জহির রায়হান বললেন স্টপ জেনোসাইড।

অথবাঃ সোনার কাজল মেয়ে বেহুলা আনোয়ারা কে সঙ্গে নিয়ে কাচের দেয়াল ভেঙ্গে বাহানা দলকে বলল, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট

চলচ্চিত্রঃ কখনও আসেনি; সোনার কাজল; কাঁচের দেয়াল; সঙ্গম; বাহানা; বেহুলা; আনোয়ারা; জীবন থেকে নেওয়া; Stop genocide; Let there be light.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(হুগলী: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬-১৬ জানুয়ারী ১৯৩৮)

☞ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর উপন্যাসঃ

চরিত্রহীন দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে চন্দ্রনাথের বড়দিদি ও মেজদিদির অন্যরকম সম্পর্ক থাকায় দেনা পাওনা হিসাবে পল্লীসমাজ তাদের গৃহদাহ করল। কিন্তু শ্রীকান্ত ও শুভদা তাদের পথের দাবী তুলে শেষের পরিচয় পেয়ে শেষ প্রশ্ন করল। ফলে নববিধানে নিষ্কৃতি মিললো এবং দত্তা বৈকুণ্ঠের উইল করিয়া বিরাজ বৌকে পরিণীতা হিসেবে গ্রহণ করল।

অথবাঃ গৃহদাহ পল্লীসমাজে বড়দিদি মেজদিদিকে নিয়ে বসবাস করে। সেখানে চরিত্রহীন চন্দ্রনাথও ছিল। দেবদাস ও বিপ্রদাসের মধ্যে কিছু দেনা-পাওনা ছিল। শেষের পরিচয় ঘটল শ্রীকান্ত ও শুভদার সাথে। পথের দাবি তুলে তারা শেষপ্রশ্ন করল। নববিধানে দত্তা বিরাজ বৌকে গ্রহণ করবে।

অথবাঃ অবাদে পল্লীগৃহে চলনা।

ব্যাখ্যাঃ অ= অরক্ষণীয়া, **বা=**বামনের মেয়ে, **দে=**দেনাপাওনা, **পল্লী=**পল্লী সমাজ, **গৃ=**গৃহদাহ, **চ=**চরিত্রহীন।

অথবাঃ শ্রীকান্তের বড়দিদি, মেজদিদি এবং রাম (রামের সুমতি) পন্ডিত মশাইয়ের কাছে দেবদাস সম্পর্কে শেষ প্রশ্নে জানতে চাইল। আবার অরক্ষণীর স্বামী বিপ্রদাস বিন্দুর ছেলেকে বামুনের মেয়ে বিরাজ বৌয়ের কাছে দত্ত'ক দিল। শেষে পরিচয় হলো পল্লীসমাজের পরিণীতার সঙ্গে। দেনাপাওনা হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছিল চরিত্রহীনতার অপবাদ।

উপন্যাসঃ বড়দিদি; শ্রীকান্ত; পথের দাবি; গৃহদাহ; দেবদাস; দত্তা; পল্লীসমাজ; শেষ প্রশ্ন; মেজদিদি; চন্দ্রনাথ; শুভদা; বিপ্রদাশ; দেনাপাওনা; বৈকন্ঠের উইল; নিষ্কৃতি; শেষের পরিচয়; নববিধান; পরিণীতা; বিরাজ বৌ; চরিত্রহীন।

☞ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর নাটকঃ

শরৎচন্দ্রের ষোড়শী মেয়ে রমা ও বিজয়া।

ব্যাখ্যাঃ ষোড়শী; রমা; বিজয়া।

☞ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর গল্পঃ

পরিণীতা বৈকুন্ঠের উইল করে নিষ্কৃতি পেল।

ব্যাখ্যাঃ ১. পরিণীতা; ২. বৈকুন্ঠের উইল; ৩. নিস্কৃতি।

☞ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ছোটগল্পঃ

মন্দির থেকে বের হয়ে বিলাসী মহেশ কে আনতে যায়। ফিরে এসে দেখল অতিথি একাদশী ছবি হাতে বৈরাগীর সাথে বসে আছে।

জসীম উদ্দীন(ফরিদপুর: ১৯০৩-১৪ মার্চ ১৯৭৬)

☞ জসীম উদ্দীন এর কাব্যগ্রন্থঃ

রাখালী হলুদ বরণ সূচয়নীকে নিয়ে নকশী কাঁথা দেখতে বালুর চরে ধানক্ষেতে গেল। অন্যদিকে হাসুর মা জননীকে নিয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে রাখালীকে খুঁজতে গেল।

ব্যাখ্যাঃ রাখালী= রাখালী; হলুদবরণ=হলুদবরণ; সূচয়নীকে=সূচয়নী; নকশী কাঁথা=নকশী কাঁথার মাঠ; বালুর চর= বালুর চর; ধানক্ষেতে= ধানক্ষেত; হাসুর=হাসু; মা জননীকে=মা যে জননী কান্দে; সোজন বাদিয়ার ঘাটে= সোজন বাদিয়ার ঘাট।

অথবাঃ রাখালীদের বালুর চরের ধানক্ষেতে মা জননী হাসুকে নিয়ে সূচয়নী জলের লেখায় সোজন বাদিয়ার ঘাটে হলুদবরণ নকশীকাঁথা বিছিয়ে গল্প করেছেন।

অথবাঃ নকশীকাঁথার মাঠের ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে রাখালী হলুদবরণ সূচয়নীকে নিয়ে এক পয়সার বাঁশি বাঁজাতে সোজন বাদিয়ার ঘাটের নিকট আসিলে হাসুর মা জননী বালুচরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

অথবাঃ হাসু বালুচরের সেই রূপবতী রাখালী সকিনাকে দেখতে হলুদ বরণের নকশী কাঁথা পরে রঙ্গিলা নায়ের মাঝিকে নিয়ে মাটির কান্না কেঁদে কাপনের মিছিল দিয়ে ধানক্ষেত হয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেল।

অথবাঃ রাখালী হাসু বালুচরের রূপবতী সখিনাকে দেখতে হলুদ বরণের নকশী কাঁথার শাড়ি ও এক পয়সার বাঁশি কিনে রঙিলা নায়ের মাঝিকে সঙ্গে করে ধানক্ষেত পার হয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেলে মাটির কান্না পায়।

অথবাঃ রুপবতী কন্যা হাসু রঙ্গিলা নায়ের মাঝি কে দেখতে নক্সী কাঁথা গায়ে ধানক্ষেত থেকে রাখালী কে নিয়ে বালুচর পেরিয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেল।

কাব্যগ্রন্থঃ রাখালী; বালুচর; ধানক্ষেত; মা যে জননী কান্দে; হাসু;সূচয়নী; জলে লেখন; সোজন বাদিয়ার ঘাট; হলুদ বরণ; নকশী কাঁথার মাঠ; মাটির কান্না; রুপবতী; কাফনের মিছিল; রঙিলা নায়ের মাঝি; এক পয়সার বাঁশী;সকিনা; ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে; হলুদ বরণী;।

☞ জসীম উদ্দীন এর নাটকঃ

পল্লী বধূ মধুমালা গ্রামের মেয়ে ও বেদের মেয়েদের সাথে পদ্মাপাড়ে গান করে।

অথবাঃ পদ্মাপারের রাখালের বাঁশের বাঁশির সুর শুনে পল্লী বধু বেদের মেয়ে মধুমালার স্মৃতি পটে প্রেমের দাগ কাটল।

নাটকঃ বেদের মেয়ে; পল্লীবধু; মধুমালা; গ্রামের মেয়ে; পদ্মপার; ওগো পুষ্পধনু; আসমান সিংহ।

☞ জসীম উদ্দীন এর উপন্যাসঃ

বোবা কাহিনী।

☞ জসীম উদ্দীন এর ভ্রমণ কাহিনীঃ

যে হলদে মুসা= যে দেশে মানুষ বড়+হলদে পরীর দেশে+চলে মুসাফির।
চলো মুসাফির, হলদে পরীর দেশে।

ব্যাখ্যাঃ চলে মুসাফির; হলদে পরীর দেশে; যে দেশে মানুষ বড়; জার্মানীর শহরে বন্দরে।

☞ জসীম উদ্দীন এর স্মৃতিকথাঃ

জীবন কথার স্মৃতি পটে যাদের দেখেছি ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়।

ব্যাখ্যাঃ জীবন কথা; স্মৃতি পট; যাদের দেখেছি; ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়।

ফররুখ আহমদ (মাগুরা: ১৯১৮-১৯৭৪)

☞ ফররুখ আহমদ এর কাব্যগ্রন্থঃ

সাত সাগরের মাঝি নৌফেল ও হাতেম ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা মুহূর্তের কবিতা বলতে পারায়, সিরাজুম মুনীরা তাদেরকে পাখির বাসা উপহার দিল।

অথবাঃ সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা হাবেদা মরুর কাহিনী, নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য) রেখে নতুন লেখা মুহূর্তের কবিতা (সনেট) আবৃত্তি করল। পরে হাতেম তায়ীর পাখির বাসার মতো ছড়ার আসরে যোগ দিল।

কাব্যগ্রন্থঃ সাত সাগরের মাঝি; হাতেম তাই; সিরাজুম মুনীরা; নৌফেল ও হাতেম; মুহূর্তের কবিতা; ধোলাই কাব্য; নতুন লেখা; কাফেলা; হাবিদা মরুর কাহিনী; সিন্দাবাদ; দিলরুবা ।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

☞ সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যগল্পঃ

ময়ূরকণ্ঠী টুনিমেম সাহেব, মুজতবা আলীর চাচা কাহিনীর পঞ্চতন্ত্র রম্যগল্প পড়েছ?

ব্যাখ্যাঃ ময়ুরকণ্ঠী; টুনিমেম; চাচা কাহিনী; পঞ্চতন্ত্র।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

☞ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসঃ

বুদ্ধদেব বসু জঙ্গমের তিথিডোরে বসে নির্জন স্বাক্ষর করে।

ব্যাখ্যাঃ নির্জন স্বাক্ষর; জঙ্গম; তিথিডোর।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

☞ সৈয়দ আলী আহসান এর কাব্যগ্রন্থঃ

একক সন্ধ্যায় বসন্তে অনেক্ষণ (অনেক) আকাশ দেখে সহসা সচকিত হয়ে আমার প্রতিদিনের শব্দের মতোই মনের মধ্য বেজে উঠলো এবার সমুদ্রেই যাবো।

ব্যাখ্যাঃ একক সন্ধ্যায় বসন্ত; অনেক আকাশ; সহসা সচকিত; আমার প্রতিদিনের শব্দ; সমুদ্রেই যাবো; উচ্চারণ।

গোলাম মোস্তফা (ঝিনাইদহ: ১৮৯৭-১৯৬৪)

☞ গোলাম মোস্তফা এর কাব্যগ্রন্থঃ

সাহারার বনি আদম ও হাসনাহেনা বুলবুলিস্তানের রক্তরাগে মিলিত হল।

ব্যাখ্যাঃ সাহারা; বনি আদম; হাসনাহেনা; বুলবুলিস্তান; রক্তরাগ; খোশরোজ; কাব্যকাহিনী; গীতি সঞ্চায়ন; তারানা ই পাকিস্তান।

আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন (১৯৩০-১৯৯৮)

☞ আব্দুল্লাহ আল মুতী এর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থঃ

অবাক পৃথিবী রহস্যের শেষ নেই বিজ্ঞান ও মানুষের, জানা-অজানার দেশে সাগরের রহস্যপুরী আবিস্কারের নেশায় মত্ত এ যুগের বিজ্ঞান। তাই তো বলি, এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।

ব্যাখ্যাঃ বিজ্ঞান ও মানুষ; আবিষ্কারের নেশায়; সাগরের রহস্যপুরী; তারার দেশের হাতছানি; বিজ্ঞানের বিস্ময়; শিক্ষা ও বিজ্ঞান:নতুন দিগন্ত; মহাকাশে কী ঘটেছে; এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে ইত্যাদি।

আলাউদ্দীন আল আজাদ (কিশোরগঞ্জ: ১৯৩২-২০০৯)

☞ আলাউদ্দীন আল আজাদ এর উপন্যাসঃ

শীতের শেষ রাতে অর্থাৎ বসন্তের প্রথম দিনে ক্ষুধা ও আশা কর্ণফুলীর খসড়া কাগজে বিশৃঙ্খল ভাবে তেইশ নম্বর তৈল চিত্র আকঁতে গেল।

ব্যাখ্যাঃ শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন; ক্ষুধা ও আশা; কর্ণফুলী; তেইশ নম্বর তৈল চিত্র; খসড়া কাগজ; স্বপ্নশিলা; বিশৃঙ্খলা।

রোমেনা আফাজ (১৯২৬-২০০৩)

☞ রোমেনা আফাজ এর উপন্যাসঃ

সোনালী সন্ধ্যায় কাগজের নৌকায় চড়ে হারানো মানিককে খুঁজে ফিরে রোমেনা আফাজ।

অথবাঃ জানি তুমি আসবে বলে শীতের সোনালী সন্ধ্যায় কাগজের নৌকায় চড়ে লেখকের স্বপ্নের প্রিয়ার কণ্ঠস্বর খুঁজতে হারানো মানিক এর সন্ধান পায় রোমেনা আফাজ।

ব্যাখ্যাঃ জানি তুমি আসবে বলে; দেশের মেয়ে; বনহুর; রক্তে আঁকা মাপ; মান্দিগোর বাড়ি; বিদগ্ধা জননী।

বি.দ্র. তাঁর লেখা উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ৬টি চলচ্চিত্রঃ কাগজের নৌকা; মোমের আলো; মায়ার সংসার; মধুমিতা; মাটির মানুষ ও দস্যু বনহুর।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (বরিশাল: ১৯৩২-২০০১)

☞ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কাব্যগ্রন্থঃ

আমার সময় সাত নারীর হার কখনো রং সুর, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, কমলের চোখ যেন সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, এ যেন বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা।

ব্যাখ্যাঃ সাত নরী হার; কখনো রং কখনো সুর; কমলের চোখ; আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি; সহিষ্ণু প্রতীক্ষা; বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা; আমার সময়; নির্বাচিত কবিতা; আমার সকল কথা; খাঁচার ভিতর অচিন পাখি এবং কৃষ্ণগোপাল।

আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১৯-১৯৮৮)

☞ আবু জাফর শামসুদ্দিন এর উপন্যাসঃ

প্রপঞ্চ পরিত্যক্ত স্বামীর দেয়াল ভেঙ্গে মুক্তির কারণে ভাওয়াল গড়ের উপখ্যান পদ্মা মেঘনা যমুনা ও সংকর সংকীর্তনে হানিমুনে যায়।

অথবাঃ ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যানের পরিত্যাক্ত স্বামী কলিমদ্দি, প্রপঞ্চ করে দেয়াল তৈরি করে, সংকর সংকীর্তন করতে করতে পদ্মা মেঘনা যমুনায় ঘুরে বেড়ায়।

ব্যাখ্যাঃ প্রপঞ্চ; পরিত্যক্ত স্বামী; ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান; পদ্মা মেঘনা যমুনা; সংকর সংকীর্তন; দেয়াল;মুক্তি।

☞ আবু জাফর শামসুদ্দিন এর গল্পঃ

জীবন ও ল্যাংড়ী আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প শেষ রাত্রির তারা পড়ে রাজের ঠাকুরের তীর্থ যাত্রা দেখতে যায়।

অথবাঃ নির্বাচিত গল্প ল্যাড়ীতে নায়ক শেষ রাত্রির তারা দেখে এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য নিয়ে রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রায় চলে যায়।

ব্যাখ্যাঃ জীবন; শেষ রাত্রির তারা; রাজের ঠাকুরের তীর্থযাত্রা; ল্যাংড়ী; নির্বাচিত গল্প।

সৈয়দ শামসুল হক (কুড়িগ্রাম: ১৯৩৫-২০১৬)

☞ সৈয়দ শামসুল হক এর উপন্যাসঃ

সীমানা ছাড়িয়ে দেয়ালের দেশে এক মহিলা ছবি দেখে, এ এক অনুপম দিন, খেলারাম খেলে যা।

উপন্যাস সমূহঃ এক মহিলার ছবি(১৯৫৯); অনুপম দিন(১৯৬২); সীমানা ছাড়িয়ে(১৯৬৪); খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯); নীল দংশন(১৯৮১); স্তব্ধতার অনুবাদ(১৯৮৭); বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ(১৯৮৯); ত্রাহি(১৯৮৯); তুমি সেই তরবারী(১৯৮৯); অন্য এক আলিখান; এক মুঠো জন্মভুমি; আলোর জন্য; রাজার সুন্দরী।

☞ সৈয়দ শামসুল হক এর গল্পসমূহঃ

প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান জলেশ্বরীর গল্পগুলো যেন তাস খেলা শীত বিকেলে আনন্দের মৃত্যু।

গল্পসমূহঃ প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান(১৯৮২); জলেশ্বরীর গল্পগুলো(১৯৯০); তাস(১৯৫৪); শীত বিকেল(১৯৫৯); আনন্দের মৃত্যু(১৯৬৭)।

☞ সৈয়দ শামসুল হক এর কাব্যনাট্যঃ

এখানে এখন, নুরুলদীনের সারা জীবনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।

কাব্যনাট্যসমূহঃ এখানে এখন(১৯৮৮); নুরুলদীনের সারা জীবন(১৯৮২); পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়(১৯৭৬)।

আল-মাহমুদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ১৯৩৬-)

☞ আল-মাহমুদ এর কাব্যনাট্যঃ

বখতিয়ারের ঘোড়া লোকলোকান্তর থেকে সোনালী কাবিনে মোড়কে কালের কলস ভর্তি পানকৌড়ির রক্ত* দেখে মায়াবী পর্দা দুলে উঠলো।(*গল্পগ্রন্থ পানকৌড়ির রক্ত)।

কাব্যগ্রন্থঃ লোক লোকান্তর; কালের কলস; পাখির কাছে ফুলের কাছে; আরব্য রজনীর রাজহাঁস; সোনালী কাবিন; বখতিয়ারের ঘোড়া; এক চক্ষু হরিণ।

☞ আল-মাহমুদ এর উপন্যাসঃ

কাবিলের বোন ডাহুকী উপমহাদেশের মধ্যে একজন আগুনের মেয়ে।

ব্যাখ্যাঃ কাবিলের বোন; ডাহুকী; উপমহাদেশ; আগুনের মেয়ে।

ইব্রাহীম খাঁ (টাঙ্গাইল: ১৮৭৮-১৯৯৪)

☞ ইব্রাহীম খাঁ এর সাহিত্য কর্মঃ

#ইস্তাম্বুল যাত্রার পথে *লক্ষীছাড়া আনোয়ার পাশা ও কামাল পাশা * সোনার শিকল ভেঙ্গে ওমর ফারুকের কাফেলায় যোগ দিল।(#ভ্রমণকাহিনী;*গল্প)।

ব্যাখ্যাঃ নাটকঃ আনোয়ার পাশা; কামাল পাশা; কাফেলা। গল্পগ্রন্থঃ সোনার শিকল। প্রবন্ধঃ ইস্তাম্বুলের যাত্রীর পথ(ভ্রমণকাহিনী)।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)

☞ নির্মলেন্দু গুন এর কাব্যগ্রন্থঃ

রক্ত আর ফুলগুলি যেন কবিতা অমীমাংসিত রমনী, নানা প্রেমিক না বিপ্লবী, প্রেমাংশুর রক্ত চাই, তার আগে চাই সমাজতন্ত্র, এবং বলতে শুনি দূর-হ-দুঃশাসন।

ব্যাখ্যাঃ প্রেমাংশুর রক্ত চাই; না প্রেমিক না বিপ্লবী; দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী; ও বন্ধু আমার; তার আগে চাই সমাজতন্ত্র; চাষাভুষার কাব্য; পৃথিবীজোড়া গান; দূর হ দুঃশাসন; ইসক্রা; মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা; নেই কেন সেই পাখি; চিরকালের বাঁশি; দুঃখ কোরো না; বাঁচো; শিয়রে বাংলাদেশ; ইয়াহিয়াকাল; মুঠোফোনের কাব্য; চির অনাবৃত্য হে নগ্নতমা; নিশিকাব্য; কামকানন ইত্যাদি।

রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (বরিশাল: ১৯৫৬-১৯৯১)

☞ রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর কাব্যগ্রন্থঃ

উপদ্রুত উপকূল থেকে আগত মৌলিক মুখোশধারী ছোবলাদের হাত থেকে মানুষের মানচিত্র ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম।

ব্যাখ্যাঃ উপদ্রুত উপকূল; মৌলিক মুখোশ ; মানুষের মানচিত্র; দিয়েছিলে সকল আকাশ; ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম।

এম.আর.আখতার মুকুল (বগুড়া: ১৮৭৮-১৯৯৪)

☞ এম.আর.আখতার মুকুল এর গদ্যগ্রন্থঃ

আব্বা-হুজুরের দেশে বাহান্নর জবানবন্দীতে আমি বিজয় দেখেছি।

ব্যাখ্যাঃ আব্বু হুজুরের দেশ; বাহান্নর জবানবন্দী; আমি বিজয় দেখেছি।

আবুল মনসুর আহমেদ (ময়মনসিংহ: ১৮৯৭-১৯৭৯)

☞ আবুল মনসুর আহমেদ এর প্রবন্ধঃ

শেরে-বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর পাক-বাংলার কালচার দেখেছি।

ব্যাখ্যাঃ শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু; আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর; পাক-বাংলার কালচার।

☞ আবুল মনসুর আহমেদ এর উপন্যাসঃ

সত্যমিথ্যার জীবনক্ষুধায় আবে হায়াত হলো।

ব্যাখ্যাঃ সত্যমিথ্যা; জীবনক্ষুধা; আবে হায়াত।

☞ আবুল মনসুর আহমেদ এর গল্পঃ

ফুড কনফারেন্সের আয়নায় আসমানী পর্দায় গালিভার সফর করলো।

ব্যাখ্যাঃ ফুড কনফারেন্স; আয়না; আসমানী পর্দা; গালিভারের সফরনামা।

মানিক বন্দোপাধ্যায় (বিহার: ১৯০৮-১৯৯৫)

☞ মানিক বন্দোপাধ্যায় এর উপন্যাসঃ

পদ্মা নদীর মাঝি মানিক তার সোনার চেয়ে দামী জননীকে, শহরতলীতে বসে ইতি কথার পরের কথা শুনালেন।

অথবা: মানিক শহরতলীর পদ্মানদীর মাঝির স্ত্রীকে বলল, জননী ইতিকথার পরের কথা সোনার চেয়ে ও দামী।

অথবা: মানিক বন্দোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝিকে বললো ইতি কথার পরের কথা হলো জননী সোনার চেয়েও দামী।

অথবা: পদ্মা নদীর মাঝির হোসেন মিয়া আরোগ্য লাভ করে সোনার চেয়ে দামী জননীর জন্য শহরতলী থেকে দিবারাত্রির কাব্য পুতুল নাচের ইতিকথা নামক উপন্যাস কিনে নিয়ে গেল।

অথবাঃ ইতিকথার পরের কথা হল মানিক এর জননী আরোগ্য হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেল এবং শহরতলীতে গিয়ে একটি চতুষ্কোণ সোনার চেয়ে দামি উপহার কিনল। অহিংসা শহরবাসের ইতি কথা আর পুতুল নাচের ইতি কথা পদ্মানদীর মাঝির মতোই দিবা রাত্রির কাব্য।

উপন্যাসঃ জননী; পদ্মা নদীর মাঝি; পুতুল নাচের ইতিকথা; দিবারাত্রির কাব্য; আত্মহত্যার অধিকার; ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

রজনী কান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)

☞ রজনীকান্ত সেন এর কাব্যগ্রন্থঃ

আনন্দময়ী ও অভয়া কল্যাণী সদ্ভাবকুসুম রজনীতে অমৃত বিশ্রাম নিচ্ছেন।

ব্যাখ্যাঃ অভয়া; আনন্দময়ী; বিশ্রাম; সদ্ভাবকুসুম; শেষদান; বাণী; কল্যাণী; অমৃত।

বেগম সুফিয়া কামাল (বরিশাল: ১৯১১-১৯৯৯)

☞ বেগম সুফিয়া কামাল এর কাব্যগ্রন্থঃ

উদাত্ত পৃথিবীতে সাঝেঁর মায়া যেন এক অভিযাত্রিক।

কাব্যগ্রন্থঃ সাঝেঁর মায়া; মায়া কাজল; উদাত্ত পৃথিবী; অভিযাত্রিক।

☞ বেগম সুফিয়া কামাল এর রচনাসমূহঃ

সুফিয়া কামাল তাঁর একাত্তরের ডায়েরীতে মোর যাদুদের সমাধি, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, উদাত্ত পৃথিবী, উতল বিতল, মন ও জীবন নামক গল্প লেখেন। গল্পগুলো মায়ার কাজলে আঁকা। অভিযাত্রিরা নওল কিশোরের দরবারে আহবান জানিয়েছেন, সাঁঝের বেলায় তারা যেন কেঁয়ার কাঁটা তুলতে না যায়।

ব্যাখ্যাঃ কবিতা: সাঁঝের মায়া; মন ও জীবন; উদাত্ত পৃথিবী; অভিযাত্রিক; মোর যাদুদের সমাধি পরে; মায়া কাজল। **গল্প:** কেয়ার কাঁটা। **শিশুতোষ:** ইতল বিতল; নওল কিশোরের দরবারে। **আত্মজীবনী:** একালে আমাদের কাল। **ডায়েরি:** একাত্তরের ডায়েরী।

জীবনানন্দ দাস (বরিশাল: ১৮৯৯-১৯৫৪)

☞ জীবনানন্দ দাস এর কাব্যগ্রন্থঃ

মহাপৃথিবীর এই রূপসী বাংলার বনলতা সেন সাতটি তারার তিমির রাত্রিতে বেলা অবেলা কালবেলায় ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ঝরে পড়ল।

ব্যাখ্যাঃ মহাপৃথিবী; রুপসী বাংলা; বনলতা সেন; সাত তারার তিমির; বেলা অবেলা কালবেলা; ধূসর পাণ্ডুলিপি; ঝরা পালক।

☞ জীবনানন্দ দাস এর উপন্যাসঃ

জীবনানন্দের সতীর্থ অনেক মূল্যবান(মাল্যবান)।

অথবাঃ সতীর্থ তার জলপাই হাটী নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যানীকে মাল্যদান করল।

ব্যাখ্যাঃ জলপাইহাটি; কল্যানী; সতীর্থ; মাল্যবান।

☞ জীবনানন্দ দাস এর প্রবন্ধঃ

জীবনানন্দ বললেন আমি প্রবন্ধ না লিখে কবিতার কথা কেন লিখি।

ব্যাখ্যাঃ কবিতার কথা; কেন লিখি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

☞ সুকান্ত ভট্টাচার্য এর কাব্যগ্রন্থঃ

গীতি গুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযান কারীদের চোখে ঘুম নেই।

অথবাঃ হরতালের পূর্বাভাস অভিযানে মিঠে কড়ার ঘুম নেই ছাড়পত্র চাই।

অথবাঃ হরতালের মিঠেকড়া অভিযানের পূর্বাভাসের ছাড়পত্র পেয়ে ঘুম নেই সুকান্তের চোখে।

ব্যাখ্যাঃ গীতিগুচ্ছ; ছাড়পত্র; হরতাল; পূর্বাভাস; অভিযান; ঘুম নেই।

শওকত ওসমান (হুগলী: ১৯১৯-১৯৯৮)

☞ শওকত ওসমান এর সাহিত্যকর্মঃ

নেকড়ে অরণ্যে, ক্রীতদাসের হাসির সাবেক কাহিনী *আমলায় মামলায় প্রস্তর ফলক *কাঁকর মণি হয়ে বলল- হে জননী, জন্ম যদি তব বঙ্গে জাহান্নাম হতে বিদায়।(*নাটক)

উপন্যাসঃ জননী; ক্রীতদাসের হাসি; সমাগম; চৌরসন্ধি; রাজা উপাখ্যান; জাহান্নাম হইতে বিদায়; দুই সৈনিক; নেকড়ে অরণ্য; পতঙ্গ পিঞ্জর; আর্তনাদ; রাজপুরুষ; জলাঙ্গী।

নাটকঃ আমলার মামলা; কাঁকর মনি; তস্কর ও লস্কর; পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা ।

☞ শওকত ওসমান এর প্রবন্ধঃ

তিন মির্জা অনেক ভাব ভাষা ভাবনা নিয়ে মুসলিম মানসের রূপান্তর হন সংস্কৃতির চড়াই উতরাই পেরিয়ে এছাড়া হপ্তম পঞ্চম, নষ্টভান অষ্টভান।

প্রবন্ধগ্রন্থঃ ভাব ভাষা ভাবনা; সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই; মুসলিম মানুষের রুপান্তর।

গল্পগ্রন্থঃ জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প; মনিব ও তাহার কুকুর; ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (চট্টগ্রাম: ১৯২২-১৯৭১)

☞ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এর নাটক/উপন্যাস/গল্পঃ

* বহিপীর *(তরঙ্গ-ভঙ্গ *সুড়ঙ্গে চাঁদের অমাবস্যা রাতে বসে দুইতীর নয়ন চারার গল্প বলতে বলতে কাঁদো নদী কাঁদোর মত লালসালু ভিজিয়ে ফেলল।

☞ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এর উপন্যাসঃ

চাঁকা লাল।

ব্যাখ্যাঃ চাঁ=চাঁদের অমাবস্যা; **কাঁ**=কাঁদো নদী কাঁদো; **লাল**=লাল সালু।

অথবাঃ চাঁদের অমাবস্যায় কাঁদো(নদী) কাঁদো লালসালু ফুলে উঠল।

অথবাঃ লালসালু চাঁদের অমাবস্যার রাতে নদীর তীরে বসে বলল কাদো নদী কাদো।

☞ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এর নাটকঃ

ভন্ড বহিপীর তরঙ্গভঙ্গ করে সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছেন।

অথবাঃ তরঙ্গভঙ্গ করে সুড়ঙ্গ করায় উজানে মৃত্যু হয় বহিপীরের।

ব্যাখ্যাঃ ১. বহিপীর; ২. তরঙ্গভঙ্গ; ৩. সুড়ঙ্গ; ৪. উজানে মৃত্যু।

কায়কোবাদ (ঢাকা: ১৮৫৭-১৯৫১)

☞ কায়কোবাদ এর সাহিত্যকর্মঃ

কুসুম কানন এর শিব মন্দির এ বসে শ্রাবন্তি মহাশ্মশান ঘাটের শ্মশান ভস্ম এর দিকে তাকিয়ে বিরহ বিলাপ করতেছিল এবং তার চোখ দিয়ে অমিয় ধারায় মান্দাকিনী ধারার ন্যায় অশ্রু মালা ঝরতেছিল।

ব্যাখ্যাঃ মহাকাব্য: মহাশ্মশান। কাব্যগ্রন্থ: বিরহ বিলাপ,অশ্রুমালা; শিব মন্দির; অমিয় ধারা; মান্দাকিনী ধারা; শ্মশানভস্ম।

☞ কায়কোবাদ এর কাব্যগ্রন্থঃ

অমিয়ের সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিচ্ছে।

ব্যাখ্যাঃ অমিয় ধারা; কুসুমকানন; মহররম শরীফ; বিরহ বিলাপ; শিব মন্দির; অশ্রুমালা।

প্রমথ চৌধুরী (যশোর: ৭ আগষ্ট ১৮৬৮-২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)

☞ প্রমথ চৌধুরীরঃ

তেল নুন লাকড়ির দোকানে গত বৈশাখে বীরবলের হালখাতা দ্বারা আমাদের আহুতি করা হয়েছে। সে দোকানে অনেক লোকের পদচারণ ঘটল এবং নানা কথা হল ও নানা চর্চা হল। নীল লোহিতের রায়তের কথা চার ইয়ারী কথা পর্যন্ত উঠে আসল সকলের মুখে মুখে। আর সকলের টাকার হিসাব দেখা গেল সনেট পঞ্চাশৎ থেকে।

☞ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ ঃ

নানা কথা শুনে রায়তের কথা নানা চর্চা করে দুইয়ারী ও আমাদের শিক্ষা হয় তেলনুন লাকড়ি বিক্রি করেই বীরবলের হালখাতা করা হবে।

অথবাঃ রানা বীনারা দু'জনেই চা পান করতে চাইল।

ব্যাখ্যাঃ রা=রায়তের কথা; না=নানা কথা; বী=বীরবলের হালখাতা; না=নানা চর্চা; রা=দু'ইয়ারী; চা=চার ইয়ারী কথা; পা=প্রাচীন হিন্দুস্থান; তে=তেল-নুন-লাকড়ি।

☞ প্রমথ চৌধুরীর গল্পঃ

নীল লোহিতের আদি প্রেমে চারইয়ারী কথা, আহুতি গোষালের ত্রিকথা সপ্তক অনুকথার দুই না এক গল্প সংগ্রহ করে।

ব্যাখ্যাঃ চার ইয়ারি কথা; আহুতি; নীললোহিত ও গল্পসংগ্রহ।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

☞ আহসান হাবীবঃ

ছুটির দিনে দুপুরে বিদীর্ণ দর্পনে মুখ দেখে দুই হাতে দুই আদিম পাথর এবং জাফরাণী রং পায়রা নিয়ে রানী খালের সাঁকো পেরিয়ে ছোটদের পাকিস্তান যেতে যেতেই রাত্রি শেষ হয়ে এল। ঐদিন সারা দুপুর হৃদয়ে আশার বসতি স্থাপন করে অরণ্যে নীলীমা ও ছায়াহরিণ নামক প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলাম। আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কিন্তু হঠাৎ মেঘ বলে চৈত্রে যাবো এবং চৈত্র মাসে বৃষ্টি দেবো।

☞ কাব্যগ্রন্থঃ

সারা দুপুরে জোরে আশার বশতি নিয়ে চৈত্রের মেঘের বুকে হরিণের ছায়া দেখে রাত্রি শেষ করলাম।

ব্যাখ্যাঃ সারা দুপুর; আশার বশতি; মেঘ বলে চৈত্রে যাবো; ছায়া হরিণ; রাত্রি শেষ।

☞ ছোটদের বইঃ

ছুটির দিনে জোছনা রাতে রানী খালার কাছে ছোটদের গল্প শোনতাম।

ব্যাখ্যাঃ ছুটির দিনে দুপুরে জোছনা রাতের গল্প; রানী খালের সাঁকো।

☞ আহসান হাবীবের উপন্যাসঃ

আহসান হাবীবের অরণ্যে নীলিমা উপন্যাসটি যেন রানী খালের সাঁকো।

ব্যাখ্যাঃ অরণ্যে নীলিমা; রানী খালের সাঁকো।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৭৬)

☞ অমিয় চক্রবর্তীঃ

সময়ের পারাপার এবং পালাবদল ক্রমে পুরবাসিদের লেখা দবরানী গ্রন্থের খসড়াটি হারানো অর্কিড হয়ে রইল। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞান বসন্ত কালিন সময়ে সঞ্জয় এক মুঠো মাটির দেয়াল হাতে নিয়ে পুষ্পিত ইমেজে বলে উঠল চল যাই আজ ঘরে ফেরার দিন কিন্তু সামনে যে অন্ধকার পথ অন্তহীন।

☞ অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থঃ

অভিজ্ঞান বসন্তের দিনে পালাবদল কিংবা পারাপার নয় একমুঠো হারানো অর্কিডসহ অমরাবতীকে ফিরে পেতে চাই। অনি:শেষ ঘরে ফেরার দিনে মাটির দেয়ালের পাশে বসে আর পুরবাসী জীবনের দূরবাণী শুনতে হবে না কারণ খসড়া লিরিক কণিকা অমিয়'র জীবনে এনে দিয়েছে পুষ্পিত ইমেজ।

ব্যাখ্যাঃ খসড়া; এক মুঠে; মাটির দেয়াল; অভিজ্ঞান বসন্ত; অনিঃশেষ; পারাপার; পালাবদল; ঘরে ফেরার দিন; হারানো অর্কিড; দূরবাণী; পুষ্পিত ইমেজ।

☞ অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যঃ

অন্তহীন পথধরে পুরবাসীর চলে যাওয়ার (চলে যাই) কথা সাম্প্রতিক জানতে পারলাম।

ব্যাখ্যাঃ পথ অন্তহীন; পুরবাসী; চলো যাই; সাম্প্রতিক; অমিয় বক্রবর্তীর প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

☞ শহীদুল্লাহ কায়সারঃ

সংশপ্তক উপন্যাসের কাহিনীতে সারেং বউ পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ যান রাজবন্দীর রোজনামচা জানতে।

ব্যাখ্যাঃ সারেং বৌ(১৯৬২); সংশপ্তক(১৯৬৫); রাজবন্দির রোজনামচা(১৯৬২); পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ(১৯৬৬)।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

☞ মুনীর চৌধুরীর নাটকঃ

পলাশীর ব্যারাকের রক্তাক্ত প্রান্তর থেকে নষ্ট ছেলেটির চিঠিটি রূপার কৌটায় ভরে মুনীর চৌধুরী কবরে গেল।

ব্যাখ্যাঃ মুখরা রমনী বশীকরণ নাটকে দুকারণ্য দের উদ্দেশ্য রূপার কৌটার ভিতর করে কেউ কিছু বলতে পারেনা শিরোনামে একটি চিঠি নিয়ে আসে যাতে লেখা আছে রক্তাক্ত প্রান্তর এবং পলাশী ব্যারাক ও অন্যানা স্থানের শহীদদের কবর দেয়ার কথা।

ব্যাখ্যাঃ দন্ডধর এ রমণীর চিঠি পড়ে নষ্ট ছেলেদের বললো রক্তাক্ত প্রান্তর থেকে দন্ডকারণ্য মানুষদের পলাশী ব্যারাক নামক স্থানে কবর দাও।

অথবাঃ পলাশী ব্যারাকে রক্তাক্ত প্রান্তর ঘটিয়ে একজন সাধারণ মানুষকে যারা নষ্ট ছেলে বলে কবরে পাঠাল তার চিঠি আজও রূপার কৌটায় ভরে রেখেছেন মুনীর চৌধুরী।

নাটক সমূহঃ ১. রক্তাক্ত প্রান্তর(১৯৬২); ২. চিঠি(১৯৬৬); ৩. কবর(১৯৬৬); ৪. দন্ডকারণ্য(১৯৬৬); পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য(১৯৬৯)।

অনুবাদ নাটক হলো ১. কেউ কিছু বলতে পারে না(১৯৬৯); ২. রোপার কৌটা(১৯৬৯); ৩. মুখরা রমনী বশিকরণ(১৯৭০)।

☞ মুনির চৌধুরীর প্রবন্ধঃ

মীর মানস বাংলা গদ্য রীতিতে ড্রাইডেন ও ডি.এল.রায় এর তুলনামূলক সমালোচনা করেন।

১. মীর মানস(১৯৬৫); বাংলা গদ্যরীতি(১৯৭০); তুলনামূলক সমালোচনা(১৯৬৯)।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)

☞ শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসঃ

কাঞ্চনগ্রামের কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা নিয়ে **আলমনগরের উপকথা** বর্ণনা করলেন।

ব্যাখ্যাঃ কাঞ্চনগ্রাম; কাশবনের কন্যা; কাঞ্চনমালা; আলমনগরের উপকথা।

☞ শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পঃ

শাহের বানু এখন পথ জানা নেই এমন দুই হৃদয়ের তীরে।

ব্যাখ্যাঃ শাহের বানু; পথ জানা নেই; দুই হৃদয়ের তীরে।

হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

☞ হুমায়ুন আহমেদ এর উপন্যাসঃ

হিমু আজ বহু দুরে থাকায় শঙ্খ দার কাছে এই রজনী নন্দিত নরকে মনে হয়।

ব্যাখ্যাঃ ১. হিমু; ২. আজ রবিবার, ৩. বহুব্রীহি, ৪. দুরে কোথাও, ৫. শঙ্খনীল কারাগার, ৬. দারুচিনি দ্বীপ, ৭. এইসব দিন রাত্রি, ৮. রজনী, ৯. নন্দিত নরকে (প্রথম উপন্যাস)। এছাড়াও জোছনা ও জননীর গল্প তার উপন্যাস।

অথবাঃ দেবী শঙ্খনীল কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও নন্দিত নরকে ই তার বসবাস। তবুও সে কবি হিমুর দ্বিতীয় প্রহরে মিসির আলীর অমানিবাসে জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প শোনাবে।

অথবাঃ শ্রাবন মেঘের শ্যামল ছায়ায় অচিন পুরের দ্বারুচিনি দ্বীপে জননী কে নিয়ে দিনরাত্রি নিশিকাব্য পড়ে সময় কেটে যাচ্ছিল। দুয়ারেই ছিল পরশমনি। দুরে কোথাও যাওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু প্রিয়তমা অপরাজিতার ষড়যন্ত্রে আজ নন্দিত নরকের শঙ্খনীল কারাগার এ নির্বাসিত জীবন কাটাতে হচ্ছে।

ব্যাখ্যাঃ নন্দিত নরকে, নীল অপরাজিতা, প্রিয়তমেষু, দুরে কোথাও,এইসব দিন রাত্রি, নিশিকাব্য, দুই দুয়ারি, আগুনের পরশমনি, দারুচিনি দ্বীপ, অচিনপুর, শ্যামল ছায়া, শ্রাবন মেঘের দিন, শঙ্খনীল কারাগার, নির্বাসন, জোছনা ও জননীর গল্প।

☞ হুমায়ুন আহমেদ এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসঃ

মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্যামল ছেলেটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ ১.শ্যামল ছায়া; ২. আগুনের পরশমনি।

☞ হুমায়ুন আহমেদ এর নাটকঃ

আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই। বহুব্রীহির এইসব দিনরাত্রি অয়োময় লাগে।

ব্যাখ্যাঃ আজ রবিবার; কোথাও কেউ নেই; বহুব্রীহি; এইসব দিনরাত্রি; অয়োময়।

☞ হুমায়ুন আহমেদ এর চলচ্চিত্রঃ

শ্রাবনের মেঘের দিনে, দুই দুয়ারী শ্যামলছায়া শঙ্খনীল কারাগারে বসে আগুনের পরশমণি দেখছে। প্রিয়তমেষু ঘেটু পুত্র কমলা, দারুচিনি দ্বীপের সাজঘর থেকে নয় নম্বর বিপদ সংকেতে নিরন্তর দূরত্ব চন্দ্রকথা মনে করলেন এবং অনীল বাগচী একদিন বললের আমার আছে জল।

ব্যাখ্যাঃ শঙ্খনীল কারাগার(১৯৯২); আগুনের পরশমনি(১৯৯৪); শ্রাবণ মেঘের দিন(১৯৯৯); দুই দুয়ারী(২০০০); চন্দ্রকথা(২০০৩); শ্যামল ছায়া(২০০৪); দূরত্ব(২০০৬); নন্দিত নরকে(২০০৬); নিরন্তর(২০০৬); নয় নম্বর বিপদ সংকেত(২০০৬); দারুচিনি দ্বীপ(২০০৭); সাজঘর(২০০৭); আমার আছে জল(২০০৮);প্রিয়তমেষু(২০০৯); ঘেটু পুত্র কমলা(২০১২); অনীল বাগচীর একদিন(মরণোত্তর ২০১৫)।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

☞ শামসুর রাহমান এর কাব্যগ্রন্থঃ

রৌদ্র করোটিতে নিজ বাসভুমে বসে শামসুর রাহমান শুনতে পান প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে দু:সময়ের মুখোমুখি হওয়া দেশ দ্রোহিরা গৃহযুদ্ধের পর বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পায় এবং উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ। কিন্তু হরিণের হারে নয় এক ফোটা কেমন অনলে বিধ্বস্ত নীলিমা আজও বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে।

ব্যাখ্যাঃ রৌদ্র করোটিতে(১৯৬৩); শুন্যতায় তুমি শোকসভা(১৯৭৭); প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে(১৯৬০); বন্দী শিবির থেকে(১৯৭২); উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ(১৯৮২); হরিণের হাড়(১৯৯৩); এক ফোটা কেমন অনল(১৯৮৬); বিধ্বস্ত নীলিমা(১৯৬৭); বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে(১৯৭৭)।

☞ শামসুর রাহমান এর আত্মস্মৃতিঃ

স্মৃতির শহর কালের ধুলোয় লেখা

ব্যাখ্যাঃ স্মৃতির শহর(১৯৭৯); কালের ধুলোয় লেখা(২০০৪)।

☞ শামসুর রাহমান এর উপন্যাসঃ

নিয়ত মন্তাজ অদ্ভুত অক্টোপাস নিয়ে এলো সে অবেলায়।

ব্যাখ্যাঃ নিয়ত মন্তাজ(১৯৮৫); অদ্ভুত আধাঁর এক(১৯৮৫); অক্টোপাস(১৯৮৩); এলো সে অবেলায়(১৯৯৪)।

বি.দ্র. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে ছিলেন(১৯৬৬ বা ৬৭) তখন তাকে উদ্দেশ্য করে কবি একটি কবিতা রচনা করেন তার নাম **টেলেমেকাস**।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

☞ বেগম রোকেয়ার গ্রন্থঃ

অ সুলমতি ডেলি পদ্ম।

ব্যাখ্যাঃ অ=অবরোধবাসীনী; **সুল**=সুলতানার স্বপ্ন; **মতি**=মতিচুর; **ডেলি**=ডেলিসিয়া হত্যা; **পদ্ম**=পদ্মরাগ।

অথবাঃ অবরোধবাসিনীর সুলতানা, স্বপ্নে দেখেছিল পদ্মরাগিনী মতিচুরি করতে গিয়ে ডিলিসিয়কে হত্যা করেছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রবন্ধ: মতিচূর; উপন্যাস: অবরোধবাসিনী; পদ্মারাগ; সুলতানার স্বপ্ন(Sultana's Drama)।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

☞ ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র গবেষণামূলক গ্রন্থঃ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ **বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান** ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া **বাংলা সাহিত্যের কথা** নিয়ে **বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত** গবেষণা করলেন।

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান: ভাষা ও সাহিত্য; বাংলা সাহিত্যের কথা; বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)

☞ অদ্বৈত মল্লবর্মণ এর উপন্যাসঃ

সাদা হাওয়ায় তিতাস নদীতে উড়ে অদ্বৈতর রাঙ্গামাটির নৌকার পাল।

ব্যাখ্যাঃ সাদা হাওয়া(নাগরিক উপন্যাস); তিতাস একটি নদীর নাম(বিখ্যাত উপন্যাস): রাঙ্গামাটি।

☞ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা ঃ

পাঞ্জেরী তার সোনার জীবন আঠার বছর বয়সে কবর দেয়। সুজন ফর

সু=সুকান্ত ভট্টাচার্য (আঠার বছর বয়স)। জ=জসিম উদ্দীন (কবর)। ন=নজরুল ইসলাম (জীবন বন্দনা)। ফ=ফররুখ আহমদ (পাঞ্জেরী)। র=রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সোনার তরী)।

অথবাঃ সো-জী-পা-আ-ক অথবা সোনার তরী জীবন-বন্দনা পাঞ্জেরিকে আঠারো বছর বয়সে কবর দিল।

উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের মধ্যে মোট ১০টি কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এবং বাকি সবগুলো অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। কেবল সৈয়দ আলী আহসান এর 'আমার পুর্ব বাংলা গদ্য ছন্দে লেখা। গদ্য ছন্দ হলো এক প্রকার ব্যতিক্রমী ছন্দ।

☞ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা ঃ

ব(বঙ্গভাষা)-বি(বাংলাদেশ)-তা(তাহারেই পড়ে মনে)-একটি ফটোগ্রাফ।

☞ ১০টি কবিতা যে কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছেঃ

'বাংলাদেশি' ***অনিঃশেষ*** স্যারের বান্ধবী **পাঞ্জেরী** হলেন একজন ***সাত সাগরের মাঝি,*** তিনি **রাখালী** নামক একটি ছেলেকে ***কবরে*** পুঁতে রেখে **সন্ধ্যা** বেলা ***জীবন-বন্দনা*** সেরে **সোনার তরী** তে **চড়ে এক সন্ধ্যার বসন্তে** ***আমাদের পূর্ব বাংলা***য় চলে আসেন। কিন্তু **আঠারো** বছর বয়স পূর্ণ না হওয়ায় সরকার তাকে ***ছাড়পত্র*** দেন নি। এদিকে বেচারা মাইকেল **বঙ্গভাষায়** ***চতুর্দশপদী কবিতা*** লিখে দেশে চলে আসেন। বিদেশের **একটি ফটোগ্রাফে** র জন্য তার মনে ***একফোটা কেমন অনল*** প্রবাহ বয় এবং প্রতি **সাঁঝে** ***তাহারেই পড়ে মনে***। [সোনার তরী কবিতাটি সোনার তরী কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে]।

☞ মোট গল্প/প্রবন্ধ ১১টি। এর মধ্যে ৫টি সাধুরীতিতে এবং ৬টি চলিত রীতিতে লেখা ঃ

সাধুরীতিতে রচিত গল্প সমুহ: হৈমন্তী ও বিলাসী স্বামীকে বললেন কমলাকান্তের অর্ধাঙ্গী যৌবনের গান গাইতে।

অথবাঃ কমলাকান্ত যৌবনে হৈমন্তীকে ভালবাসলেও অর্ধাঙ্গী হিসাবে বিলাসীকেই মেনে নিল।

চলিত রীতিতে রচিত গদ্যঃ কলিমদ্দি দফাদার সাহিত্যে খেলা করলেও একুশের গল্পের মতোই তার জীবন। তারমত দুর্নীতিবাজদের জীবন তুলসী গাছের কাহিনীর মতোই অপরাহ্নে ঝরে পড়বে।

☞ কবিদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ

শামসুর রাহমানের প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যগ্রন্থে নায়কের অভিনয় করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই আর নায়িকার অভিনয় করেন জসীম উদ্দীনের মেয়ে রাখালী এবং ফররুখ আহমেদ অভিনয় করেন সাত-সাগরের মাঝির অপর একটি কাহিনীতে মধুসুদনের মেয়ে তিলোত্তমা কে কলেজ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়পত্র প্রদান করতে চাইলে নজরুলের মেয়ে অগ্নিবীনা প্রতিবাদ জানায় এবং ঘটনাটি অমীয় চক্রবর্তী খসড়া করেন।

☞ লেখকদের প্রথম প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ঃ

নজরুলের বাঁধনহারা ছেলেটিকে রবি ঠাকুর করুণা করলে আবু ইসহাকের সুর্যদীঘল বাড়িতে শরৎচন্দ্রের বড়দিদিকে বিয়ে করতে পারে এবং বিয়ের দিন বঙ্কিমের মেয়ে দুর্গেশ নন্দিনী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু,হুমায়ুন আহমেদের নন্দিত নরকে, বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ এবং মীর মশাররফ হোসেনের রত্নাবতী উপন্যাসগুলো তাদের উপহার দেন।

☞ লেখকদের প্রথম প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ ঃ

প্রমথ চৌধুরীর কাছে চার ইয়ারী কথা শুনে রবি ঠাকুর ভিখারিনী বেশে শরৎচন্দ্রের সাথে মন্দিরে পূজা দিতে গেল।

☞ বিভিন্ন লেখকদের বাজেয়াপ্ত বইসমূহ ঃ

শরৎ বাবুর পথের দাবি উপন্যাসটিতে তসলিমা নাসরিন প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করে দ্বিখন্ডিত করে ইসমাইল সিরাজীর জীবন। তাই তার মনে অনল প্রবাহ বইছে। এজন্য হুমায়ুন আজাদ নারীদের ঘৃণা করে।

☞ গল্পের চরিত্র মনে রাখার টেকনিক ঃ

হৈমন্তী: গৌরী শঙ্কর বাবুর একমাত্র মেয়ে হৈমন্তীর সাথে অপুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর অপুর একমাত্র বোন নারানীর সাথে হৈমন্তীর ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের ঘটক ছিল গৌরীশঙ্কর বাবুর বন্ধু বনমালী বাবু।

☞ অনুবাদ গ্রন্থ সমূহ ঃ

বাল্মীকি'র রামায়ণ রচনার **কীর্তি** ই **চন্দ্রাবতী**'র মন কেড়ে নেয়।
বেদব্যাস ভাগবত রচনা করায় **শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মালাধর বসু** অনুবাদ করে।
জামী ইউসুফ জোলেখা'র ছেলে গরীবুল্লাহ কে বলল হাস (**হাকিম+সগীর**)।

☞ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস ঃ

শওকত আলীর সাথে **যাত্রা** করবেন আল মাহমুদের **উপমহাদেশ** কিভাবে যাত্রা করি বলুন তো, রশিদ হায়দারের **খাচায়** যে আবু জাফর শামসুদ্দিন তার চার **দেয়াল** এ বন্দি করে রেখেছেন আমাদেরকে। আমরা কি বন্দি থাকতে পারি ইমদাদুল হক মিলনের **কালো ঘোড়া** আছেনা ওর পিঠেই সউয়ার হব আজ সেলিনা হোসেনের **হাঙ্গর নদী গ্রেনেড** পেরিয়ে **যুদ্ধ** করব ঐ বর্বর পাক হানাদের বিরুদ্ধে। আমরা তো বাঙালি মরতে জানি কিসের ভয়? তাহমিনা আনামের এ **গোল্ডেন এজ** এ রাবেয়া খাতুন তার **ফেরারি সূর্য** প্রজ্জলিত শিখার মত জালিয়ে রেখেছেন। কি ভাবছেন এত পথ যতই কঠিন হক সরদার জয়েন উদ্দিনের **বিদ্ধস্থ রোদের ঢেউ** চলছে হৃদয় পারের আঙ্গিনায় চলুক না হুমায়ুন আহমেদের **শ্যামল ছায়ায়, আগুনের পরশমনি** জালিয়ে রাখব ঐ পাক হানাদারদের বুকে শেষ বুলেট গেথে দিতে। শওকত ওসমানের **দুই সৈনিক** এখনো অপেক্ষায় **নেকড়ে অরণ্য** তে যেভাবেই হোক **জলাঙ্গি** কে সাথে নিয়ে **জাহান্নাম হতে বিদায়** নেবেই। সৈয়দ শামসুল হক নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছে না এ কেমন **নীল দংশন** নিজেকেই মনে হয় **নিষিদ্ধ লোবান** সে সময়ে আনোয়ার পাশা বললেন ওরা হায়েনা, ওরা জানোয়ার ওরা আমাকে বাধ্য করেছে **রাইফেল রোটি আওরাত** লিখতে।

বাংলা ব্যাকরণ

☞ ধ্বনি তত্ত্বের আলোচিত বিষয় সমূহঃ

বর্ণ মিলে সন্ধি হয়, ন-ত্ব, ষ-ত্ব বিধান কয়।

ব্যাখ্যাঃ বর্ণ, সন্ধি, ন-ত্ব বিধি, ষ-ত্ব বিধি।

☞ রুপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব এর আলোচিত বিষয় সমূহঃ

কারক, সমাস, কাল, ক্রিয়া
ধাতু, লিঙ্গ, বচন নিয়া
ভক্তি, প্রত্যয় পাবে তুমি
রুপতত্ত্বের স্বর্গে গিয়া।

ব্যাখ্যাঃ কারক, সমাস, কাল,ক্রিয়া, ধাতু, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, উপসর্গ, বাচ্য, প্রত্যয়।

☞ বাক্য তত্ত্বের আলোচিত বিষয় সমূহঃ

পদক্রম, বাগধারা
উক্তিবাচ্য, বিরাম হারা।

ব্যাখ্যাঃ পদ, বাগধারা, ধ্বনি গঠন, যতিচিহ্ন।

☞ ব্যাকরণের কোন অংশে কি আলোচিত বিষয়ঃ

ব থাকলে বাক্যতত্ত্ব। যেমনঃ বাক্য সংকোচন, বিরামচিহ্ন, বাচ্য, বাচ্য পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্যের প্রয়োগ, বাক্য সংযোজন/বিশ্লেষণ।

ন থাকলে ধ্বনিতত্ত্ব। যেমনঃ সন্ধি, ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণস্থান, ধ্বনি পরিবর্তন, ন-ত্ব বিধান।

ব আর ন বাদে বাকি সব শব্দ বা রুপতত্ত্ব।

বিভিন্ন প্রকার শব্দ

☞ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দঃ

পর্বত ও নদী অঞ্চলে সুন্দর বৃক্ষলতা ও পুষ্প পদ্যের গৃহ দেখা যায়, সেখানে তাপসী তরুণী ও মানব কন্যা বর্ষার রাত্রিকে নৌকায় চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে নৃত্য করে এবং সকাল বিকাল চর্মকার স্বামী ও সম্রাট প্রখর সুর্যের নীচে তাদের জীবন মৃত গৃহিণীকে বৈষ্ণব সাজিয়ে ধর্ম কর্ম করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে।

অথবাঃ হস্তে যদি থাকে শক্তি, চন্দ্র সূর্য করবে ভক্তি। ভবনের পত্র ধর্ম, লাভ ক্ষতি মনুষ্য পর্বতের কর্ম। সন্ধ্যায় করোনা ভোজন, শয়ন, গমণ।

☞ অর্ধতৎসম (আধা সংস্কৃত) শব্দঃ

ছেরাদ্দের নেমন্তনে গিয়ে বোষ্টম ও যজ্ঞি কেষ্ট চন্দনের গিন্নী জ্যোছনাকে কুচ্ছিত বেরাক্রণ অবস্থায় দেখতে পেল।

অথবা: বোষ্টম ও যজ্ঞি কেষ্ট ছেরাদ্দের নেমন্তনে গিয়ে চন্দনের গিন্নী জ্যোছনাকে কুচ্ছিত বেরাক্ষণ অবস্থায় দেখতে পেল।

অথবাঃ গিন্নী মাগি জোছনা কুচ্ছিত গতরে, বোস্টমের বাড়িতে নেমন্ত্রণ খেতে যান। পুরুত ও কেষ্ট খিদে পেয়ে শুধু আদা খান।

☞ তদ্ভব (তৎ=তা; ভব=উৎপন্ন) শব্দঃ

চাঁদের মা সাঁঝের বেলায় সাপের মাথায় হাত বুলায়; কাঠের কোণে ঘি ঢেলে চামার কামার পায়ে হেঁটে চলে যায়।

অথবাঃ ঘরে মড়ক লেগে রাখালের বাপ মা মারা গেলে এতিম ছেলে হালকা পাতলা আমানি পান্তা , চিড়া খেয়ে আট পৌরে ছাতা জুতা আলনা আফিম ও বোতল নিয়ে তার মেয়ে শিউলির বাড়িতে যায়, সেখানে বোনঝি র বিয়ের পর ঘোড়ার জট নিয়ে ঘরে ফেরে।

তদ্ভব শব্দসমূহঃ গোয়াল, গরু, ঘোড়া, উট, হাতি, গাধা, সাপ, সোনা, রুপা, আম, ছাতা, লাঠি, বাতি, হাত, পা, চোখ, কান, এক, দুই, তিন,পোয়া, সাড়ে, দেড়, আধ,মা, বাপ, ভাই, বোন, মামা, জ্যাঠা, কামার, বাঁদর, ভাত, ভাপ, মেয়ে, মড়ক, মমাস, রাখল, শিউলি, কুমার, পয়লা, দোসরা, পাঁচই, আমি, তুমি, তিনি, চলে, হয়, নাচে, কাল,ভালো, হালকা, পাতলা, বাছুর, বাঁঝা(বাঁজা), আজ, আলতা, আটপৌরে, দেউলিয়া, দেউটি, উনুন, এয়ো, ওঝা, চিড়া, ছুতা, ছাতা, জট, ঝি ইত্যাদি।

☞ দেশি শব্দঃ

ঢাগর-ডাগর ছেলেরা নেড়া হয়ে ধুতি ও টোপর পরে চোঙগা ডিঙ্গিতে চড়ে লাঠি ঝাটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কুড়ি গাড়ি ডাব তেঁতুল ঝিঙা নিয়ে গঞ্জে যায়। ওদিকে আবার বাড়ির চুলার পাশে খোকা-খুকিরা খোপা নাড়িয়ে ঢেঁকির কুলায় ধান ঝাড়ে। ঢিল ছোড়ায় পেটে ডাহা ঝোল লাগে।

শব্দসমূহঃ ডাগর, ছেলে, নেড়া, ধুতি, টোপর, চোঙগা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গি, লাঠি, ঝাঁটা, ঢাক, ঢোল, কুঁড়ি, গাড়ি, ডাব, তেঁতুল, ঝিঙা, গঞ্জ, বাড়ি, চুলা, খোকা-খুকি, খোপা, ঢেঁকি, কুলা, ধান, ঝাড়া, পেট,ঝোল, ঢেউ, ঢিল, ডাহা।

☞ পর্তুগীজ শব্দঃ

পর্তুগীজ গীর্জার পাদ্রি ও বোবা কেরানী মিস্ত্রি কামরার জানালার ধারে বসে আয়ার সাথে বৈশাখী আচার-আলাপের সময় পিস্তল ঠেকিয়ে তোয়ালে দিয়ে বেঁধে গুদামের চাবি ফিতা কেঁড়ে আনারস পাউরুটি ও সাবান নিয়ে গেল।

অথবা: এক পর্তুগীজ পাদরি, বালতির ভিতর আনারস, আলপিন, পাউরুটি নিয়ে গির্জার গুদামে চাবি দিয়ে রাখল , কেরানী আলমারী ভেঙ্গে কামরার জানালা দিয়ে তা দেখল।

অথবা: এক পর্তুগিজ পাদ্রি মিস্ত্রি সেজে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে আলকাতরা, ইস্পাত পেরেক আলপিন দিয়ে কাজ করে সাবান দিয়ে গোসল করল এবং ইস্তিরি করা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে শার্টের বোতাম লাগিয়ে পাউরুটি খেয়ে বালতির ভিতর আনারস, আতা, পেঁপে, পেয়ারা, কপি নিয়ে গির্জার গুদামে চাবি দিয়ে রাখলো। কিন্তু কেরানি আলমারি সরিয়ে মিস্ত্রি এনে তাকে পিস্তল ও বোমার ভয় দেখিয়ে কামরার জানালা ভেঙ্গে গির্জার মধ্যে প্রবেশ করল। বোমার শব্দ যাতে কানে না লাগে সেজন্য ফর্মা ফিরিঙ্গি ফিতা পরিহিত ফালতো লোক বেহালার সুর তুলে নৃত্য করতে লাগল।

☞ ফরাসি শব্দঃ

ফিরিঙ্গির প্রোগ্রামে ফরাসী রেস্তোরার ডিপোতে রেনেসাঁ বিস্কুটের পরিবর্তে কার্তুজ কুপন পাওয়া যায়।

অথবা: ওলন্দাজ ও দিনেমারের বুর্জোয়া ছাত্ররা আতাঁত করে কার্তুজ নগরীর ডিপো ক্যাফে গ্যারেজ রেস্তোরাঁ সর্বত্র কুপন ছাড়লো।

☞ ওলন্দাজ শব্দঃ

ওলন্দাজরা ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ ও টেক্কা খেলে।

শব্দসমূহঃ ইস্কুপ, ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ, টেক্কা।

☞ জাপানি শব্দঃ

হাস্‌নাহেনা, ক্যারাটে ও জুডো খেলতে রিক্সা যোগে হারিকিরি যায়।

শব্দসমূহঃ হাস্‌নাহেনা, ক্যারাটে, জুডো, রিক্সা, হারিকিরি।

☞ পাঞ্জাবি শব্দঃ

তারকা শিখদের পাঞ্জাবীর চাহিদা বেশি।

☞ গ্রীক শব্দঃ

সেমাই এর দাম দেখে ইউনানি সুড়ং হল।

শব্দসমূহঃ সেমাই, দাম, ইউনানি, সুড়ং।

☞ গুজরাটি শব্দঃ

হরতালের জয়ন্তীতে গুজরাটে খদ্দর পাওয়া যায়।

শব্দসমূহঃ হরতাল, জয়ন্তী, খদ্দর।

☞ হিন্দী শব্দঃ

জঙ্গলের কমলা আন্দাজে ওজন দেওয়াতে হিন্দুর বাচ্চা সাথীর চেহারা ঠান্ডা পানিতে খিল হয়ে গেল।

অথবাঃ চামেলি মিঠাই খেয়ে কমলা রঙের জামা পরলে তাকে বাচ্চার মত দেখাচ্ছিল। এমন সময় তরকারি ওয়ালা ছিনতাই করতে এলে চামেলি তাকে ডেরা করে পানিতে ফেলে দিল। টহল পুলিশ বার্তা পেয়ে জলদি ধরতে এলে তাদের ফালতু বলে ঠান্ডা মেরে চাহিদা মত পুরি খাওয়াল।

শব্দসমূহ হলোঃ আগড়ম-বাগড়ম, আচ্ছা, কাছারি, কাহিনি, কুত্তা, খাম(খুঁটি অর্থে), খুজলি, খেলনা, গদি, ঘাবড়ানো, ঘুষাঘুষি, চাঁদোয়া, চাচা, চাটা, চাটাই, চানা,(চানাচুর), চাপাতি(রুটি বিশেষ), চিড়িয়া, চোট্টা, ছাতি(বুক অর্থে), ছালুন, জায়গা, জিলাপি, ঝান্ডা, ঝামেলা, টপ্পা, ঠিকানা, ঠক্কর, ডালপুরি, ঢিলা, তার, দাদা, দাদি, দুলা, ধোলাই, পানি, ফুফা, ফুফি, বড়াই, বেটা, ভরসা, সুজি, ওয়ালা, ছিনতাই, ডেরা, টহল, ডেমরা, ইস্তক।

☞ উর্দু শব্দঃ

আব্বুর কলিজা হল(হল্লা) ছিলিম চুঙ্গি, ঘাগরার ঠুমরিতে বদলায়।

শব্দসমূহঃ আব্বু, কলিজা, ঘাগরা, চুঙ্গি, ছিলিম(কল্কি অর্থে), ঠুমরি, বদলা, হল্লা।

☞ তুর্কি শব্দঃ

উর্দুভাষী পুলিশ দারোগা বাবু আলখেল্লা পরে সওগাঁত বাহাদুর দাদা কুলি তোপের লাশকে গালিচায় ফেলে চাকরের বোচকা চাকু কাঁচি দ্বারা কেটে বাবুর্চিকে দিয়ে কোর্মা বানিয়ে খেয়েছে। {বাবু:বাবা, বাবু}

অথবাঃ তুর্কি দারোগার তোপের মুখে বাহাদুর দাদা চাকরকে বাবুর্চির চাকু দিয়ে লাশ কাটতে বললেন।

অথবাঃ মোঘল খান বাহাদুরের লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক উর্দি পরা কোঁতকা দারোগা কঞ্চি হাতে লাশ তালাশ করছিল। তালাশ করে সে খুঁজে পেল চাকু, কাঁচি, যা চকমক ঝকমক করছে। চিকের আড়ালে বাবুর্চি খাঁ সাহেবের খোকার জন্য কোর্মা রান্না করছিল। দারোগা বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলর, আপনি আমার দাদা ঠাকুর, বাবা সওগাত আমি কিছুই জানি না। এখানে বাস করে চাকর, কুলিরা। আপনি তোপ দেন, তারা কাবু হয়ে সব বলে দিবে।

☞ আরবি শব্দঃ

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ ঈমান। আল্লাহ কোরআনে ও নবী হাদিসে হালাল-হারাম, ওযু গোসল-তায়াম্মুম, তওবা-তসবী,হজ্জ-যাকাত-কোরবানি, জান্নাত-জাহান্নাম ও কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন।

অথবা: আলেমগণ ঈদের দিন জান্নাতের কথা চিন্তা করে আল্লাহর উপর ঈমান এনে ওযু গোসল করে হজ্জ যাকাত কুরবানি শেষে কুরআন হাদিস পড়ে তওবা তসবি নিয়ে উকিল মোক্তার সহ মহকুমার আদালতে গিয়ে এলেম শিক্ষা দেয়ার জন্য ইনসানের সাথে ওজর করল; এজলাসের মুনসেফ কিয়ামতের কথা ভুলে গিয়ে জাহান্নামকে বাকিতে রেখে হালাল হারাম না দেখে ইসলামি কিতাবের নিয়ম কানুন না পড়ে দোয়াত কলম দিয়ে গায়েবি কেচ্ছা কাহিনি বলে নগদে প্রস্তাব খারিজ করে রায় দিল ।

শব্দসমূহঃ অন্দর, আজগুবি, আদাব, আদালত, আমলা, আমানত, আয়েশ, আসামি, ইজারা, ইঞ্জিল, ইমন, ইমারত, ইশারা, ইশ্‌তেহার, উকিল, উজির, এখতিয়ার, এতিম, এলাকা,ওয়ারিশ, কদর, কলপ, কলম, কালিয়া, কুমকুম, কুলুপ, খবর, খাজনা, খালাস, গরিব, জলসা, জেলা, তালিকা, তবলা, তুফান, তুলকালাম, দালাল, নকল, নকশা, নিকাহ, ফসল, বকেয়া, মফস্বল, ময়দান, মশাল, মসলা, মুনাফা, মুলতবি, মোলায়েম, লেবাস, লোকসান, শহিদ, হুলিয়া, সবুর, তকলিফ, দখল, তদারক, শতরঞ্জ, জালিয়াতি, মুশকিল, ওয়াকিফ, কবুল, মুরিদ, নেয়ামত, মোক্তার, মামলা, তদবির, তকদির, আমেন, শরিক, হামলা, ফয়সালা, মৌসুমি, হলফ, ওস্তাদ, জমায়েত, বরাত, মিছিল, হেলাল, সফল, মর্সিয়া, হাওয়া, জাহাজ, মুসাফির, জুলমাত, গাফলত, খেয়াল, মুজলুম, বাজে, কৈফিয়ত, জামিন, হাকিম, মুহুরি, উকিল, আবির, আলাদা, কবর, কলপ, কসাই, কুলুপ, কেচ্ছা, কেল্লাফতে, খসড়া, জৌলুস, তারিখ, দুনিয়া, নাকাল, ফতোয়া, মল্লিক, মসজিদ, মহকুমা, মৌলবি, রায়, লেবু, হালুয়া।

☞ ফারসি শব্দঃ

নামাজ রোজা পালন না করলে গুনাহ হয়। তাই পয়গম্বরদের কথা না মানলে ফেরেস্তারা খোদার আদেশে বেহেশতের পরিবর্তে দোযখে নিয়ে যাবে।

অথবাঃ নামায রোযা না করলে গুণাহ হয়, তাই বেহেস্তে যেতে পারবে না। তখন পয়গম্বর ও ফেরেস্তারা খোদার নির্দেশে দোযখে নিয়ে যাবে।

বাদশাহ ও বেগম একদা দরবারে এক বান্দাকে সরকারি (সরকার) চাকুরি দিতে চাইলেন। কিন্তু সে মেথর সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় দফতরে'র কয়েকজন বদমাস জানোয়ার বলে হাঙ্গামা শুরু করলেন। এতে বাদশাহ দস্তখতকৃত নালিশ গ্রহণ করে তাদের বরদাশত না করে জামদানি বখশিশের পরিবর্তে বরখাস্ত করলেন এবং জল্লাদকে বললেন আদমিদের জিন্দা-গর্দান কাটা হোক। কারিগররা চশমা তৈরি করে কারখানায়। কারখানাটি ঢাকার গুলশানে অবস্থিত। চশমা বিক্রি করে বাজারের দোকানে। কারিগর চশমা তৈরির জন্য কাঁচামাল আমদানি করে এবং ভালভাল চশমা রপ্তানি করে। আর এই চশমা সে খুচরা ও পাইকারি দুই ভাবেই বিক্রি করে। জামাই বিয়ে করার সময় পাজামা পাঞ্জাবি পরে মুখে রুমাল দেয়। বিয়েতে মোরগ পোলাও মুরগীর রোস্ট বিরিয়ানী জর্দা দেয়া হল। জামাই এসব না খেয়ে সাগরেদদের শানাই বাজাতে বলে আপন মনে আলু তরমুজ শালগম ও মরিচের সবজি খাওয়া শুরু করল।

শব্দসমূহঃ আইন, কানুন, আজাদ, আড়ৎ, আন্দাজ, আপোস, আফিম, আবদার, আমদানি, আমেজ, ইয়ার, জেসমিন, ইসবগুল, কবুতর, কমর, কামান, কিমা, খায়েশ, গরম, গোয়েন্দা, গ্রেফতার, চাদর, চালাক, জঙ্গি, জখম, জরিমানা, তাজা, দরিয়া, দালান, দেওয়ানা, দোয়াত, নাম, নালিশ, নিশান, পলক, পেঁয়াজ, পোলাও, পোশাক, ফরিয়াদ, বখশিশ, বরখাস্ত, বস্তা, বাগান, বাচ্চা, বাজার, রং, রুমাল, শনাক্ত, সানাই, শালগম, সালোয়ার, সওদাগর, সস্তা, সিপাই, সুদ, গালিচা, দোকান, গুজব, দরদ, সরকার, হাঙ্গমা, চাকুরি, তামাশা, চিজ, আওাজ, পেয়ালা, নজরানা, ফরমান, বাজি, তালাশ, বাহাদুর, আদমশুমারি, আফগান, পাঞ্জেরি, সিয়া, জিন্দেগানি, বাব, খাব, দিল, বন্দর, পেরেশান, কারখানা, কারচুপি, কারবার, কিংখাব, কিনারা, খোদা, খুশি, গোলাপ, জবানবন্দি, জেনানা, তোশামোদ, দারোগা, পয়জার, পরি, পাজি, পায়তারা, পালোয়ান, পোদ্দারি, বুনিয়াদ, বাদশাহি, বিমা, মগজ, মজুর, মেথর, মোরগ, রোঁদা, লঙ্গরখানা, লাল, সফেদ, সর্দিগর্মি, সেতার, হাতেশা, হিন্দু, হুঁশ, হুঁশিার, খতরনাক, ফৌজদারি।

☞ **বিবিধ শব্দঃ**

জার্মানির নাৎসি ও ইতালির মাফিয়ারা বর্মির লুঙ্গি, ফুঙ্গি পরে, দক্ষিণ আফ্রিকার জেব্রা ধরতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু বুমেরাং হল। এদিকে তামিলরা চুরুট বা চুরট বানানোর জন্য মেক্সিকান চকোলেট ও পেরুর কুইনাইন আনতে মালয়ের আইলার জন্য কিরিচ আনতে পারলনা।

ব্যাখ্যাঃ জার্মান শব্দ নাৎসি; ইতালি শব্দ মাফিয়া; বর্মি শব্দ লুঙ্গি, ফুঙ্গি; দক্ষিণ আফ্রিকার শব্দ জেব্রা; অস্ট্রেলিয়ার শব্দ ক্যাঙারু ও বুমেরাং; তামিল শব্দ চুরুট বা টুরট; মেক্সিকান শব্দ চকোলেট; পেরুর শব্দ কুইনাইন, মালয় শব্দ আইলা, কিরিচ।

☞ **যৌগিক শব্দঃ**

মধুর পড়ুয়া গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানা ভাব করে দৌহিত্রকে নিয়ে চিকামারতে গেলেন।

অথবাঃ পিতৃহীন মিতালি চিকামারতে গিয়ে কর্তব্য পালন না করে বাবুয়ানা ভাব করায় দৌহিত্র নিজেই যান এবং এক গায়কের মধুর কণ্ঠের গান তন্ময় হয়ে শোনে।

☞ **রুঢ়/রুঢ়ি শব্দঃ**

তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে এক প্রবীণ গবেষণা করে আজ পাঞ্জাবী পরে হস্তীর পিঠে চড়ে দারুণ বাঁশি বাজায়।

অথবাঃ একদা এক প্রবীণ গবেষণা ছেড়ে তেলে ভাড়া সন্দেশ খেয়ে পাঞ্জাবি পরে হস্তীর পিঠে চড়ে বাঁশি বাজাতে লাগলেন।

☞ **যোগরুঢ় শব্দঃ**

রাজপুত পঙ্কজ মহাযাত্রায় গিয়ে জলধির কাছে দৈবৎ হয়ে রইলেন।

অথবাঃ রাজপুত পঙ্কজ সরোজকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি অন্ন ধ্বংস না করে মন্দির ছেড়ে বলদ নিয়ে জলধির দিকে মহাযাত্রা করবেন।

☞ **খাটি বাংলা উপসর্গ (২১টি) ঃ**

অজ অঘা ইতির রামের, কু হাসুনি স বি সা, অভাবে অনাদরে, আব আড় পাতি ভরে, উনিশ আঁকড়া কদবেল আনালো।

অথবাঃ অঘারাম অকেজো। অজ পাড়াগাঁয়ে অনাদরে বড়। আধোয়া চালের ভাতও ভরপেট সে খেতে পায় না। তবে সে আড়চোখে আড়ালে আবডালে ইতিহাসেনর দিকে লক্ষ করে। ভাবে, কবে সে সাজোয়ানের মতো একাই উনিশটি কদবেল খাবে, কুঅভ্যাসগুলো ত্যাগ করবে, নিখুঁতভাবে চলবে। এ নিয়ে আনকোরার মতো সে হাপিত্যেশ করতে থাকে। তার এই বিফল স্বপ্নে পাতিকাফ হাসে, রামছাগল সরবে বলে, সুদিন তোমার আসবে না।

অথবাঃ

অ, অঘা, অজ, অনা
আ, আন, আব, আড়, ঊনা(উন)।
কদ, কু, নি, ভর, পাতি
বি রাম, সা হা, সু স, ইতি।

উপসর্গঃ অ; অঘা;অজ;অনা; আ; আড়; আন; আব; ইতি; উন(ঊনা); কদ;কু; নি; পাতি; বি;ভর; রাম;স;সা;সু;হা।

☞ তৎসম উপসর্গ (২০টি)ঃ

অধিপতি আ সু বি নি অভি অপি অনু ও অবনির প্রতি সম্পূর্ণ অপকর্ম শেষে অতি উৎসাহ দূর করে পরিশেষে উপদ্বীপে প্রভাত পরাজয় মেনে নিলেন।

অথবাঃ এই অপমান অবজ্ঞা দুর্ভাগ্য ও পরাজয় অতিশয় দুঃখজনক। আরক্ত হয়ে তার সমাদরহীন প্রস্থানও হৃদয় বিদারক। জীবনের বিশুদ্ধ ও উত্তপ্ত উপকূলে বসে প্রতিদিন নিরক্ষর অনুগামীদের যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে। পরিশেষে অপি নামের এক বন্ধু সুকঠিন অভিযান চালিয়ে তার নিগূঢ় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

উপসর্গঃ প্র; পরা; অপ; সম; নি; অব; অনু; নির; দুর; বি; অধি; সু; উৎ; পরি; প্রতি; অপি; উপ; অভি; অতি; আ।

☞ ফারসী উপসর্গ ঃ

বদমেজাজী বেয়াদব বশিরের পাল্লায় নাবালোক ফিরোজ কারখানায় দরখাস্ত করেছে। কম বয়সের কারণে নিমিষেই তা বরখাস্ত হয়েছে।

অথবাঃ নিমবাবুর কারখানায় বকলম বদমেজাজি বেকার কিছু লোক ফিসপ্তায় চাকরির দরখাস্ত করে। কমবখত নালায়েকগুলো জানে না, গত সপ্তাহেই নিমবাবু বহু শ্রমিককেক বরখাস্ত করেছেন। ওদের চাকরি হবে কী করে।

উপসর্গঃ কার; দর; না; নিম; ফি; বদ; বে; বর; ব; কম।

☞ আরবি উপসর্গ ঃ

বাজে আম খাস লা গর খয়ের।

অথবাঃ রাজার খাসমহলে খয়েরখাঁদের বাজেকাজ আমজতা পছন্দ করে না। তাই ভয়ে খয়েরখাঁরা এখন গরহাজির থাকে, অনেকে লাপাত্তা।

উপসর্গঃ খাস; খয়ের; বাজে; আম; গর; লা।

☞ ইংরেজি উপসর্গ ঃ

হেড(head) সাব(sub) হাফ(half) ফুল(full) ডবল(double) প্রো (pro)।

☞ বিদেশি উপসর্গ ঃ

ফুল-হাফ-ডবল-হেড-সাব-প্রো
ইংরেজি উপসর্গ গো।
লা-খয়ের-বাজে-আম, গর 'হলো' খাস
আরবি উপসর্গ এইটুকু ব্যাস।
কম-বদ, ব-বে-বর(আরো আছে)
কার-ফি-নিম-না-দর।
উপসর্গ এইগুলো ফারসি-
হর-হরেক হিন্দি ও উর্দু
হি-হি, হি-হি, হি-

☞ অনুসর্গ ঃ

প্রতি বিনা সহকারে
মাঝে মধ্যে অধিক পরে
বই ভিন্ন নামের জন্য
ওপরে অবধি সঙ্গে তরে।
অপেক্ষা পর্যন্ত মত বিহনে
সহ ব্যতীত হেতু সনে
নিকট চেয়ে ভিতরপানে
পক্ষে সাথে পাছে।
দ্বারা দিয়া কর্তৃক হইতে থেকে চেয়ে।

☞ ভাববাচক বিশেষ্য ঃ

স্বর্ণা তার বন্ধুর গমন দেখা শোনার কাজ দর্শন করিয়া ভোজন শেষ করে গভীর রাতে একা একা শয়ন করিলেন।

☞ সকল কারকে ৭মী বিভক্তি ঃ

পাগুটা দীপতি-

ব্যাখ্যাঃ পা=পাগলে কিনা বলে। গু=গুরুজনে ভক্তি কর। টা=টাকায় কিনা হয়। দী=দীনে দয়া কর। প=পরাজয়ে ডরে না বীর। তি=তিলে তৈল আছে।

☞ নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ঃ

স্বৈর রাজা **গবেন্দ্র**, তাঁর দুই মন্ত্রি **গবেশ্বর** ও **শুদ্ধোধন** কে নিয়ে সকালবেলায় **মার্তন্ড**(সূর্য) দেখবেন বলে **গবাক্ষ**(জানালা) পথে তাকালেন। একদিকে দেখলেন **শারঙ্গ**(এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) হাতে এক **প্রৌঢ় কুলটা**(সমাজ যাদের অসতী বলে) নারী। তার **সীমন্ত**(সিঁথি) এলোমেলো ও **রক্তোষ্ঠ**। অন্যদিকে দেখলেন **অক্ষৌহিণী**(২১৮৭০০ যোদ্ধবিশিষ্ট সেনাদল) সহ তাঁর সেনাপতি ও **অন্যান্য** মন্ত্রি রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আসছেন।

ব্যাখ্যাঃ স্বৈর=স্বর+ঈর; গবেন্দ্র=গো+ইন্দ্র; গবেশ্বর=গো+ঈশ্বর; শুদ্ধোধন=শুদ্ধ+ওদন; মার্তন্ড=মার্ত+অন্ড; গবাক্ষ=গো+অক্ষ; শারঙ্গ=শার+অঙ্গ; প্রৌঢ়=প্র+ঊঢ়; কুলটা=কুল+অটা; সীমন্ত=সীমন+অত; রক্তোষ্ঠ=রক্ত+ওষ্ঠ; অক্ষৌহিণী=অক্ষ+ঊহিণী; অন্যান্য=অন্য+অন্য।

☞ নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি ঃ

পতঞ্জলি ও **মনীষা** **আশ্চর্য** হয়ে পরস্পর তাকায়। সেই **তস্কর**কে(চোর) তারা চিনে ফেলে। গত **বৃহস্পতি**বার ষোড়শ অথবা একাদশ জন মিলে **দ্যুলোকে**র **গোষ্পদ** আর **বনস্পতি** এরা ধ্বংস করেছে।

ব্যাখ্যাঃ পতঞ্জলি=পতৎ+অঞ্জলি; মনীষা=মনস্+ঈষা; আশ্চর্য=আ+চর্য; পরস্পর=পর+পর; তস্কর=তৎ+কর; বৃহস্পতি=বৃহৎ+পতি; ষোড়শ=ষট্+দশ; একাদশ=এক+দশ; দ্যুলোক=দিব্+লোক; গোষ্পদ=গো+পদ; বনস্পতি=বন+পতি।

☞ বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি ঃ

চুরির এই ঘটনা তারা কোনো **সংস্কার** না রেখেই **সংস্কৃত** ভাষায় **পরিষ্কার**ভাবে **উত্থাপন** করে এবং এতে এক **পরিষ্কৃত** **সংস্কৃতির** **উত্থান** ঘটে।

ব্যাখ্যাঃ সংস্কার=সম+কার; সংস্কৃত=সম+কৃত; পরিষ্কার=পরি+কার; উত্থাপন=উৎ+স্থাপন; পরিষ্কৃত=পরি+কৃত; সংস্কৃতি=সম+কৃতি; উত্থান=উৎ+স্থান।

☞ নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গসন্ধি ঃ

বাচস্পতি বাবুর স্নেহের **আস্পদ** **হরিশ্চন্দ্র**। তিনি **অহরহ** **শিরঃপীড়ায়** ভোগেন। তাই **প্রাতঃকালে** তিনি **ভাস্কর**(সূর্য) দেখতে পান না বলে **অহর্নিশ** **মনঃকষ্টে** আছেন।

ব্যাখ্যাঃবাচস্পতি=বাচঃ+পতি; আস্পদ=আঃ+পদ; হরিশ্চন্দ্র=হরিঃ+চন্দ্র; অহরহ=অহঃ+অহ; শিরঃপীড়া=শিরঃ+পীড়া; প্রাতঃকাল=প্রাতঃ+কাল; ভাস্কর=ভাঃ+কর; অহর্নিশ=অহঃ+নিশা; মনঃকষ্ট=মনঃ+কষ্ট।

☞ উন্নত প্রাণীবাচকে মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ ঃ

জনগণ শিক্ষক বৃন্দকে বললেন যে, আপনারা আপনাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর কলামে লেখার মাধ্যমে মন্ত্রীবর্গের কাছে আবেদন করুন। গণ,বৃন্দ,মন্ডলী,বর্গ।

☞ কিছু শব্দে সব সময় 'ষ' হয় ঃ

ভাষা মাষা ষট আষাঢ় ষন্ড
কষিত পাষূণ ইষু পাষন্ড
কষায় কাষায় কাষ্ট কষ্ট
আভাষ বাষ্প মওসিক আষ্ট
পৌষ পুষ্প শষ্প ভাষ্য

☞ কিছু শব্দে সব সময় 'ণ' হয় ঃ

চাণক্য মাণিক্য গণ- বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি -স্থাণু গুণ পণ্য বিণী
ফণী অণু বিপণী গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী-নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তৃণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

☞ বাংলা বানান মনে রাখার কৌশল ঃ

দেশ, ভাষা, জাতির নামে কার হয় 'ই'
অপ্রাণী, ইতরপ্রাণী তা-ও জেনেছি,
উভয় ক্ষেত্রে ই-কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্ত্রীবাচক ঈ-কার মানি।
বিদেশি শব্দে 'ষ' হবে না কখনো
তৎসম ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় জেনো,
রেফ থাকলে বর্ণে দ্বিত্ব না-হয়
অন্তে বিসর্গ বর্জন জানবে নিশ্চয়।
জগৎ-বাচক-বিদ্যা-ত্ব-তা নী-ণী, হলে
শব্দান্তের'ঈ ই-কার হয় পন্ডিতেরা বলে।

☞ ছন্দে ছন্দে বাংলা বানান শিখিঃ

১নং টেকনিকঃ

'ভুল' বানানটি সঠিক বটে লিখবেন না কেউ ভূল
তুল লিখেন টুল লিখেন লিখবেন না বানান মুল।
'মূল' কিন্তু মুল নয় রাখবেন মনে সবে
মুল যদি লিখে কেউ ভুল জানবেন তবে।
'কুল' যদি বরই হয় 'কূল' নদীর পাড়
ভুল বানানে অভ্যস্ত লজ্জা পাবে সবার।
'তুলা' লিখেন 'কুলা' লিখেন লিখবেন না কেউ মূলা
'মুলা' বানান সঠিক তবে লিখবেন না ফরমূলা।
ফরমূলা নয়, 'ফরমুলা' জেনো নিশ্চয়
ইংরেজি উচ্চারণে (ু) উ কার নাহি হয়।
কারণ বারণ মরণ লিখেন ধরণ লিখবেন না
ধরণ যেন 'ধরন' হয় লিখতে ভুলবেন না।
'গুণ' লিখেন ঘুণ লিখেন গুন লিখবেন না
গুণিতকের মর্মকথা এতে পাবেন না।
'কাঁটা-বোঁটা সবই লিখেন ফাঁটা লিখবেন না
ফ- এর ওপর চাঁদ বসালে 'ফাটা' হবে না।
'হাসি' লিখেন 'কাশি' লিখেন হাস লিখবেন না
চাঁদ ছাড়া 'হাঁসফাঁস' কিছুই হবে না।
বাড়ি-গাড়ি সবই লিখেন হাড়ি লিখবেন না
'হাঁড়ি'র ওপর চাঁদের টিপ দিতে ভুলবেন না।
আসন বাসন নয়নে 'ন' হবে নির্ভুল
প্রান ঘ্রান ত্রান লিখে করবেন না তাই ভুল।
প্রাণ ঘ্রাণ ত্রাণ বানানে লিখবেন মূর্ধন্য-(ণ)
এ নিয়মে লিখে যান বর্ণ বর্ষণ আর কার্পণ্য।
অনুরোধে হবে 'করুন' অবস্থানে 'করুণ'
তোরণ বানিয়ে তারুণ্য রাখতে হবে স্মরণ।

২নং টেকনিকঃ

টার্গেট যদি ঠিক থাকে লিখুন 'লক্ষ্য
তবেই হবেন আপনি বানানে দক্ষ।
অ্যাটেনশন বোঝাতে লিখে যান 'লক্ষ'
সম্পর্কের গভীরতায় লিখবেন 'সখ্য'।
'লক্ষ্য' যদি লক্ষ হয়, ব্যাকরণে ভুল
এতেই দিতে হবে চরম মাশুল।
নব্যতা নয় 'নাব্য' লিখুন না ভেবে
বানানে পারদর্শিতা নিশ্চয়ই হবে।
নির্দিষ্ট ব্যক্তির তরে হবে 'উদ্দেশ্য'
একই রকম দেখতে লিখুন 'সদৃশ'।
জনতার উদ্দেশ্যে নয়, হবে 'উদ্দেশ'
সঠিক বানানে মেনে যান বশ্য।
'সহযোগী' দীর্ঘ ঈ-কার সঠিক বটে
সহযোগীতা বানানে বিপত্তি ঘটে।
'সহযোগিতা' শুদ্ধ রুপ লিখ সবে
'প্রতিযোগী'-প্রতিযোগিতা' একই হবে।
চন্দ্রবিন্দু দিতে কেন দৌড়াও তুমি
'দৌড়ে' চাঁদ নেই 'হেঁটে' চলে অমি।
চাঁদ যদি দিতে চাও একটু দাঁড়াও'
পাহাড়টি 'খাঁড়া' অতি হাতটি বাড়াও।
'কাচ' কিন্তু কাঁচ নয়, লিখে যাও সবে
পাকাতে চাঁদ দিলে 'কাঁচা'র কি হবে।
কারো ডাকে নিশ্চয়ই দিও তবে 'সাড়া'
তোমার যখন শুরু আমার যেন 'সারা'।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলি)

☞ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাঃ

ধান শালিকের এদেশে বাংলা একাডেমিকে লেখার উত্তরাধিকার কে দিল?

ব্যাখ্যাঃ ১. ধান শালিকের দেশ; ২. লেখা; ৩. উত্তরাধিকার।

☞ হামিদুজ্জামান যে সব ভাস্কর্যের শিল্পীঃ ২০টি

হামিদুজ্জামান মিশুক হলেও স্বয়ং সাতবার স্বাধীনতার জন্য হামলা করার স্টেপস নিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ মিশুক= মিশুক; স্বয়ং= সংশপ্তক; স্বাধীনতার= স্বাধীনতা; হামলা=হামলা; করার=ক্যাকটাস; স্টেপস=স্টেপস। শান্তির পাখি; কিংবদন্তী;স্মৃতির মিনার; রুই কাতল।

☞ মৃণাল হক যে সব ভাস্কর্যের শিল্পীঃ

মৃণাল সব সময় দুর্জয়ের প্রত্যাশা করে।

ব্যাখ্যাঃ দুর্জয়; চিরদুর্জয়;গোল্ডেন জুবলি টাওয়ার;রাজষিক বিহার;প্রত্যাশা; অর্ঘ্য;সাম্যবাদ; বাউল ভাস্কর্য;বর্ষারাণী; হজ্ব মিনার;সীমান্ত গৌরব; বলাকা।

☞ শামসুল ওয়ারেশ যে সব ভাস্কর্যের শিল্পীঃ

শামসুল ব্যাটা কালে ও শিশু ছিল।

ব্যাখ্যাঃ ব্যাটা কাল=বোটানিক্যাল গার্ডেন; শিশু=শিশুপার্ক।

☞ আজিজুল পাশা যে সব ভাস্কর্যের শিল্পীঃ

শাপলা দোয়েল চত্বরে আজি পাশা খেলবো রে সাম.....

ব্যাখ্যাঃ শাপলা চত্বর; দোয়েল চত্বর।

☞ শামীম শিকদার যে সব ভাস্কর্যের শিল্পীঃ

শামীম স্বোপার্জিত স্বাধীনতার মাধ্যমে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে।

ব্যাখ্যাঃ স্বোপার্জিত স্বাধীনতা; স্বাধীনতা সংগ্রাম।

☞ নিতুন কুন্ডু যে সব ভাস্কর্যের শিল্পীঃ

বাংলাদেশের নিতুন সার্ক সফরে সাবাস পেয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ সার্ক ফোয়ারা; সাবাস বাংলাদেশ।

☞ পদ্মার শাখা নদীঃ

মধুমতি কুমারী বলে আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব ও গড়াই নদীর তীরে গিয়ে মাথায় ইচ্ছা করে পদ্মা পড়েছে।

ব্যাখ্যাঃ মধুমতি= মধুমতি; কুমারী= কুমার; আড়িয়াল খাঁ= আড়িয়াল খাঁ; ভৈরব= ভৈরব; গড়াই= গড়াই; মাথায়= মাথাভাঙ্গা; ইচ্ছা=ইছামতি।

অথবাঃ রব খাঁ সাহেবের মাথা ভেঙ্গে কুমারের দিকে গড়াইয়া মারল।

রব=ভৈরব; খাঁ= আড়িয়াল খাঁ; মাথাভেঙ্গে=মাথাভাঙ্গা; কুমারের=কুমার; গড়াইয়া= গড়াই।

অথবাঃ কুমিরের বড় মাথাভেঙ্গে আড়িয়াল ভৈরবের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়েছে।

☞ পদ্মার উপনদীঃ

কপোতাক্ষ মহাআনন্দে পুনরায় টাঙ্গ নগরে কুলি ফেললো।

ব্যাখ্যাঃ কপোতাক্ষ, মহাআনন্দে-মহানন্দা; পুনরায়-পুণর্ভবা; টাঙ্গ-টাঙ্গন; নগরে-নাগর, কুলি-কুলিখ।

☞ যমুনার উপনদীঃ

যমুনার ওপারে আত্রাই নদীর পাড়ে তিতা করলা ধরে।

ব্যাখ্যাঃ আত্রাই= আত্রাই; তিতা=তিস্তা; করলা= করতোয়া; ধরে= ধরলা।

অথবাঃ আত্রা ধর তিস্তা কর।

☞ ভৈরব নদীর শাখা নদীঃ

ভরা মৌসুমে কপোতাক্ষয় প্রচুর শিংমাছ পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যাঃ কপোতাক্ষয়= কপোতাক্ষ; প্রচুর= পশুর; শিংমাছ= শিবসা।

পদ্মার উপনদী:- মহানন্দা।

☞ মহানন্দার উপনদীঃ

নগরের কুলিগণ টাকার কথা ভেবে পাগলা হয়ে মহানন্দায় পুনরায় কাজ শুরু করেছে।

ব্যাখ্যাঃ নগরের= নাগর; কুলি= কুলিখ; টাকার= টাঙ্গন; পাগলা= পাগলা; পুনরায়= পুনর্ভবা।

অথবাঃ মহানন্দা পুনর্ভবায় পাগলা নাগর রাভিনা টাঙ্গন কে সাথে নিয়ে কুলি ছবি দেখতে গেল।

অথবাঃ কুলিটা পূর্ণ পাগল না।

☞ কর্ণফুলীর উপনদীঃ

কনক বোয়াল হাতে কাপ্তাই গেল।

ব্যাখ্যাঃ বোয়াল= বোয়ালখালী; হাতে= হালদা; কাপ্তাই= কাপ্তাই।

অথবাঃ মাইনি খেয়া নৌকা দ্বারা কাসালাং নদীতে চিংড়ি মাছ ধরতে গেল। (খেয়া= রানখেয়াং)।

অথবাঃ কাসা দিয়ে বোয়ালের হাত ধর।

☞ আত্রাই নদীর উপনদীঃ

আত্রাই নদীতে বড়াল মাঝি কাকাতুয়া পাখি দেখতে গেল।

কাকাতুয়া= করতোয়া।

☞ গোমতির শাখা নদীঃ

গোমতি বুড়ি ডাকাতের ভয়ে লুকিয়ে পড়ল।

ডাকাতের= ডাকাতিয়া।

☞ ব্রহ্মপুত্র নদীর শাখা নদীঃ

বরপুত্র ধলা দুধকুমার স্ত্রী তিসাকে নিয়ে হানিমুনে যাবে।

ব্যাখ্যাঃ বরপুত্র= ব্রহ্মপুত্র; ধলা= ধরলা; তিসা= তিস্তা।

অথবাঃ শ্রী বংশী ব্যানার শীতকালে সাতিয়ায় বেড়াইতে আসেন।

ব্যাখ্যাঃ শ্রী-শ্রীকালি; বংশী; বানার; শীত-শীতলক্ষ্যা; সাতিয়া।

☞ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপনদীঃ

বাঙ্গালী তিতা দুধ ধক করে খায়।

ব্যাখ্যাঃ বাঙ্গালি; তিতা-তিস্তা; দুধ-দুধকুমার; ধ-ধরলা; ক-করতোয়া।

☞ মেঘনার শাখা ও উপনদীঃ

মেঘনা তিতাসকে ডাকতে গিয়ে মতি ও সুমাকে কংশ মনু বলে আউলাইয়া ফেলল।

ব্যাখ্যাঃ তিতাসকে= তিতাস; ডাকতে= ডাকাতিয়া; মতি= গোমতি; সুমাকে= সোমেশ্বরী; আউলাইয়া= বাউলাই।

☞ মেঘনার উপনদীঃ

মুন ডাকাত তিতাসদের বাউলা থেকে গোম চুরি করেছে।

ব্যাখ্যাঃ মুন, ডাকাত-ডাকাতিয়া; তিতাস; বাউলাই; গোম-গোমতী।

অথবাঃ বাউল মনু তিতা গম খেয়ে সোমানে কাসে।

ব্যাখ্যাঃ বাউল=বাউলাই; মনু=মনু; তিতা=তিতাস; গোম=গোমতি; সোমা=সোমেশ্বরী; কাসে=কংস।

☞ যে নদী জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেঃ

১। পচা-পদ্মা চাঁপাইনবাবগঞ্জের মধ্য দিয়ে।

২। মেসি-মেঘনা সিলেটের মধ্য দিয়ে।

৩। নাক-নাফ কক্সবাজারের মধ্য দিয়ে।

৪। তিনি-তিস্তা নীলফামারীর মধ্য দিয়ে।

৫। যকু-যমুনা কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে।

৬। বকু-ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে।

৭। কপা – কর্ণফুলী রাঙামাটির মধ্য দিয়ে

৮। গোকু-গোমতী কুমিল্লার মধ্য দিয়ে।
৯। ফেফে-ফেনী ফেনী জেলার মধ্য দিয়ে।
১০। সাপা-সাংগু পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে।
১১। হাখা-হালদা খাগড়াছড়ির মধ্য দিয়ে।
১২। কপ-করতোয়া পঞ্চগড়ের মধ্য দিয়ে।

বিবিধঃ

- গঙ্গা/পদ্মা হিমালয় থেকে চাঁপা বাগান দিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। অর্থাৎ পদ্মা নদী হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।
- ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের মানস সরোবরের থেকে কুড়ি বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতের মানস সরোবরের হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়ে কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।
- সিলেটের সুরমা আপা কুশি খেয়ে খুশি হয়ে ভৈরব বাজারে(আজমিরিগঞ্জে) মেঘনা নদী সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদী আজমিরিগঞ্জে এসেছে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে।
- তিস্তা সিকিম থেকে লাল,নীল রং হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। তিস্তা নদী সিকিম পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে লালমনিরহাট, নীলফামারি ও রংপুর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

☞ নদীর মিলিতস্থলঃ

১. চাঁদে পদ্ম মেঘ জমেছে। পদ্মা-মেঘনা=চাঁদপুর।
২. কুড়িগ্রামে তিব্র শীত পড়েছে। তিস্তা+ ব্রহ্মপুত্র=কুড়িগাম।
৩. আজ খুশির সুর বাজবে। কুশিয়ারা+সুরমা=আজমিরীগঞ্জ।
৪. বগুড়ার যবা ফুল। যমুনা+বাঙ্গালি=বগুড়া।
৫. চট্টগ্রামের হাল ধরেছে কর্ণ। হালদা+কর্ণফুলী=চট্টগ্রাম।
৬. খুলনার রুপ পশুর মত। রুপসা+পশুর=খুলনা।
৭. গোয়ালে পয ধরেছে। পদ্মা+যমুনা=গোয়ালন্দ।
৮. বড় মেঘ দেখে ভয় করো না। ব্রহ্মপুত্র+মেঘনা=ভৈরব।
৯. জামাল একটা যব দেওয়া যাবে? যমুনা+ ব্রহ্মপুত্র=দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।
১০. শীতে ধলাদের খুব নারা দেয়। শীতলক্ষ্যা+ধলেশ্বরী=নারায়ণগঞ্জ।

☞ তিব্বতের মালভুমি থেকে সৃষ্ট নদী ৫টিঃ

YES JB

ব্যাখ্যাঃ Y=ইরাবতি; E=ইয়াংসিকিয়াং; S=সিন্ধু; J=যমুনা; B=ব্রহ্মপুত্র।

☞ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল উপজাতি বসবাস করেঃ

লুসা ত্রি মগ চাক

ব্যাখ্যাঃ লুসা-লুসাই; ত্রি-ত্রিপুরা; মগ,চাকমা।

☞ বান্দরবানে বসবাসকারি উপজাতিঃ

মা মু মগ পাত্রি টি দেখতে খুব চক চাক

ব্যাখ্যাঃ মা=মারমা; মু=মুরং; মগ=মগ; পা=পাংখো; ত্রি=ত্রিপুরা; খু=খুমি; ব=বনজোগী; চক=চক; চাক=চাকমা।

☞ সুন্দরবনে যে সকল উপজাতি বসবাস করেঃ
মৌয়ালী, বাওয়ালী।

☞ মৌলভীবাজার যে সকল উপজাতি বসবাস করেঃ
নুনিয়া ক খ পড়ে পাশ করেছে।
ব্যাখ্যাঃ নুনিয়া, ক-কন্দ; খ-খড়িয়া; পা-পাঙন; শ-শবর।

☞ সিলেটে যে সকল উপজাতি বসবাস করেঃ
~~বোবী মনি, কুমুর পাত্র নেকতে নায়ক ভুমিখার মত~~।
ব্যাখ্যাঃ বো-বোনাজ; বী-বীন, মনি-মনিপুরী; কু-কুর্মি; মু-মুন্ডা; র-রবিদাস; পাত্র, নায়ক-নায়েক। ভুমি-ভুমিজ; খা-খাসিয়া।

☞ যে সকল উপজাতি বাংলাদেশে বসবাস করে নাঃ
মামুর টুপি জুলু কুলু কুথাই শেরেছে।
ব্যাখ্যাঃ মা-মাওরী; মুর, টু-টুডা, পি-পিগমী; জুলু,কুলু, কু-কুর্দী, শের-শেরপা।

☞ অন্যান্য উপজাতির বসবাসঃ
রংপুরের রাজ ও নেত্রকোনার হাদু ওরা বগুড়া থেকে একসাথে ময়মনসিংহে হজ্ব করতে গেল।
ব্যাখ্যাঃ রাজ-রাজবংশী-রংপুর; হদু, হাদু-নেত্রকোনা; ওরা-ওরাও-বগুড়া; হজ্ব-হাজং-ময়মনসিংহ।

☞ মাতৃতান্ত্রিক উপজাতিঃ
সাখা গা।
ব্যাখ্যাঃ সা=সাওতাল; খা=খাসিয়া; গা=গারো।

☞ উপজাতিদের উৎসবঃ
ত্রিবৈ সামো চাবি মাসা
খিসাং মুছি রাসা।
ব্যাখ্যাঃ ত্রিবৈ=ত্রিপুরা বৈসুক; সামো=সাওতাল মোহরাই; চাবি=চাকমা বিঝু; মাসা=মারমা সাংগ্রাই; খিসাং=খিয়াং সাংসান; মুছি=মুরং ছিয়াং; রাসা=রাখাইন সান্দ্রে। ১ম নামটি উপজাতি ২য়টি তাঁদের উৎসব।

☞ বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ সমূহঃ
অনু:(৮-২৫)ঃ রাষ্ট্রের স্থানীয় মহিলারা মানবাধিকার নীতিতে কৃষকদের মৌলিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমতা ও কর্তব্যের কথা কর্মচারী এবং নির্বাহী বিভাগে সংস্কৃতি, স্মৃতি ও শান্তির জন্য জানাল।
অনু:(২৬-৩৪)ঃ মৌলিক আইনে ধর্মের সুযোগ ছাড়া অন্যান্য আইনের স্বাধীনতা রক্ষা নিষিদ্ধ।
২৬ = মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল।
২৭ = আইনের দৃষ্টিতে সমতা।
২৮ = ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।
২৯ = সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা।
৩০ = বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ।
৩১ = আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার।
৩২ = জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।

৩৩ = গ্রেপ্তার ও আটক সর্ম্পকে রক্ষাকবচ।

৩৪ = জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

অনু : (৩৫-৪৬)ঃ মিম বিনা বিচারে চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন, চিন্তা,পেশা, ধর্মীয় অধিকার ও গৃহ যোগাযোগ বলবৎ করণের জন্য দায়মুক্তি পেল।

৩৫ = বিচার ও দন্ড সর্ম্পকে রক্ষণ।

৩৬ = চলাফেরার স্বাধীনতা।

৩৭ = সমাবেশের স্বাধীনতা।

৩৮ = সংগঠনের স্বাধীনতা।

৩৯ = চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।

৪০ = পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা।

৪১ = ধর্মীয় স্বাধীনতা।

৪২ = সম্পত্তির অধিকার।

৪৩ = গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।

৪৪ = মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।

৪৫ = শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন।

৪৬ = দায়-মুক্তি বিধানের ক্ষমতা।

অনু:(৪৮-৫৪)ঃ রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমার মেয়াদ দায়মুক্তিতে অভিশংসন ও অপসারণের ক্ষমতা স্পীকারকে দিল।

৪৮ = রাষ্ট্রপতি।

৪৯ = ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার।

৫০ = রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ।

৫১ = রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৫২ = রাষ্ট্রপতির অভিশংসন।

৫৩ = অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ।

৫৪ = অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার।

অনু:(৬৫-৭৯)ঃ সংসদ সদস্যদের শূন্য পারিশ্রমিকে অর্থদন্ড ও পদত্যাগ এর ব্যাপারে দুই অধিবেশন ধরে ভাষণ দেয়ার অধিকার স্পীকার তাদের দেন কিন্তু কোরাম না থাকায় স্থায়ী কমিটি ন্যায়পাল নিয়োগে দায়মুক্তির জন্য সচিবালয় গঠন করে।

৬৫ = সংসদ প্রতিষ্ঠা।

৬৬ = সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।

৬৭ = সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া।

৬৮ = সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি।

৬৯ = শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহন বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদন্ড।

৭০ = পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া।

৭১ = দ্বৈত সদস্যতায় বাধা।

৭২ = সংসদের অধিবেশন।

৭৩ = সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী।
৭৪ = স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার।
৭৫ = কার্যপ্রণালী বিধান কোরাম প্রভৃতি।
৭৬ = সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ।
৭৭ = ন্যায়পাল।
৭৮ = সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি।
৭৯ = সংসদ সচিবালয়।

অনু(৮০-৯৩)ঃ আইন করে অর্থ বিলের সুপারিশ দ্বারা করের হিসাব নিয়ন্ত্রন করে প্রদেয় বাজেটের দায় ও বাজেটের পদ্ধতি নির্দিষ্ট মজুরী হিসেবে ঋণ দেয়।

৮০ = আইন প্রনয়ণ পদ্ধতি।
৮১ = অর্থবিল ।
৮২ = আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ।
৮৩ = সংসদের আইন ব্যতিত করারোপে বাধা।
৮৪ = সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব।
৮৫ = সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ।
৮৬ = প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব প্রদেয় অর্থ।
৮৭ = বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি।
৮৮ = সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় ।
৮৯ = বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি।
৯০ = নির্দিষ্টকরণ আইন।
৯১ = সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী।
৯২ = হিসাব ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট।
৯৩ = অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা।

অনু:(৯৪-১০০)ঃ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও মেয়াদ অস্থায়ী অতিরিক্ত অক্ষমতায় আসীন (আসন)।

৯৪ = সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্টা।
৯৫ = বিচারক নিয়োগ।
৯৬ = বিচারকের পদের মেয়াদ।
৯৭ = অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।
৯৮ = সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ।
৯৯ = বিচারকগণের অক্ষমতা।
১০০ = সুপ্রিম কোর্টের আসন।

অনু:(১০১-১০৭)ঃ হাইকোর্টের এখতিয়ার ও ক্ষমতায় আপিলের পরোয়ানা ও পুনর্নির্দেশনায় সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টারা বিধি প্রণয়ন করেন।

১০১ = হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।
১০২ = কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।
১০৩ = আপিল বিভাগের এখতিয়ার।

১০৪ = আপিল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ।
১০৫ = আপিল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা।
১০৬ = সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।
১০৭ = সুপ্রিম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন ক্ষমতা।

অনু:(১০৮-১১৩)ঃ কোর্ট অব রেকর্ড আদালতের নিয়ন্ত্রন স্থানান্তর বাধ্যতামূলক করতে সহায়তা করেন কর্মচারীগণ।

১০৮ = কোর্ট অব রেকর্ড রুপে সুপ্রিম কোর্ট।
১০৯ = আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১১০ = অধ:স্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর।
১১১ = সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা।
১১২ = সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা।
১১৩ = সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীগণ।

অনু:(১১৪-১১৬ক)ঃ অধস্তন আদালতে কর্মচারী নিয়োগ করে আদালতে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা আনার মাধ্যমে বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে।

১১৪ = অধ:স্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা।
১১৫ = অধ:স্তন আদালতে নিয়োগ।
১১৬ = অধ:স্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা।
১১৬ক = বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

অনু:(১১৮-১২৬)ঃ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল কর্মচারী নিয়োগ করে ভোটার তালিকায় যোগ্য নামভুক্তিকরণ এবং নির্বাচনের সময় নির্ধারন করে সংসদে বিধান প্রণয়ন করা এবং আইন ও নির্বাচনের বৈধতার জন্য নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।

১১৮ = নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা।
১১৯ = নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।
১২০ = নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ।
১২১ = প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা।
১২২ = ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা।
১২৩ = নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়।
১২৪ = নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।
১২৫ = নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা।
১২৬ = নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান।

অনু:(১২৭-১৩২)ঃ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার পদের প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ব ও মেয়াদ বাড়াতে অস্থায়ী আকার ও পদ্ধতির মাধ্যমে রিপোর্ট উপস্থাপন করল।

১২৭ = মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা।
১২৮ = মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব।
১২৯ = মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ।
১৩০ = অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক।

১৩১ = প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি।

১৩২ = সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন।

অনু:(১৩৩-১৩৬)ঃ মাহমুদ সাহেব তার নিয়োগের শর্তাবলী ও কর্মের মেয়াদ ঠিক রাখার জন্য কর্মচারীদের বরখাস্ত ও কর্মবিভাগ পুনর্গঠন করল।

১৩৩ = নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী।

১৩৪ = কর্মের মেয়াদ।

১৩৫ = অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি।

১৩৬ = কর্মবিভাগ পুনর্গঠন।

অনু:(১৩৭-১৪১)ঃ সাদত সাহেব তার পদের প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ ও মেয়াদ স্থায়ী করার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে বার্ষিক রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করলো।

১৩৭ = কমিশন প্রতিষ্ঠা।

১৩৮ = সদস্য নিয়োগ।

১৩৯ = পদের মেয়াদ।

১৪০ = কমিশনের দায়িত্ব।

১৪১ = বার্ষিক রিপোর্ট।

☞ ভারতের ছিটমহলগুলি বাংলাদেশের যে জেলাগুলিতে অবস্থিত ছিলঃ

কুলাপনী। / লাল নীল রুপ

কু = কুড়িগ্রাম; লা = লালমনিরহাট; প = পঞ্চগড়; নী = নীলফামারী।

☞ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থানগুলিঃ

পাদুয়ার জ্যান্ত কানাই সোনার কড়াইতে চুন, পানি, কলা চেঁচড়িয়ে ভেড়া ও হাতির জন্য হালুয়া তৈরী করল।

ব্যাখ্যাঃ পাদুয়া= পাদুয়া(সিলেট), জ্যান্ত= জৈন্তাপুর(সিলেট), কানাই= কানাইঘাট(সিলেট), সোনার= সোনারহাট(সিলেট), কড়াই= কড়াইতলী (ময়মনসিংহ), চুন= চুনারুঘাট(হবিগঞ্জ), পানি= পাটগ্রাম(লালমনিরহাট), কলা= কলাবাড়ী(কুড়িগ্রাম), চেঁচড়িয়ে= চেঁচড়া(জয়পুরহাট), ভেড়া= ভেড়ামারা(কুষ্টিয়া), হাতি= হাতিবান্ধা(লালমনিরহাট), হালুয়া= হালুয়া(ময়মনসিংহ)।

☞ খুলনা ও সিলেটের বিলঃ

খুলনার ডাকাতরা সিলেটকে তামা করেছে।

খুলনার ডাকাতিয়া বিল, সিলেটের তামা বিল।

☞ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী এলাকাঃ

কুড়িগ্রাম অঞ্চলঃ- কুড়াল দিয়ে বোয়ালের ভুঁড়ি কেটে রোমানা বড়াই করে।

ব্যাখ্যাঃ বোয়ালের= বোয়ালমারী; ভুঁড়ি= ভুরুঙ্গামারী; রোমানা= রৌমারী; বড়াই= বড়াইবাড়ি।

সিলেট অঞ্চলঃ- কানাইগো বড় পাদুকা দিয়োনা।

ব্যাখ্যাঃ কানাই= কানাইঘাট; গো= গোয়াইন ঘাট; বড়= বড়লেখা(মৌলভীবাজার); পাদুকা= পাদুয়া।

লালমনিরহাট অঞ্চলঃ- মোগলরা লালপাটের দড়ি দিয়ে হাতি ঘোড়া বেধে রাখত।

ব্যাখ্যাঃ মোগলরা= মোগলহাট; পাটের= পাটগ্রাম; হাতি= হাতিবান্ধা।

কুমিল্লা অঞ্চলঃ- বিবির চৌদ্দটি কুকুর ছিল।

ব্যাখ্যাঃ বিবির= বিবির বাজার; চৌদ্দ= চৌদ্দগ্রাম।

যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলঃ- যশের পোলা সাত দেশ ভ্রমণ করে।

ব্যাখ্যাঃ যশের পোলা= যশোরের বেনাপোল; সাতদেশ ভ্রমণ= সাতক্ষীরার ভোমরা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী নীলফামারী, জয়পুরহাট অঞ্চলঃ-

নবাবগো নীল চিল রাজার নির্মাণরত বাড়িতে জয়ের হিলি।

ব্যাখ্যাঃ নবাবগো= নবাবগঞ্জের গোদাগাড়ি; নীল চিল= নীলফামারির চিলাহাটি; রাজার নির্মাণ= রাজশাহীর নির্মলচর; জয়ের হিলি= জয়পুরহাটের হিলি।

☞ ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি যে দেশগুলি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ঃ

আইন সুইডেন ব্রিটেনের ফিজা।

ব্যাখ্যাঃ আ= আইসল্যান্ড; ই= ইসরাঈল; ন= নরওয়ে; সুই= সুইডেন; ডেন= ডেনমার্ক; ব্রিটেন= ব্রিটেন; ফি= ফিনল্যান্ড; জা= জার্মানী।

☞ বাংলাদেশ যে সংস্থাগুলির সদস্যঃ

NAM, OIC, United Nations, SAARC, CIRDAP, AAPP, ADB, IDB, BIMSTEC, D-8, COLOMBOMPLAN, IAU, WB, INTERPOL, Common Wealth, WTO, UNICEF, IMF, WHO, ILO, UNESCO.

☞ সেনাবাহিনীর পদক্রমঃ

ছেলে ল্যাপ, ক্যাপ, মাছ লয়ে কাধে; কনের বাড়ি যায়
মেজ জালে লেজ নেড়ে স্বাগত জানায়
দিয়ে ফিরনি-সেমাই।

ব্যাখ্যাঃ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট; লেফটেন্যান্ট; ক্যাপ্টেন; মেজর; লেফটেন্যান্ট কর্নেল; কর্নেল; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল/মেজর জেনারেল; লেফটেন্যান্ট জেনারেল; জেনারেল/ফিল্ড মার্শাল।

☞ উন্নত জাতের টমোটোর টেকনিকঃ

টমেটো খাওয়ার লোভ দেখিয়ে মানিক-রতন-বাহার/শিলা রুমা ও শ্রাবনীকে নিয়ে------- শেষে সিঁদুর পরিয়ে দিল।

ব্যাখ্যা: মানিক, রতন, বাহার, শিলা, রুমা, শ্রাবণী, সিঁদুর ইত্যাদি টমোটোর জাত।

☞ বাংলাদেশের যে সকল জেলায় কোন রেলপথ নেইঃ

খুলনা বিভাগ: মাগুর মাঝ নড়া দিয়ে মেহেরপুর চলে গেল।

ব্যাখ্যা: মাগুরা; নড়াইল; মেহেরপুর।

বরিশাল বিভাগ: পপির বর ভুলে ঝাল বরি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ব্যাখ্যা: পটুয়াখালী; পিরোজপুর; বরগুনা; ভোলা; ঝালকাঠি; বরিশাল। বরিশাল বিভাগেই কোন রেলপথ নেই।

চট্টগ্রাম বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রামে কল নাই।

ব্যাখ্যা: বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি।

ঢাকা বিভাগ: মামু মা শেশ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা: মা-মানিকগঞ্জ; মু-মুন্সিগঞ্জ; মা-মাদারীপুর; শে-শেরপুর; শ-শরীয়তপুর।

সিলেট বিভাগ: শুধু মাত্র **সুনামগঞ্জ** জেলায় রেলপথ নেই।

☞ বাংলাদেশের যে জেলাগুলো উপর দিয়ে ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছেঃ

মাগো নতুন জামা টা ফশে গেছে। পিরোজ গুনা বরি খেয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ মা-মাদারীপুর; গো-গোপালগঞ্জ; জা-জামালপুর; মা-মানিকগঞ্জ; টা-টাঙ্গাইল; ফ-ফরিদপুর; শে-শেরপুর; পিরোজ-পিরোজপুর; গুনা-বরগুনা; বরি-বরিশাল।

☞ বাংলাদেশের যে জেলাগুলো উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছেঃ

মাঝি ডাঙ্গায় যাও। ফরিদ মুন্সি ঢাকার রাজ গঞ্জে কাজ করে। কুমির রাখা।

ব্যাখ্যাঃ মা-মাগুরা; ঝি-ঝিনাইদহ; ডাঙ্গায়-চুয়াডাঙ্গা; ফরিদ-ফরিদপুর; মুন্সি-মুন্সিগঞ্জ; ঢাকার-ঢাকা; রাজ-রাজবাড়ি; গঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ; কুমির-কুমিল্লা; রা-রাঙ্গামাটি; খা-খাগড়াছড়ি।

☞ বাংলাদেশের জনপদগুলোর অবস্থানঃ

বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিলঃ

ফরিদ কুময় নদী থেকে বাপ এর সাথে কুমির ধরে ঢাক পিটিয়ে যশোর নিয়ে গেল।

ব্যাখ্যাঃ ফরিদ-ফরিদপুর; কু-কুষ্টিয়া; ময়-ময়মনসিংহ; নদী-নদীয়া; ব-বরিশাল; প-পটুয়াখালী; কুমির-কুমিল্লা; ঢাক-ঢাকা; যশোর।

পুন্ড্র জনপদ গড়ে উঠেছিলঃ

মহারাজ বর আমার কাছে দিনা।

ব্যাখ্যাঃ মহা-মহাস্থানগড়; রাজ-রাজশাহী; ব-বগুড়া; র-রংপুর; দিনা-দিনাজপুর।

যে অঞ্চলগুলোতে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিলঃ

মুর্শিদ বিহারে উড়ে যেতে চান না।

ব্যাখ্যাঃ মুর্শিদ-মুর্শিদাবাদ; বিহার; উড়ে-উড়িষ্যা; চা-চাপাইনবাবগঞ্জ; ন-নওগাঁ; না-নাটোর।

যে অঞ্চলগুলোতে সমতট জনপদ গড়ে উঠেছিলঃ

কুনো ব্যাঙ।

ব্যাখ্যাঃ কু-কুমিল্লা; নো-নোয়াখালী।

যে অঞ্চলগুলোতে হরিকেল জনপদ গড়ে উঠেছিলঃ

ত্রিচ সিট।

ব্যাখ্যাঃ ত্রি-ত্রিপুরা; চ-চট্টগ্রাম; সিট-সিলেট।

☞ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ৩০টি জেলাঃ

ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাসমূহঃ জামা নেশে সিংহ। অথবাঃ সিংহ শে জানে।

ব্যাখ্যাঃ জামা-জামালপুর; নে-নেত্রকোনা; শে-শেরপুর; সিংহ-ময়মনসিংহ

রংপুর বিভাগের জেলাসমূহঃ লাল ঠাকুর কুড়ি দিন নীল পঞ্চকে দেখে নাই।

ব্যাখ্যাঃ লাল-লালমনিরহাট; ঠাকুর-ঠাকুরগাঁও; কুড়ি-কুড়িগ্রাম; দিন-দিনাজপুর; নীল-নীলফামারী; পঞ্চ-পঞ্চগড়।

খুলনা বিভাগের জেলাসমূহঃ কুযসা মেহে ঝিনাই ডাঙ্গা।

ব্যাখ্যাঃ কু-কুষ্টিয়া; য-যশোর; সা-সাতক্ষীরা; মেহে-মেহেরপুর; ডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা।

রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহঃ রাজশাহী জয় করতে চান। অথবাঃ রা জ চা ন মিয়া।

ব্যাখ্যাঃ রাজশাহী; জয়-জয়পুরহাট; চা-চাপাইনবাবগঞ্জ; ন-নওগাঁ।

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহঃ কুমিল্লা জেলার ফেনী নদীর পাশে বাচ রাখা হবে।

ব্যাখ্যাঃ কুমিল্লা; ফেনী; বা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া; চ-চট্টগ্রাম; রা-রাঙামাটি; খা-খাগড়াছড়ি।

সিলেট বিভাগের জেলাসমূহঃ সিলেটের মৌলভীর সুনাম হবি।

ব্যাখ্যাঃ সিলেট; মৌলভীর-মৌলভীবাজার; সুনাম-সুনামগঞ্জ; হবি-হবিগঞ্জ।

☞ মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ৩টি জেলাঃ

বাজারে রাঙা বান্দর আছে।

ব্যাখ্যাঃ বাজারে=কক্সবাজার; রাঙা=রাঙামাটি; বান্দর=বান্দরবন।

☞ নিরক্ষরমুক্ত ৭টি জেলাঃ

সিরাজ মালা গাচু

ব্যাখ্যাঃ সি=সিরাজগঞ্জ; রা=রাজশাহী; জ=জয়পুরহাট; মা=মাগুরা; লা=লালমনিরহাট; গা=গাইবান্ধা; চু=চুয়াডাঙ্গা।

☞ বাংলাদেশের উত্তরঃ

পঞ্চ তেতুলে বাংলা জায়।

ব্যাখ্যাঃ পঞ্চ=পঞ্চগড়(জেলা); তেতুলে=তেতুলিয়া(থানা); বাংলা=বাংলাবান্ধা(স্থান); জায়=জায়গীরজোত(গ্রাম)।

☞ বাংলাদেশের দক্ষিণঃ

কক্স টেক শাহপরীর সেন্ট ছেড়া।

ব্যাখ্যাঃ কক্স=কক্সবাজার(জেলা); টেক=টেকনাফ(থানা); শাহপরীর=শাহপরীর দ্বীপ(বাংলাদেশের মূল ভুখন্ডের দক্ষিণে শেষ সীমা); সেন্ট=সেন্টমার্টিন (স্থান); ছেড়া=ছেড়াদ্বীপ(স্থান)।

☞ বাংলাদেশের পূর্বঃ

বা থা আ

ব্যাখ্যাঃ বা=বান্দরবান (জেলা); থা=থানচি(থানা); আ=আখাইনঠং(স্থান)।

☞ বাংলাদেশের পশ্চিমঃ

চা শি ম

ব্যাখ্যাঃ চা=চাঁপাইনবাবগঞ্জ(জেলা); শি=শিবসা(থানা); ম=মনাকশা(স্থান)।

☞ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের জেলা ১০টিঃ

বাবা কুচবিহারের চব্বিশ নং কৃষ্ণ নদীর জল পার হয়ে বীরের মতো মাল গাড়ীতে উঠে মুর্শিদাবাদ চলে গেল।

ব্যাখ্যাঃ বা=বারাসাত; বা=বাহারামপুর; কুচবিহারের=কুচবিহার; চব্বিশ= চব্বিশ পরগণা; কৃষ্ণ=কৃষ্ণনগর; নদী=নদীয়া; জল=জলপাইগুড়ি; বীর=বীরভুম; মাল=মালদহ; মুর্শিদাবাদ=মুর্শিদাবাদ।

☞ **কতিপয় পাহাড়ের অবস্থানঃ**

চট্টচন্দ্রের ভাষায় গারোময় কুমৌলভীর লাল কুমির আলু খায় চিবায়ে।

ব্যাখ্যাঃ চট্টচন্দ্রের=চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়; গারোময়=ময়মনসিংহে গারো পাহাড়; কুমৌলভী=মৌলভীবাজারে কুলাউড়া পাহাড়; লাল কুমির=কুমিল্লায় লালমাই পাহাড়; আলু খায়=খাগড়াছড়িতে আলুটিলা পাহাড়; চিবা=বান্দরবনে চিম্বুক পাহাড়।

☞ **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপের আয়তনঃ**

তিন ছেড়ায় আট তালি আট সেন্ট।

ব্যাখ্যাঃ তিন ছেড়া=ছেড়াদ্বীপ ৩ বর্গ কিমি; আট তালি=দক্ষিণ তালপট্টি ৮ বর্গ কিমি; আট সেন্ট=সেন্টমার্টিন দ্বীপ ৮ বর্গ কিমি।

☞ **কনফিউজিং তারিখঃ**

আগে পানি পরে শান্তি। পানি ব্যবহারের পরেই শান্তি অনুভব করা যায়।

পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর।

☞ **ভোলা জেলার অন্তর্গত চরঃ**

মানিক মুনি জজ ফয়েজ ফ্যাশন করে।

ব্যাখ্যাঃ মা=চর মানিক; নি=চর নিজাম; ক=চর কুকুড়ি মুকড়ি; ম=চর মনপুর; নি=চর নিউটন; জ=চর জব্বার; জ=চর জহির; ফয়েজ=চর ফয়েজ; ফ্যাশন=চর ফ্যাশন।

☞ **মোঘল শাসনের ক্রমঃ**

বাবুরের হয়েছিল একবার জ্বর, সারিল ঔষধে।

ব্যাখ্যাঃ বাবুর, হুমাউন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আওরঙ্গজেব।

☞ **সেন বংশের রাজাদের শাসনের ক্রমঃ**

সাহেবি বল

ব্যাখ্যাঃ সাহেবি=সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেন; বল=বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন।

☞ **গৌড় জনপদের অবস্থানঃ**

চাপা মামু নদীতে।

ব্যাখ্যাঃ চাপা=চাঁপাইনবাবগঞ্জ; মা=মালদহ; মু=মুর্শিদাবাদ; নদীতে=নদীয়া।

☞ **পুন্ড্র জনপদের অবস্থানঃ**

রাতে রং দিব।

ব্যাখ্যাঃ রাতে=রাজশাহী; রং=রংপুর; দিব=দিনাজপুর, বগুড়া।

☞ **প্রাচীন কালে বাংলায় আগত পর্যটকঃ**

ইবনে মরলে মোবারক জানায়, চীনের ফাহি চন্দ্র কিন্তু হিউয়েন চীনের সম্রাট হয় হরষে।

ব্যাখ্যাঃ ইবনে মরলে মোবারক জানায়=ইবনে বতুতা মরক্কো থেকে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ এর আমলে বাংলায় আসেন। চীনের ফাহি চন্দ্র=ফা হিয়েন চীন থেকে ২য় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে বাংলায় আসেন। হিউয়েন চীনের সম্রাট হয় হরষে=হিউয়েন সাং চীন থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনামলে বাংলায় আসেন।

ইউরোপীয় বনিকদের বাংলায় আগমনঃ

PODEF

ব্যাখ্যাঃ পর্যায়ক্রমে P=পর্তুগীজ; O=ওলন্দাজ/ডাচ; D=দিনেমার/ডেনিস; E=ইংরেজ; F=ফরাসি।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ১১ এর কমান্ডারঃ

১ নং জি রো।

ব্যাখ্যাঃ ১ নং সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান; মেজর রফিকুল ইসলাম।

২ নং খা মো হা।

ব্যাখ্যাঃ ২ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ; মেজর হায়দার।

৩নং শফি নুরু।

ব্যাখ্যাঃ ৩ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহ; মেজর নুরুজ্জামান।

চার সিট দাও।

ব্যাখ্যাঃ ৪নং সেক্টর কমান্ডার মেজর সি.আর.দত্ত।

মীর লিখতে প্যাচ লাগে।

ব্যাখ্যাঃ মেজর মীর শওকত আলী ৫ নং সেক্টর কমান্ডার।

বাঁশিতে ছয়টি ছিদ্র।

ব্যাখ্যাঃ উইং কমান্ডার বাশার ছিলেন ৬ নং সেক্টর কমান্ডার।

সাত কাহন।

ব্যাখ্যাঃ ৭নং সেক্টর কমান্ডার মেজর কাজী নুরুজ্জামান।

ও ৮ মন।

ব্যাখ্যাঃ মেজর ওসমান চৌধুরী; মেজর এম এ মনছুর ৮নং সেক্টর কমান্ডার।

জ ন ম।

ব্যাখ্যাঃ ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর আব্দুল জলিল; এম এ মঞ্জুর।

১০এ শুণ্য।

ব্যাখ্যাঃ ১০ নং সেক্টরে কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না।

এক হা তা।

ব্যাখ্যাঃ মেজর আবু তাহের; ফ্লাইট লে.এম. হামিদুল্লাহ ১১ নং সেক্টর কমান্ডার।

বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জনঃ

মহা মরু মো. নুরু।

ব্যাখ্যাঃ ম=মতিউর রহমান(ফ্ল্যাইট ল্যা.); হা=হামিদুর রহমান (সিপাহী); ম=মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর(ক্যাপ্টেন); রু=রুহুল আমিন (স্কোয়াড্রন লিডার); মো.=মোস্তফা কামাল(সিপাহী); নু=নুর মোহাম্মদ শেখ (ল্যান্স নায়েক); র=মুন্সি আব্দুর রউফ(ল্যান্স নায়েক)।

বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন এর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেনঃ

মোজা

ব্যাখ্যাঃ মো=মোস্তফা কামাল(৮ এপ্রিল); জা=মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর)।

☞ ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের জন্মস্থানঃ

টেকনিক	ব্যাখ্যা
হামি-ঝিমাই	হামিদুর রহমান, ঝিনাইদহ
মহি-বারি	মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, বরিশাল
রউ-ফ	আব্দুর রউফ, ফরিদপুর
মতি-ন	মতিউর রহমান, নরসিংদী
নূর-নড়াই	নূর মোহাম্মদ শেখ, নড়াইল
রুহুল-নোয়ায়	রুহুল আমিন, নোয়াখালী
মোস্তফা-ভোলায়	মোস্তফা কামাল, ভোলা

☞ ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থলঃ

টেকনিক	হামিদুর রহমানের বুদ্ধি ও ব্যাখ্যা
মতি-হামির-বুদ্ধিতে	মতিউর রহমান এবং হামিদুর রহমান, বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, মিরপুর
রউফ কালুরঘাটে	আব্দুর রউফ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
মোস্ত-বড়-আখড়ায়	মোস্তফা কামাল,আখাউড়া, বি.বাড়িয়া
নূরের গোয়াল	নূর মোহাম্মদ শেখ, গোয়ালহাটি, যশোর
মহি সোনামসজিদ	মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রুহুল বঙ্গে নেই	রুহুল আমিন, বঙ্গোপসাগরে (কবর নেই)

☞ ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে জেল খানায় যাদের হত্যা করা হয়ঃ

কানতাম।

ব্যাখ্যাঃ কা=কামরুজ্জামান; ন=নজরুল ইসলাম; তা=তাজউদ্দিন আহমেদ; ম=মনসুর আলী।

☞ সুন্দরবন যে ৫টি জেলার সীমান্তে অবস্থিতঃ

সুন্দরবনের বাঘ সাতারে খুবই পটু

ব্যাখ্যাঃ বাঘ=বাগেরহাট; সাতারে=সাতক্ষীরা; খুব=খুলনা; বরগুনা; পটু=পটুয়াখালী।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)

☞ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহঃ

MBA IS BNP

ব্যাখ্যাঃ M-মালদ্বীপ; B-বাংলাদেশ; A-আফগানিস্তান; I-ইন্ডিয়া/ভারত; I-ইরান; S-শ্রীলঙ্কা; B-ভুটান; N-নেপাল; P-পাকিস্তান।

☞ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহঃ

ETV তে FILM দেখলে BCS হবে না।

ব্যাখ্যাঃ E(East)-পূর্ব তিমুর; T-থাইল্যান্ড; V-ভিয়েতনাম; F-ফিলিপাইন; I-ইন্দোনেশিয়া; L-লাওস; M-মালয়েশিয়া; B-ব্রুনাই; C-কম্বোডিয়া; S-সিঙ্গাপুর।

☞ দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহঃ

তাইওয়ানের জাম কোচি।

ব্যাখ্যাঃ তাইওয়ান; জা-জাপান; ম-মঙ্গোলিয়া; কো-কোরিয়া; চি-চীন।

অথবাঃ চীনতা কর মফিজ।

ব্যাখ্যাঃ চীন=চীন; তা=তাইওয়ান; ম=মঙ্গোলিয়া; ফি=ফিলিপাইন; জ=জাপান।

অথবাঃ তাজাকোচিফিম।

ব্যাখ্যাঃ তা=তাইওয়ান; জা=জাপান; কো=কোরিয়া(উত্তর, দক্ষিণ); চি=চীন; ফি=ফিলিপাইন; ম=মঙ্গোলিয়া।

☞ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহঃ

সুমি তুই আজ ওই বাম সিলিকা র কুলে।

ব্যাখ্যাঃ সু=সুদান/সৌদি আরব; মি=মিশর; তু=তুরস্ক/তিউনিসিয়া; ই=ইরাক/ইসরাইল; আ=আলজেরিয়া, আরব আমিরাত; জ=জর্ডান; ও=ওমান; ই=ইরান/ইয়েমেন; বা=বাহরাইন; ম=মরক্কো; সি=সিরিয়া; লি=লিবিয়া; কা=কাতার; কু=কুয়েত; লে=লেবানন।

অথবাঃ বাহ তুমি ৪ই কাকু জলে ফিসি।

ব্যাখ্যাঃ বাহ=বাহরাইন; তুমি=তুরস্ক, মিশর; ৪ই=ইরাক, ইরান, ইয়েমেন,ইসরাইল; কাকু=কাতার, কুয়েত; জলে=জর্ডান,লেবানন; ফিসি=ফিলিস্তিন, সিরিয়া।

☞ মধ্য এশিয়ার দেশসমূহঃ

উজবেকিস্তান আজ তুতা কাকির।

ব্যাখ্যাঃ উজবেকিস্তান; আজ-আজারবাইজান; তু-তুর্কমেনিস্তান; তা-তাজিকিস্তান; কা-কাজাখস্তান; কির-কিরগিজস্তান।

☞ উত্তর আমেরিকার দেশ-৩টিঃ

CUM- (C)-Canada; (U)-USA; (M)-Mexico

অথবাঃ কানা মামে।

ব্যাখ্যাঃ কানা-কানাডা; মা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; মে-মেক্সিকো।

☞ মধ্য আমেরিকার দেশ-৭টিঃ

বেগুনি এল পাকেহ।

ব্যাখ্যাঃ বে-বেলিজ; গু-গুয়েতেমালা; নি-নিকারাগুয়া; এল-এলসালভেদর; পা-পানামা; কে-কোস্টারিকা; হ-হন্ডুরাস।

অথবাঃ নিপা হন্ডুরাস থেকে কোবে গুয়েতে এল।

ব্যাখ্যাঃ নি-নিকারাগুয়া; পা-পানামা; হন্ডুরাস; কো-কোস্টারিকা; বে-বেলিজ; গুয়েতে-গুয়েতেমালা; এল-এলসালভেদর।

অথবাঃ এহ বেগুনি কোপা।

☞ দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহঃ

আপা ভেপে বাজিএ কচি কণ্ঠে বেসুরি গান গাউ।

ব্যাখ্যাঃ আ-আর্জেন্টিনা; পা-প্যারাগুয়ে; ভে-ভেনিজুয়েলা; পে-পেরু; বাজি-ব্রাজিল; এ-একুয়েডর; ক-কলম্বিয়া; চি-চিলি; বে-বলিভিয়া; সুরি-সুরিনাম; গা-গায়ানা; উ-উরুগুয়ে।

☞ ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহঃ

PUGA VE BCS দিবে BKP তে।

ব্যাখ্যাঃ P=পেরু; U=উরুগুয়ে; G=গায়ানা; A=আর্জেন্টিনা; V=ভেনিজুয়েলা; E=ইকুয়েডর; B=ব্রাজিল; C=চিলি; S=সুরিনাম; B=বলিভিয়া; K=কলম্বিয়া; P=প্যারাগুয়ে।

☞ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহঃ

আজ সারা বেলাই ঘুরব।

ব্যাখ্যাঃ আ-আর্মেনিয়া; জ-জর্জিয়া; সা-সাইপ্রাস; রা-রাশিয়া; বেলা-বেলারুশ; ই-ইউক্রেন।

☞ পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহঃ

ফ্রান্স থেকে একটি বেবি আনে দাও।

ব্যাখ্যাঃ ফ্রান্স; বে-বেলজিয়াম; বি-ব্রিটেন; আ-আয়ারল্যান্ড; নে-নেদারল্যান্ড।

☞ উত্তর ইউরোপের দেশসমূহঃ

ডেফি এলালি কে নিয়ে ভেতরে আসুন।

ব্যাখ্যাঃ ডে-ডেনমার্ক; ফি-ফিনল্যান্ড; এ-এস্তোনিয়া; লা-লাটভিয়া; লি-লিথুনিয়া; আ-আইসল্যান্ড; সু-সুইডেন; ন-নরওয়ে।

☞ মধ্য ইউরোপের দেশসমূহঃ

পোলি মজা করে হালুঅ ঘোল বার চেক করে খেতে সুরু করল।

ব্যাখ্যাঃ পো-পোল্যান্ড; লি-লিচেনস্টাইন; ম-মলদোভা; জা-জার্মানি; হা-হাঙ্গেরী; লু-লুক্সেমবার্গ; অ-অস্ট্রিয়া; স্লো-স্লোভাকিয়া; চেক-চেকপ্রজাতন্ত্র; সু-সুইজারল্যান্ড; রু-রুমানিয়া।

☞ উত্তর আফ্রিকার দেশ-৫টিঃ

সুমি আলিতি। অথবা: মিলি সুআতি।

ব্যাখ্যাঃ সু-সুদান; মি-মিশর; আ-আলজিরিয়া; লি-লিবিয়া; তি-তিউনেশিয়া।

☞ হর্ন অব আফ্রিকার দেশ-৪টিঃ

ইজি সোই।

ব্যাখ্যাঃ ই-ইথিওপিয়া; জি-জিবুতি; সো-সোমালিয়া; ই-ইরিত্রিয়া।

☞ ওশেনিয়া মহাদেশের ১৪টি রাষ্ট্র/দ্বীপঃ

ভাসা অফিস মানি নাকি? মাপা পাটুটো

ব্যাখ্যাঃ ভাসা=ভানুয়াতু, সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ; অফিস=অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ; মানি=মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড; নাকি=নাউরু, কিরিবাতি; মাপা=মাইক্রোনেশিয়া, পালাউ; পাটুটো=পাপুয়া নিউগিনি, ট্যুভালু, টোঙ্গা।

☞ মাইক্রোনেশিয়া রাষ্ট্র-৫টিঃ

মামা কে বাতি নাড়াইতেছে পালা

ব্যাখ্যাঃ মা-মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেশন; মা-মার্শালদ্বীপপুঞ্জ; কে-কিরিবাতি; নাড়াই-নাউরু; পালা-পালাউ।

অথবাঃ মামা কিনা কাটা করে পালাউ।

☞ মেলানেশিয়া রাষ্ট্র-৪টিঃ

পাপিয়া, সলোমান ও ভানু ফিজি গেল।

পাপিয়া-পাপুয়া নিউগিনি; সলোমান-সলোমান দ্বীপপুঞ্জ; ভানু-ভানুয়াতু; ফিজি-ফিজি।

অথবাঃ ভানু ফি ছাড়া ভেতরে যাওয়ার পাস পেয়েছে।

☞ পলিনেশিয়া রাষ্ট্র-৩টিঃ

STT

ব্যাখ্যাঃ (S)-সামোয়া; (T)-ট্যুভালু; (T)-টোঙ্গা।

অথবাঃ সামো টু টোঙ্গা।

☞ পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহঃ

বাহ কাকু ও ইরান ইরাক সংযুক্ত করে সৌদি যায়।

ব্যাখ্যাঃ বাহ=বাহরাইন; কা=কাতার; কু=কুয়েত; ও=ওমান; ইরান; ইরাক; সংযুক্ত=সংযুক্ত আরব আমিরাত; সৌদি=সৌদি আরব।

☞ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহঃ

মা, মামা ও মনি রসি পার হয়ে শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ মা=মাদাগাস্কার/মালাগাছি; মামা=মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া; মনি=মরিশাস, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ; রসি=রোবেন দ্বীপ, সিসেলিস; শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া।

☞ ভুমধ্যসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহঃ

ইতি, মিলি আফি তুই বলে আম স্লো স্পে গ্রী ফ্রা খাও।

ব্যাখ্যাঃ ইতি=ইতালি,তিউনিশিয়া; মিলি= মিশর, লিবিয়া; আফি=আলজেরিয়া,ফিলিস্তিন; তুই=তুরস্ক, ইসরাইল; বলে=বসনিয়া,লেবানন; আম=আলবেনিয়া,মরক্কো; স্লো=স্লোভেনিয়া; স্পে=স্পেন; গ্রী=গ্রীস; ফ্রা=ফ্রান্স।

☞ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জঃ

বাবা গ্রানাডার ত্রিডোর জামাটায় এ কি হাই থ্রি সেন্ট।

ব্যাখ্যাঃ বাবা=বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বার্বাডোজ; গ্রানাডা; ত্রি=ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো; ডো=ডোমিনিকান, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র; জামা=জ্যামাইকা; এ=এন্টিগুয়া ও বারমুডা; কি=কিউবা; হাই=হাইতি; থ্রি সেন্ট=সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস, সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডাইজ।

☞ আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহঃ

আই কাকু ও বসো।

ব্যাখ্যাঃ আ-আরব আমিরাত; ই-ইয়েমেন; কা-কাতার; কু-কুয়েত; ও-ওমান; ব-বাহরাইন; সো-সৌদি আরব।

☞ বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহঃ

(৩টি রাষ্ট্র): লিথু লাট বাল্টি নিয়ে আস্তে হাটে।

অথবাঃ এলালি। অথবাঃ ALL

(ক) (L)লিথুনিয়া (খ) (L)লাটভিয়া (গ) (A)এস্তোনিয়া।

☞ স্কান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ (৫টি)ঃ

আ সু ডে ফি ন।

অথবাঃ ফিডে আসুন।

(ক) আ=আইসল্যান্ড (খ) সু=সুইডেন (গ) ডে=ডেনমার্ক (ঘ) ফি=ফিনল্যান্ড (ঙ) ন=নরওয়ে।

অথবাঃ ডেফি ভেতরে আসুন।

☞ বলকান রাষ্ট্রসমূহ (১১টি)ঃ

সার্বিয়ার বুল-গ্রীসের আল-রুমা স্লো ক্রোয়ে বসে মেসিডো তে মন্টের সাথে হাঙ্গামা ধরে।

অথবাঃ রোমার বস সার্বিয়া ও গ্রিস থেকে আল বুল মেসি মন্টিকে ক্রয় করে স্লোভেনিয়ার হাঙ্গারে ফুটবল প্রাকটিস করালেন।

ব্যাখ্যাঃ ক) সার্বিয়া খ) বুলগেরিয়া গ) গ্রীস ঘ) আলবেনিয়া ঙ) রুমানিয়া চ) স্লোভেনিয়া ছ) ক্রোয়েশিয়া জ) বসনিয়া- হার্জেগোবিনা ঝ) মেসিডোনিয়া ঞ)মন্টেনিগ্রো ট) হাঙ্গেরী ।

☞ ইন্দোচীন বলয়ের দেশঃ

লাকভি।

ব্যাখ্যাঃ লা-লাওস; ক-কম্বোডিয়া; ভি-ভিয়েতনাম।

☞ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের দেশসমূহঃ

মা থালা তে ভাত দাও। অথবাঃ মা থালা আনো।

ব্যাখ্যাঃ মায়ানমার; থাইল্যান্ড; লাওস।

☞ গোল্ডেন ক্রিসেন্ট এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহঃ

আই পাকিস্তান যাই। অথবাঃ আপাই।

ব্যাখ্যাঃ আ-আফগানিস্তান; ই-ইরান; পাকিস্তান।

☞ গোল্ডেন ওয়েজ এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহঃ

বাংলা চোরের ভাত নেই।

ব্যাখ্যাঃ বাংলা-বাংলাদেশ; ভাত-ভারত; নে-নেপাল।

☞ পৃথিবির ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র ২টিঃ

দই।

ব্যাখ্যাঃ দ-দক্ষিণ আফ্রিকা; ই-ইতালি।

☞ Four Tigers এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহঃ

সিতা কোহ।

ব্যাখ্যাঃ সি-সিঙ্গাপুর; তা-তাইওয়ান; কো-কোরিয়া (দক্ষিণ); হ-হংকং।

অথবাঃ সিতাদহ। দ=দক্ষিণ কোরিয়া।

☞ Three Tigers এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহঃ

ইজাজা।

ব্যাখ্যাঃ ই-ইতালি; জা-জার্মানি; জা-জাপান।

☞ Super Seven এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহঃ

থাইমা সিতা কোহ।

ব্যাখ্যাঃ থা-থাইল্যান্ড; ই-ইন্দোনেশিয়া; মা-মালয়েশিয়া; সি-সিঙ্গাপুর; তা-তাইওয়ান; কো-কোরিয়া (দক্ষিণ); হ-হংকং।

☞ East Asian Miracle এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহঃ

জাপান সিতাদহ থামাই।

ব্যাখ্যাঃ জাপান; সিতাদহ=সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং; থামাই=থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া,ইন্দোনেশিয়া।

☞ ভারতে ৭টি রাজ্য (সেভেন সিস্টারস)ঃ

আমেনা, অ ত্রিমিম (ধরুন আমেনা এবং মিম মেয়েদের নাম)।

অথবাঃ আমিত্রিমেঅনাম।

আ= আসাম; মি=মিজোরাম; ত্রি= ত্রিপুরা; মে= মেঘালয়; অ= অরুণাচল; না= নাগাল্যান্ড।

অথবাঃ অরুণাচলে মেঘ আসায় মণি মিজোরামের ত্রি- নাগাল পেল না।

ক) অরুণাচল খ) মেগালয় গ) আসাম ঘ) মণিপুর ঙ) মিজোরাম চ) ত্রিপুরা ছ) নাগাল্যান্ড।

অথবাঃ আমি মেম সাহেব না অতি সাধারণ একটি মেয়ে।

বি.দ্র. ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে সেভেন সিস্টারস বলে।

☞ সেভেন সিস্টারস রাজ্য ও রাজধানীঃ

ত্রি আগরের মেঘ শিলং
না কোহিমা মিজাইজল
আসাদিসপুর মনিইম্ফল
অরুণা-ইন্দিরাই সেভেন সিস্টারস।

ব্যাখ্যাঃ ত্রি আগর: ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা, মেঘশিলং: মেঘালয়ের রাজধানী শিলং, না কোহিমা: নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা, মিজাইজল: মিজোরামের রাজধানী আইজল, আসাদিসপুর: আসামের রাজধানী দিসপুর, মনিইম্ফল: মনিপুরের রাজধানী ইম্ফল, অরুনা-ইন্দিরা: অরুনাচলের রাজধানী ইন্দিরাগিরি।

☞ বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যগুলো অবস্থিতঃ

আমিত্রিমেপ।

ব্যাখ্যাঃ আ= আসাম; মি= মিজোরাম; ত্রি= ত্রিপুরা; মে= মেঘালয়; প= পশ্চিমবঙ্গ।

☞ এশিয়া মহাদেশের যে দেশগুলোতে কোন সমুদ্রবন্দর নেইঃ

ভুলা মনে পাকিস্তান ব্যতিত ৬ স্তানে যাও।

ব্যাখ্যাঃ ভু-ভুটান; লা-লাওস; ম-মঙ্গোলিয়া; নে-নেপাল; ৬স্তান-আফগানিস্তান; কাজাকিস্তান; কিরগিজস্তান; উজবেকিস্তান; তাজিকিস্তান; তুর্কমেনিস্তান।

☞ যে দেশগুলোতে সমুদ্রবন্দর নেইঃ

লিউনেল মেসি শ্লো বছর বয়সে বাপ মা ভাই বুন কে হারিয়ে জীবনে অনেক সোমস্যা অতিক্রম করেছে।

ব্যাখ্যাঃ লি-লিচেনস্টাইন; উ-উগান্ডা; নে-নেপাল; মেসি-মেসিডোনিয়া; শ্লো-শ্লোভাকিয়া; বা-বারকিনা ফাসো; প-প্যারাগুয়ে; মা-মালি; ভা-ভ্যাটিকান; ই-ইথিওপিয়া; বু-বুরুন্ডি; ন-নাইজার; হা-হাঙ্গেরী; রি-রুয়ান্ডা; এ-এন্ডারা; জি-জিম্বাবুয়ে; ব-বলিভিয়া; অ-অস্ট্রিয়া; নে-নেপাল; ক-কসোভো; সো-সোয়াজিল্যান্ড; ম-মঙ্গোলিয়া; স্যা-স্যানমেরিনো।

☞ যে সব দেশের নাম এবং রাজধানীর নাম একইঃ

মোসা এবং সিভা ঢাকায় গিয়ে মেজিক দেখে পাগলু হয়ে গেল।

ব্যাখ্যাঃ মো-মোনাকো; সা-সানমেরিনো; সি-সিঙ্গাপুর; ভা-ভ্যাটিকান; মে-মেক্সিকো; জি-জিবুতি; ক-কুয়েত; পা-পানামা; গ-গুয়েতমালা; লু-লুক্সেমবার্গ।

☞ যে সব দেশের মুদ্রার নাম ফ্রাঙ্কঃ

গ্যামো এর মধ্যে গিনি ও সুমা আসেনা চাঁবুক এর ভয়ে।

গ্যাবন, মোনাকো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (বর্তমানে ইউরো), গিনি ও নিরিক্ষীয় গিনি, সুইজারল্যান্ড, মালাগাছি, আইভোরিকোস্ট, সেনেগাল, নাইজার, চাঁদ, বুরুন্ডি, কঙ্গো।

অথবা সুত্রঃ-গ্যামো মরুতে সুমা আসেনা চাবুকের ভয়ে।

ব্যাখ্যাঃ গ্যা= গ্যাবোন; মো= মোনাকো; ম= মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র; সু= সুইজারল্যান্ড; মা= মালাগাছি; আ= আইভোরিকোস্ট; সে= সেনেগাল; না= নাইজার; চা= চাঁদ; বু= বুরুন্ডি; ক= কঙ্গো; এছাড়াও বেনিন, ক্যামেরুন ও টোঙ্গা।

অথবাঃ সুআগি, গাজি, রুমা এবং সেবুক্যা কবে থেকে নাটোক করে।

ব্যাখ্যাঃ সু-সুইজারল্যান্ড; আ-আইভরিকোস্ট; গি-গিনি; গা-গ্যাবন; জি-জিবুতি; রু-রুয়ান্ডা; মা-মালি; সে-সেনেগাল; বু-বুরুন্ডি; ক্যা-ক্যামেরন; ক-কমোরোস; বে-বেনিন; না-নাইজার; টো-টোগো; ক-কঙ্গো।

☞ যে সব দেশের মুদ্রার নাম ডলারঃ

গনি মাজির জামাই বাবা HSC পাশ করে থ্রি সেন্ট মেখে BBA পড়তে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে লাইব্রেরিতে গেল।

ব্যাখ্যাঃ গ=গায়ানা; নি=নিউজিল্যান্ড; মা=মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; জি=জিম্বাবুয়ে; জামাই=জ্যামাইকা; বাবা=বারবাডোস, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ; H=হংকং; S=সিঙ্গাপুর; C=কানাডা; থ্রি সেন্ট=সেন্ট কিটস; সেন্টলুসিয়া; সেন্টভিসেন্ট; B=বেলিজ; B=ব্রুনাই; A=এন্টিগুয়া ও বারমুডা; অস্ট্রেলিয়া=অস্ট্রেলিয়া; পূর্বে=পূর্ব তিমুর; লাইব্রেরি=লাইবেরিয়া; গেল=গ্রানাডা।

অথবাঃ অষ্ট্রেলিয়া লাইব্রেরীর বারান্দায় ডলার দিয়ে বেসি গাজা কি-না খায় পূর্ব ও নিউ এন্টিগুয়ার কানা মাজি সেন্টু লুভি, তাই ফিজির পুর্টো মার্শাল সলেমান টু/ত্রি মাইক্রো গ্রেনেড ডোমেনিকা বানাইয়া বাহামা পালাই।

ব্যাখ্যাঃ অস্ট্রেলিয়া, লাইবেরিয়া, বারবাডোস, বেলিজ, সিঙ্গাপুর, গায়ানা, জ্যামাইকা, কিরিবাতি, নাউরু, পূর্ব তিমুর, নিউজিল্যান্ড, এন্টিগুয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জিম্বাবুয়ে, সেন্টকিটস, সেন্টলুসিয়া, সেন্টভিসেন্ট, তাইওয়ান, ফিজি, পুর্টোনিকা, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, সলেমান দ্বীপপুঞ্জ, টুভ্যালু, ত্রিনিদাদ, মাইক্রোনেশিয়া, গ্রানাডা, ডোমেনিকা, ব্রুনাই, বাহামা, পালাউ।

অথবা সুত্রঃ-বেসি গাজা খায় পুর্ব নিউ এন্টিগুয়ার কানা মাজিরা।

ব্যাখ্যাঃ বে= বেলিজ; সি= সিঙ্গাপুর; গা= গায়ানা; জা= জ্যামাইকা; পুর্ব= পূর্ব তিমুর; নিউ= নিউজিল্যান্ড; এন্টিগুয়া= এন্টিগুয়া ও বারমুডা; কানা= কানাডা;মা= মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; জি= জিম্বাবুয়ে।

অথবাঃ মা বাবা কে একা করে জিব্রু-সোমা, টুসি-নিপা ও সেযুনা লাকি কে নিয়ে ত্রিস দিন পূর্বে পালিয়ে গেলে অবশেষে **ফিরে** এলে পিতামাতা **অডেগ্রাসে** বলেন, তোমাদের জন্য ঘরে কোন **জাইগা নাই**।

ব্যাখ্যাঃ মা-মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ; বা-বার্বাডোস; বা-বাহামাস; এ-এলসালভেদর; কা-কানাডা; জি-জিম্বাবুয়ে; ব্রু-ব্রুনাই; সো-সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ; মা-মাইক্রোনেশিয়া; টু-ট্যুভ্যালু; সি-সিঙ্গাপুর; নি-নিউজিল্যান্ড; পা-পালাউ; সে-সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস; যু-যুক্তরাষ্ট্র; না-নাউরু; লা-লাইবেরিয়া; কি-কিরিবাতি; ত্রি-ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো; স-সুরিনাম; পূ-পূর্বতিমুর; বে-বেলিজ; ফি-ফিজি; সে-সেন্ট লুসিয়া; অ-অস্ট্রেলিয়া; ডো-ডোমিনিকা; গ্রা-গ্রানাডা; সে-সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্যা গ্রানাইডস; জা-জ্যামাইকা; ই-ইকুয়েডর; গা-গায়ানা; না-নামিবিয়া; ই-ইন্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা।

☞ এশিয়ার যে সব দেশের মুদ্রার নাম ডলারঃ

পূর্ব এশিয়ার ব্রুনাতাই, ডলার আনাতে সিঙ্গাপুর যায়।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব তিমুর, ব্রুনাই, তাইওয়ান,সিঙ্গাপুর।

☞ যে সব দেশের মুদ্রার নাম দিনারঃ

বাহ! কুলি বস-তিউ আল ইরাকে জর্ডা মেসিয়ে দিনার পায়।

ব্যাখ্যাঃ বা= বাহরাঈন; কু= কুয়েত; লি= লিবিয়া; বস= বসনিয়া; তিউ= তিউনেশিয়া; আল= আলজেরিয়া; ইরাকে= ইরাক; জর্ডা= জর্ডান; মেসি= মেসিডোনিয়া।

অথবাঃ মেজবা তিসা কে বলল নদীর কুলি আই কথা আছে।

ব্যাখ্যা: মে-মেসিডোনিয়া; জ-জর্ডান; বা-বাহরাইন; তি-তিউনিশিয়া; সা-সার্বিয়া; কু-কুয়েত; লি-লিবিয়া; আ-আলজেরিয়া; ই-ইরাক।

☞ যে সব দেশের মুদ্রার নাম পেসোঃ

আর্জেন্ট কলে কিউবান উরুর আন্ডার মেক্সি পিষে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, কিউবা, উরুগুয়ে, অ্যান্ডোরা, মেক্সিকো, ফিলিপাইন, চিলি।

অথবা সুত্রঃ মেক অ্যা ফিউ চিকিন ফ্রেন্ডস।

ব্যাখ্যাঃ মে= মেক্সিকো; ক= কলম্বিয়া; আ= আর্জেটিনা; ফি= ফিলিপাইন; উ=উরুগুয়ে চি= চিলি; কি= কিউবা।

অথবাঃ কিউবা তে খেলতে গিয়ে মেচি ফিকআ হয়ে গেল।

ব্যাখ্যাঃ কি-কিউবা; উ-উরুগুয়ে; বা-বলিভিয়া; মে-মেক্সিকো; চি-চিলি; ফি-ফিলিপাইন; ক-কলম্বিয়া; আ-আর্জেন্টিনা।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম ক্রোনারঃ**

ক্রোনার আস্তো আইস-সুই-ডেন আসলাম চেকে খায়।

ব্যাখ্যাঃ এস্তোনিয়া, আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, চেকপ্রজাতন্ত্র।

অথবা সুত্রঃ "আই নর সুইডেন"।

আই= আইসল্যান্ড; নর= নরওয়ে; সুই= সুইডেন; ডেন= ডেনমার্ক।

অথবাঃ ভেতরে আসুন। আ-আইসল্যান্ড; সু-সুইডেন; ন-নরওয়ে।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম রিয়ালঃ**

ওমা! ইয়েমেন দেখছি রিয়েলি ইরানের কাতা-কম্বল নিয়ে সৌদি যায়।

ব্যাখ্যাঃ ওমান, ইয়েমেন, ইরান, কাতার, কম্বোডিয়া, সৌদি আরব।

অথবাঃ ওই বাকাআ কই।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম দিরহামঃ**

সঙ্গে দিরহাম নিয়ে পশ্চিমের সাহারা বানু মরক্কো যায়।

ব্যাখ্যাঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত, পশ্চিম সাহারা, মরক্কো।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম রুপিঃ**

রুপির ভারিতে শ্রী নে পা সিচে মরে।

ব্যাখ্যাঃ ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, সিসেলিস, মরিশাস।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম শিলিংঃ**

শিলিং দিয়ে সোমতান উগান্ডা কেনিয়া খায়।

ব্যাখ্যাঃ সোমালিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম পাউন্ডঃ**

সুদানের লেবাররা সিরিয়াস পাউডার মিশায়।

ব্যাখ্যাঃ সুদান, লেবানন, সিরিয়া, মিশর।

অথবা সূত্রঃ সুমি ইংল্যান্ড না গিয়ে সিরিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ সু= সদান; মি= মিসর; ইংল্যান্ড= ইংল্যান্ড; সিরিয়া= সিরিয়া; লেবানন= লেবানন।

অথবাঃ SMS যুলে।

ব্যাখ্যাঃ (S)-সিরিয়া; (M)-মিশর; (S)-সুদান; যু-যুক্তরাজ্য; লে-লেবানন।

☞ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম ইউরোঃ**

এক স্লো অফা ও গিসা মোনে ভাল বেসে আমাই আম, স্লো সাপ, ফিজা দিল।

ব্যাখ্যাঃ এ-এস্লোনিয়া; ক-কসোভো; স্লো-স্লোভাকিয়া; অ-অস্ট্রিয়া; ফা-ফ্রান্স; গি-গ্রিস; সা-সাইপ্রাস; মো-মোনাকো; নে-নেদারল্যান্ড; ভা-ভ্যাটিকান; ল-লুক্সেমবার্গ; বে-বেলজিয়াম; সে-স্পেন; আ-আয়ারল্যান্ড; মা-মাল্টা; ই-ইতালি; আ-অ্যান্ডোরা; ম-মন্টিনিগ্রো; স্লো-স্লোভেনিয়া; সা-সাইপ্রাস; প-পর্তুগাল; ফি-ফিনল্যান্ড; জা-জার্মানি।

অথবাঃ জার্মানির গ্রীপ অষ্ট্রিফিন ইউরোর লোভে হল্যান্ডের আলু বেল দিয়ে স্পেনে ফ্রাই বানায়।
জার্মানি, গ্রীস, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড(নেদারল্যান্ড), আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি।

অথবা সূত্রঃ স্পেনে আলু আনিতে জাইবে ফ্রান্সের গ্রিপ অস্টিফিন মন্টিসামা।

ব্যাখ্যাঃ স্পে= স্পেন; নে= নেদারল্যান্ড; আ= আয়ারল্যান্ড; লু= লুক্সেমবার্গ; জা= জার্মানি; ই= ইতালি; বে= বেলজিয়াম; মন্টি= মন্টিনিগ্রো; সা= সাইপ্রাস; মা= মাল্টা; ফ্রান্সের= ফ্রান্স; গ্রি= গ্রিস; প= পর্তুগাল; অস্ট্রি= অস্ট্রিয়া; ফিন= ফিনল্যান্ড।

☞ যে সব দেশের আইন সভার নাম পার্লামেন্টঃ

কুয়েতের পার্লামেন্টে শ্রী ইন্দো অ কা যু ভাই সিঙ্গারা কোথাই।

ব্যাখ্যাঃ কুয়েত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইরাক, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, কঙ্গো, থাইল্যান্ড।

অথবা সূত্রঃ ইসিকা রাফি যুইর কথা কুশ্রী।

ব্যাখ্যাঃ ই= ইরাক; সি= সিঙ্গাপুর; কা= কানাডা; রা= রাশিয়া; ফি= ফিজি/ফিলিপাইন; যু= যুক্তরাজ্য; ই= ইন্দোনেশিয়া; ক= কঙ্গো; থা= থাইল্যান্ড; কু= কুয়েত; শ্রী= শ্রীলংকা।

অথবা সূত্রঃ পার্লামেন্ট ডাকে UK , কানাডা; কম, কঙ্গো, কাজায় মিশর, মালয়, ভারত, ভুটান/ সিঙ্গা, শ্রীলং, গ্রানায়।

অথবা সূত্রঃ আমি ইডে মা বাবা ভাবি কাকা ও নানাদের জন্য জামা কাপড় ও বই এবং একটি সুন্দর মোবাইল কিনলাম।

ব্যাখ্যাঃ আ-আলজেরিয়া; মি-মিশর; ই-ইতালি; ডে-ডেনমার্ক; মা-মালয়েশিয়া; বাবা-বার্বাডোজ; ভা-ভারত; বি-ব্রিটেন; কা-কানাডা; কা-কাজাখস্তান; না-নাউরু; না-নামিবিয়া; জা-জার্মানি; মা-মাদাগাস্কার; ব-বতসোয়ানা; ই-ইথিওপিয়া; সু-সুয়াজিল্যান্ড; ন-নাউরু; দ-দক্ষিণ আফ্রিকা; র-রুয়ান্ডা; মো-মরক্কো; বা-বাহামাস দ্বীপপুঞ্জ; ই-এন্টিগুয়া এন্ড বারমুডা; ল-লেসেথো।

অথবাঃ আকাবা এর গ্রাম থেকে আনা জামা, সেন্ট, ফ্রাই কই?

অথবাঃ অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে শ্রী যুক্ত ইন্দো এবং কুয়েতের কানা রাজা ভারতের সিঙ্গারা খায়(থাই)।

☞ যে সব দেশের আইন সভার নাম কংগ্রেসঃ

ব্রাজিল কংগ্রেসকে যুক্তরাষ্ট্রের কলম বলিয়া চীনে চলিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, লিবিয়া, চীন, নেপাল, চিলি।

অথবা সূত্রঃ যুনে চীন ও ব্রাজিলে যাব।

ব্যাখ্যাঃ যু= যুক্তরাষ্ট্র; নে= নেপাল; চীন= চীন; ব্রাজিল।

অথবাঃ কলি BBA পড়তে নেপাল থেকে চীনে চলিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ ক= কলম্বিয়া; লি= লিবিয়া; B=বলিভিয়া; B= ব্রাজিল;A= আমেরিকা; নেপাল= নেপাল; চীনে= চীন; চলিয়া= চিলি।

☞ যে সব দেশের আইন সভার নাম ন্যাশনাল কংগ্রেসঃ

বাহ বই টি নিয়ে চিল পালিয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ বা-ব্রাজিল; হ-হন্ডুরাস; ব-বলিভিয়া; ই-ইকুয়েডর; চিল-চিলি; পালিয়েছে-পালাউ।

☞ যে সব দেশের আইন সভার নাম মজলিসঃ

সৌদির মালা-মাল এখন ইরানের মজলিশে।

ব্যাখ্যাঃ সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, ইরান।

অথবা সূত্রঃ "মাইমা সৌদি যায়"।

ব্যাখ্যাঃ মা= মালয়েশিয়া;ই= ইরান; মা= মালদ্বীপ; সৌদি= সৌদি আরব।

☞ যে সব দেশের আইন সভার নাম 'সুপ্রিম কাউন্সিল'ঃ

কি যুই।

ব্যাখ্যাঃ কি-কিরগিস্তান; যু-যুক্তরাজ্য; ই-ইউক্রেন।

☞ যে সব দেশের আইন সভার নাম ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিঃ

বেনিনে বুল হা কে।

ব্যাখ্যাঃ বেনিন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, কেনিয়া।

☞ যে সব দেশের আইনসভার নাম 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিঃ

এশিয়া মহাদেশঃ আপু, দলা বাভি আজ কুথাই।

ব্যাখ্যাঃ আ-আজারবাইজান; পু-পূর্বতিমুর; দ-দক্ষিণ কোরিয়া; লা-লাওস; বা-বাহরাইন; ভি-ভিয়েতনাম; আ-আজারবাইজান; জ-জিম্বাবুয়ে; কু-কুয়েত; থাই-থাইল্যান্ড।

আমেরিকা মহাদেশঃ আসুহাই গা পানিতে ভেসে গেছে।

ব্যাখ্যাঃ আ-আর্মেনিয়া; সু-সুরিনাম; হাই-হাইতি; গা-গায়ানা; ভে-ভেনিজুয়েলা; সে-সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশঃ পাপুয়া নিউগিনি।

ইউরোপ মহাদেশঃ আহা, বেবু সাপো।

ব্যাখ্যাঃ আ-অ্যান্ডোরা; হা-হাঙ্গেরী; বে-বেলারুশ; বু-বুলগেরিয়া; সা-সার্বিয়া; পো-পোল্যান্ড।

☞ দেশ ও পার্লামেন্টঃ

আমি জাই সুদা ডানে।

ব্যাখ্যাঃ আফগানিস্তান= সুরা; মিশর= দারুল আওয়াম; জাপান= ডায়েট; ইসরাইল= নেসেট।

☞ যে সব দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'সিনেট' এবং নিম্ন কক্ষের নাম 'হাউজ অব দ্যা রিপ্রেজেনটেটিভস'ঃ

এশিয়া মহাদেশঃ থাইমা ফিলিপাইন যাবে।

ব্যাখ্যাঃ থাই-থাইল্যান্ড; মা-মালয়েশিয়া; ফিলিপাইন।

ইউরোপ মহাদেশঃ নেদারল্যান্ডস।

আফ্রিকা মহাদেশঃ লাইব্রেরিতে বই নাই।

ব্যাখ্যাঃ লাইব্রেরি-লাইবেরিয়া; নাই-নাইজেরিয়া।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশঃ অফি

ব্যাখ্যাঃ অ-অস্ট্রেলিয়া; ফি-ফিজি।

আমেরিকা মহাদেশঃ যুতির জন্য কবে জাইগা নাই।

ব্যাখ্যাঃ যু-যুক্তরাষ্ট্র; তি-ত্রিনিদাদ ও টোকাগো; ক-কলম্বিয়া; বে-বেলিজ; জা-জ্যামাইকা; ই-এন্টিগুয়া ও বারমুডা; গা-গ্রানাডা।

☞ যে সব দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'সিনেট' এবং নিম্ন কক্ষের নাম 'হাউজ অব অ্যাসেম্বলীঃ

জি বাবা, সোয়া বাসে।

ব্যাখ্যাঃ জি-জিম্বাবুয়ে; বাবা-বার্বাডোজ; সোয়া-সোয়াজিল্যান্ড; বা-বাহামাস; সে-সেন্টলুসিয়া।

☞ যে সব দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'ন্যাশনাল কাউন্সিল' এবং নিম্ন কক্ষের নাম 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীঃ

সোনার ভুট।

ব্যাখ্যাঃ সো-স্লোভেনিয়া; না-নামিবিয়া; ভুট-ভুটান।

☞ যে সব দেশের আইনসভার নাম ফেডারেল অ্যাসেম্বলিঃ

অসুরা।

ব্যাখ্যাঃ অ-অস্ট্রিয়া; সু-সুইজারল্যান্ড; রা-রাশিয়া।

☞ বিভিন্ন দেশের আইনসভাঃ

পোল্যান্ড এর সীম, স্পেনের ক্রোটমাছ(ক্রোটস), সুইডেনের ড্যাগে (রিকসড্যাগ) পাক করে, ফ্রান্সের চেম্বারে নিয়ে ডেনমার্কে ফ্যাকেটিং(ফোকেটিং) করে পাঠানোর আগে নরওয়েতে সরটিং (স্টরটিং) দিয়ে জার্মানীতে রেখে(রাইখস্ট্যাগ), রাশিয়ার ডুমা বা ইসরাইলের নেসেটে বসে খেলে, জাপানীদের ডায়েট ভাল হয়।

☞ যে সব দেশের সংবিধান অলিখিতঃ

ESPN

ব্যাখ্যাঃ (E)-ইংল্যান্ড; (S)-সৌদি আরব; (P)স্পেন; (N)নিউজিল্যান্ড।

☞ দেশ ও জাতীয় প্রতীকঃ

আফগানিস্তানের ত্রিশপরির যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণদন্ড চুরি করে ভারতের সিংহ দরজা পর্যন্ত পৌছালে, পাকিস্তান তাদেরকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে রাশিয়া ও স্পেনের দুইমাথাযুক্ত ঈগলে চড়িয়ে আয়ারল্যান্ডের ত্রিপত্র ও চীনের সিসাম গাছ এবং জাপানের ক্রিসেন থিয়াম দেখতে পাঠালো।

ব্যাখ্যাঃ আফগানিস্তান= ত্রিশপরি; যুক্তরাষ্ট্র= স্বর্ণদন্ড; ভারত= সিংহ দরজা; পাকিস্তান= অর্ধচন্দ্র; রাশিয়া= দুইমাথাযুক্ত ঈগল; স্পেন= ঈগল; আয়ারল্যান্ড= ত্রিপত্র গাছ; চীন= সিসাম গাছ; জাপান= ক্রিসেন থিয়াম।

ওদিকে মিশর ও ডেনমার্কের সমুদ্র সৈকত দেখে জার্মানী চোখে শস্য ফুল দেখছে এবং বাংলাদেশের সাদা শাপলা দেখে ইরান ও যুক্তরাজ্য গোলাপ লাগিয়েছে। এ অবস্থা দেখে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ইতালি ও কানাডার শ্বেত পদ্মে লাফ দিয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ মিশর ও ডেনমার্ক= সমুদ্র সৈকত; জার্মানী= শস্যফুল; বাংলাদেশ= সাদা শাপলা; ইরান ও যুক্তরাজ্য= গোলাপ; অস্ট্রেলিয়া= ক্যাঙ্গারু; ইতালি ও কানাডা= শ্বেত পদ্ম।

☞ যেসব দেশের জাতীয় প্রতীক ঈগলঃ

ঈগল দেখে চেক প্রজাতন্ত্রের যুই ও মিনারা মজা পেয়ে অঘা পোলা মেসিকেই ফিল করে।

ব্যাখ্যাঃ যুই= যুক্তরাষ্ট্র,ইরাক; মিনারা=মিসর,নাইজেরিয়া, রাশিয়া; মজা=মন্টিনিগ্রো, জার্মানি; স্পেন; অঘা=অস্ট্রিয়া, ঘানা। পোলা=পোল্যান্ড; মেসিকেই=মেক্সিকো, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া।

☞ জলপ্রপাত টেকনিকঃ

ভেনিজুয়েলার অ্যাঞ্জেল- মিস্টার যু-কা নায়াগ্রা নিউ সুদারল্যান্ডে ব্রাজিগুয়া দেখতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তুগেলাকে ভুলে জিম্বাবুয়ের ভিক্টোরিয়ার কাছে গেল।

ব্যাখ্যাঃ ভেনিজুয়েলাতে-অ্যাঞ্জেল; যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে- নায়াগ্রা; নিউজিল্যান্ডে-সুদান; ব্রাজিলে- গুয়ারিয়া; দক্ষিণ আফ্রিকায়- তুগেলা; জিম্বাবুয়েতে- ভিক্টোরিয়া।

☞ পর্বতমালাঃ

এশিয়ার হিমালয়ে আফ্রিকার ক্যামেরায় ইউরোপের কাছে অল্প মনে হওয়ায় উত্তর আমেরিকা আলাস্কায় বসে দক্ষিণে আন্দাজ করে বলল অস্ট্রেলিয়াই গ্রেট।

ব্যাখ্যাঃ এশিয়া- হিমালয়; আফ্রিকা- ক্যামেরুন; ইউরোপ- আল্পস; উত্তর আমেরিকা- আলাস্কা; দক্ষিণ আমেরিকা- আন্দিজ; অস্ট্রেলিয়া- গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ।

☞ মরুভূমিঃ

উত্তর আফ্রিকার সাহারা ভারত ও পাকিস্তানের ভয়ে থর থর কাঁপতে কাঁপতে মধ্য এশিয়ার (মঙ্গোলিয়া) গোবি ও সৌদি আরবের রুবালখালি পার হয়ে চীনের তাকলামাকান পৌছায়ে দেখলো, দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি, উত্তর আফ্রিকার মিস নুরিয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাখ্যাঃ উত্তর আফ্রিকার- সাহারা; ভারত ও পাকিস্তানের- থর; মধ্য এশিয়ার (মঙ্গোলিয়া)- গোবি; সৌদি আরবের- রুবালখালি; চীনে- তাকলামাকান; দক্ষিণ আফ্রিকার- কালাহারি; উত্তর আফ্রিকার- নুরিয়ানে।

অথবা সূত্রঃআফ্রিকার সাহারা ভারত ও পাকিস্তানের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে এবং এশিয়ার গোবি চীনের তাকলামাকানে হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি পৌছেছে।

আফ্রিকা= সাহারা; ভারত ও পাকিস্তান= থর; চীন= তাকলামাকান; দক্ষিণ আফ্রিকা= কালাহারি।

☞ আগ্নেয়গিরি (গুয়েতেমালার আগ্নেয়গিরিঃ

আতিক, তাজমুল সান্তাকে এ্যাকাটেনে গুয়েতমালার ফুয়েগো নিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ আতিতলাম, তাজমুলকো, সান্তামেরিয়া, এ্যাকাটেনাঙ্গে, ফুয়েগো।

☞ বিমান সংস্থাঃ

স্পেনের ইবিরিয়া জার্মানির লুফথানসা ব্রাজিলের ব্যারিজ ভাঙ্গার জন্য রাশিয়ার এরোফ্লোটে চড়ে ইন্দোনেশিয়ার গারুদা পার হয়ে পানামার কোপায় পৌছেছে।

অথবাঃ স্পেনের ইবিরিয়ায় চড়ে জার্মানির লুফথানসা পানামার কোপায় পৌছেছে। রাশিয়ার এরোফ্লোটে ও ইন্দোনেশিয়ার গারুদা ফিনল্যান্ডের ফিন এয়ারে রওয়ানা হয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ স্পেন= ইবিরিয়া; জার্মানি= লুফথানসা; পানামা= কোপা; রাশিয়া= এরোফ্লেট; ইন্দোনেশিয়া= গারুদা; ফিনল্যান্ড= ফিন এয়ার।

☞ লন্ডন থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রঃ

লন্ডনের ডেইলি মিররের ইকোনমিস্ট গার্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্ট ম্যান টাইমস সানডে টাইমস ইউরোমানি দিয়ে ক্রয়ের জন্য টেলিগ্রাফ করলেন।

ব্যাখ্যাঃ ১. ডেইলি মিরর; ২. ইকোনমিস্ট; ৩. গার্ডিয়ান; ৪. ইনডিপেন্ডেন্ট; ৫. ম্যান টাইমস; ৬. সানডে টাইমস; ৭. ইউরোমানি; ৮. টেলিগ্রাফ।

☞ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রঃ

নিউইয়র্ক টাইমস এর হেরাল্ড ট্রিবিউন টাইম মত ডেইলি নিউজ না পড়ে নিউজ উইক পড়েন।

অথবা ঃ নিউইয়র্কের হেরাল্ড টাইমমত ডেইলি নিউজ পড়েন।

১. নিউইয়র্ক টাইম; ২. হেরাল্ড ট্রিবিউন; ৩. টাইম; ৪. ডেইলি নিউজ; ৫. নিউজ উইক।

☞ হংক থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রঃ

হংকং এর এশিয়ান ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের পিপলসরা ডেইলি এশিয়া উইক ফার ইস্টার্ণ - ইকোনমিক রিভিউ করে।

☞ মিশ্র টেকনিকঃ

ভারতের হিন্দুস্তান টাইমসের ও স্টেটম্যান মিশরের ডেইলি আকবর ও আল জুমহারিয়ার সাথে ম্যানিলা বুলেটিন শেষে ডেইলি ফ্রান্স সয়েরের থাইবাথে গোসল সারলেন যা মিশরের কায়রোতে আল- হরম এবং পাকিস্তানের দ্য নেশনে ডেইলি জং ডন হয়ে থাকবে।

ব্যাখ্যাঃ ভারত= হিন্দুস্তান টাইমস, স্টেটম্যান; মিশর= ডেইলি আকবর, আল জুমহরিয়া; ফিলিপাইন= ম্যানিলা বুলেটিন; ফ্রান্স= ডেইলি ফ্রান্স সয়ের; থাইল্যান্ড= থাইবাথ; মিশরের কায়রো= আল হারম; পাকিস্তান= দ্যা নেশন, জং, ডন।

অথবাঃ UK র বুশ হাউজ থেকে রয়টার্স এবং USA এর AP ও CNN থেকে চীনের সিনহুয়া সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানায় ফ্রান্সের AFP এবং ফিলিস্তিনের ওয়াফা। অন্যদিকে মিশরের মেনা এবং ভারতের পিটিআই থেকে ট্রেনিং নিয়ে ইন্দো আনতারা প্লেনে চড়ে ইন্টার রাশিয়ার তাস খেলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতাটি কাতারের আল জাজিরা টিভি প্রচার করে।

দেশ	সংবাদ সংস্থা	দেশ	সংবাদ সংস্থা
UK	রয়টার্স	USA	AP, CNN
চীন	সিনহুয়া	ফ্রান্স	AFP
ফিলিস্তিন	ওয়াফা	মিশর	মেনা
ভারত	পিটিআই	ইন্দোনেশিয়া	আনতারা
রাশিয়া	ইন্টারফ্যাক্স, তাস	কাতার	আল জাজিরা

☞ প্রণালী সমূহঃ

ফসফরাসের মরমর দেশে ইংলিশরা ডোভার তৈরী করেছে। উত্তর ভূ- মধ্যসাগরের জিব্রাল্টার ভারত সাগরকে পক দিয়ে বেরিং এ পৌছেছে।

প্রণালী সমূহ সংযুক্ত করেছেঃফসফরাস প্রণালী= মরমর ও কৃষ্ণসাগর; ডোভার প্রণালী= ইংলিশ ও উত্তর সাগর; জিব্রাল্টার প্রণালী= উত্তর আটলান্টিক ও ভূ মধ্যসাগর; বেরিং প্রণালী= উত্তর সাগর ও বেরিং সাগর; পক প্রণালী= ভারত সাগর ও আরব সাগর।

◆ **পক প্রণালীঃ** "ভারত শ্রীলংকাকে পক দিয়ে নিজেকে আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে।" **অর্থাৎ** পক প্রণালী ভারত-শ্রীলংকাকে পৃথক করেছে; ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর সংযুক্ত করেছে।

- **দার্দানেলিস প্রণালীঃ** "দার্দা তুরস্ককে দুইবার ঈজিয়ান সাগরে মরেছে।"
  অর্থাৎ দার্দানেলিস প্রণালী তুরস্ককে দুইভাগে পৃথক করেছে এবং ঈজিয়ান সাগর ও মরমর সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বসফরাস প্রণালীঃ** "বসের শহর ইস্তাম্বুল (এ শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত, এ প্রণালী দ্বারা বিভক্ত হয়েছে), তাই কৃষ্ণ ভয়ে মরে।
  অর্থাৎ বসফরাস প্রণালী এশিয়া ইউরোপকে পৃথক করেছে; কৃষ্ণ সাগর ও মরমর সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বাবল মান্দেব প্রণালীঃ** " বাবল মান্দেব এশিয়া-আফ্রিকা থেকে পৃথক হওয়ায় লোহিত সাগর এডেন সাগরে চলে গেল।"
- **মালাক্কা প্রণালীঃ** " মালাক্কা প্রণালী দেখতে সুমা বঙ্গ জাবে"। **অর্থাৎ** মালাক্কা প্রণালী সুমাত্রা-মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে; বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে।

বিশ্বের বিখ্যাত প্রণালী অন্যান্য সূত্রঃ

- **জিব্রাল্টার প্রণালীঃ** জিবা আই আটলা ও ভুমধ্য কে সংযুক্ত করি।
  ব্যাখ্যাঃ জিব্রাল্টার প্রণালী আফ্রিকা-ইউরোপ কে পৃথক করেছে এবং উত্তর আটলান্টিক+ভুমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **লুজন প্রণালীঃ** ফিতা লুজ হয়ে দক্ষিণ ফিলি চলে গেছে।
  ব্যাখ্যাঃ লুজন প্রণালী ফিলিপাইন ও তাইওয়ানকে পৃথক করেছে। ফিলিপাইন সাগর+দক্ষিণ চীন সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **ডোভার প্রণালীঃ** ডোভার ফ্রাই না খেয়ে ইলিশ সাগর খেয়েছে।
  ব্যাখ্যাঃ ডোভার প্রণালী- ফ্রান্স-ইংল্যান্ডকে পৃথক করেছে এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বাব-এল মানদেব প্রণালীঃ** বাবা এডেন ও লোহিত কে নিয়ে এশিআ ঘুরে এল।
  ব্যাখ্যাঃ বাব এল-মানদেব প্রণালী এশিয়া-আফ্রিকাকে পৃথক করেছে এবং এডেন সাগর ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বেরিং প্রণালীঃ** এশি আম কে বেরা দিয়ে উবে সাগর কে যুক্ত করেছে।
  ব্যাখ্যাঃ বেরিং প্রণালী এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা কে পৃথক করেছে এবং উত্তর সাগর ও বেরিং সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **পক প্রণালীঃ** শ্রীভা পক মেরে আভাকে সংযুক্ত করেছে।
  ব্যাখ্যাঃ শ্রীলংকা ও ভারত পৃথক হয়েছে এবং আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **বসফরাস প্রণালীঃ** এই বস মম ও কৃষ্ণ কে মিলিয়ে দাও।
  ব্যাখ্যাঃ এশিয়া ইউরোপ পৃথক হয়েছে এবং মর্মর সাগর ও কৃষ্ণসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **ইংলিশ চ্যানেলঃ** ইলিশ ফ্রাই নিয়ে উত্তর আটলান্টিক সাগরে যাব।
  ব্যাখ্যাঃ ফ্রান্স-ইংল্যান্ড পৃথক হয়েছে এবং উত্তর সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযুক্ত হয়েছে।

১০) **হরমুজ প্রণালীঃ** আই হরমুজ খেয়ে ওমান পার হয়ে যায়।
ব্যাখ্যাঃ আরব-ইরান পৃথক হয়েছে এবং ওমান উপসাগর+পারস্য উপসাগর সংযুক্ত হয়েছে।

১০) **ইউকাটান চ্যানেলঃ** ইউকাটান মেকি কে আলাদা করে মেক্যারিকে এক করেছে।
ব্যাখ্যাঃ মেক্সিকো-কিউবা কে পৃথক করেছে এবং মেক্সিকো উপসাগর + ক্যারিবিয়ান সাগর সংযুক্ত হয়েছে।

১০) **দার্দানেলিস প্রণালীঃ** এই দাদা এজে মরমর করছে।
ব্যাখ্যাঃ এশিয়া-ইউরোপ পৃথক হয়েছে এবং এজিয়ান সাগর+মরমর সাগর সংযুক্ত হয়েছে।

১০) **ফরমোজা প্রণালীঃ** চীতা চীট ফর মি।
ব্যাখ্যাঃ চীন-তাইওয়ান পৃথক হয়েছে এবং চীন সাগর+টংকিং উপসাগর সংযুক্ত হয়েছে।

১০) **জহর প্রণালীঃ** জহর সিমা কে ছেড়ে দিয়েছে।
ব্যাখ্যাঃ সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে।

বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখাঃ

১০) **সূত্রঃ** ডুরান আপা।
ব্যাখ্যাঃ ডুরান=ডুরান্ড লাইন, আপা=আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** ভাপা পিঠা কন্ট্রোল করে খাও।
ব্যাখ্যাঃ লাইন অব কন্ট্রোল, ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** কার্জন হল পোরাতন হয়ে গেছে।
ব্যাখ্যাঃ কার্জন লাইন, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** সরকার ফস করে পোলি ব্যাগ উঠায়ে দিল।
ব্যাখ্যাঃ ফস লাইন, পোল্যান্ড ও লিথুনিয়ার সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** ম্যাজিনো আমাকে একটি জামা ফ্রি দিয়েছে।
ব্যাখ্যাঃ ম্যাজিনো লাইন, জার্মান ও ফ্রান্সের সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** সে আমাকে একটি সিগফ্রিডের জামা ফ্রি দিয়েছে।
ব্যাখ্যাঃ সিগফ্রিড লাইন, জার্মান ও ফ্রান্সের সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** ওডার ও হিন্ডার কে পোজা করো না।
ব্যাখ্যাঃ ওডারনিস লাইন, হিন্ডারবার্গ লাইন, পোল্যান্ড ও জার্মানির সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** রাফি ম্যানার হেইম।
ব্যাখ্যাঃ ম্যানারহেইম লাইন, রাশিয়া ও ফিনল্যান্ডের সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** সনো যুমে গেছে।
ব্যাখ্যাঃ সনোরা লাইন, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** ম্যাকমোহনের সাথে দেখা করতে চাই।
ব্যাখ্যাঃ ম্যাকমোহন লাইন, চায়না ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা।

১০) **সূত্রঃ** বাই র‍্যাড।
ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা র‍্যাডক্লিফ লাইন।

১০) **সূত্রঃ** একচুয়ালী লাইন কন্ট্রোল করতে চাই।
ব্যাখ্যাঃ লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল, চায়না ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা।

☞ **সূত্রঃ** আই পারপল হয়ে যাই।

ব্যাখ্যাঃ পারপল লাইন, আরব ও ইসরাইলের সীমারেখা।

☞ **সূত্রঃ** ব্লু লেই।

ব্যাখ্যাঃ ব্লু লাইন, লেবানন ও ইসরাইলের সীমারেখা।

☞ **সূত্রঃ** ইসি কে নির্বাচনে গ্রীন ভূমিকা রাখতে হবে।

ব্যাখ্যাঃ গ্রীন লাইন, ইসরাইল ও সিরিয়ার সীমারেখা।

☞ **সূত্রঃ** হট লাইন-ক্রমলিন ও হোয়াইট হাউজের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন সংযোগ।

☞ কৃষিজ সম্পদ (বেশি উৎপাদনকারী দেশ)ঃ

চীনের: কা তা গ ধা রে, ব্রাজিলের: কই, থাই:রাবার দিয়ে ভারত: চা পা দেয়।

ব্যাখ্যাঃ চীন= কার্পাস তুলা, তামাক, গম, ধান ও রেশম; ব্রাজিল= কফি ও ইক্ষু; থাইল্যান্ড= রাবার; ভারত= চা ও পাট।

☞ বেশি রপ্তানিকারক দেশসমূহঃ

শ্রী: চা চা ব্রা: ক থেকে আ: গ তু থাই: চা রা রপ্তানি করলেন।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীলংকা= চা; ব্রাজিল= কফি; আমেরিকা= গম ও তুলা; থাইল্যান্ড= চাল ও রাবার।

☞ বেশি আমদানী কারক দেশসমূহঃ

চীন:তু বৃটেন: চায়ের আ: ক রায় চাল: ফেলিয়া CIS এ গম আনতে যায়।

ব্যাখ্যাঃ চীন= তুলা; বৃটেন= চা; আমেরিকা= কফি, রাবার; ফিলিপাইন= চাল; CIS =গম।

উৎপাদন, রপ্তানি ও আমদানিকারক দেশ

পণ্য	উৎপাদন	রপ্তানী	আমদানী
ধান	চীন	থাইল্যান্ড	ফিলিপাইন
গম	চীন	যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া
চা	ভারত	শ্রীলংকা	ব্রিটেন
রাবার	থাইল্যান্ড	থাইল্যান্ড	যুক্তরাষ্ট্র
তুলা	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	ইন্দোনেশিয়া
কফি	ব্রাজিল	ব্রাজিল	যুক্তরাষ্ট্র

☞ সার্ক (SAARC= South Asian Association for Regional Co-opeation) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

শ্রী আপা বা মা সার্ক গঠন করতে ভুটান ও ভারতকে সাথে নিয়ে নেপালের কাঠমন্ডুতে গেল।

ব্যাখ্যাঃ শ্রী=শ্রীলংকা; আ=আফগানিস্তান; পা=পাকিস্তান; বা= বাংলাদেশ; মা=মালদ্বীপ; ভুটান; ভারত; নেপাল।

বিঃদ্রঃ সার্কের মোট সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। সদর দপ্তর নেপালের কাঠমন্ডু।

অথবাঃ MBA IS BNP

ব্যাখ্যাঃ (M)-মালদ্বীপ; (B)-বাংলাদেশ; (A)আফগানিস্তান; (I)-ইন্ডিয়া/ভারত; (S)-শ্রীলঙ্কা; (B)-ভুটান; (N)-নেপাল; (P)-পাকিস্তান।

মনে রাখবেনঃ বিএনপি নামক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এবং এই সার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও জিয়াউর রহমান।

☞ আসিয়ান (ASEAN) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

ভিসি মামা ব্রুফি থালা কই।

ব্যাখ্যাঃ ভি= ভিয়েতনাম; সি= সিঙ্গাপুর; মা= মালয়েশিয়া; মা= মায়ানমার; ব্রু= ব্রুনাই; ফি= ফিলিপাইন; থা= থাইল্যান্ড; লা= লাওস; ক= কম্বোডিয়া; ই= ইন্দোনেশিয়া।

অথবাঃ "নিউজ দেখ CSB তে আর FILM দেখ MTV তে।" C=কম্বোডিয়া; S=সিঙ্গাপুর; B= ব্রুনাই; F= ফিলিপাইন; I= ইন্দোনেশিয়া; L= লাওস; M= মায়ানমার; M= মালয়েশিয়া; T= থাইল্যান্ড; V= ভিয়েতনাম।

অথবাঃ "BCS দেওয়ার পূর্বে MTV তে FILM দেখ।"

অথবাঃ MTV তে FILM দেখলে BCS হবেনা।

☞ ওপেক (OPEC) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

আলি কাকু আই না সংগেই সৌভে।

ব্যাখ্যাঃ আ= আলজেরিয়া; লি= লিবিয়া; কা= কাতার;কু= কুয়েত; আ= অ্যাঙ্গেলা; ই= ইরাক; না= নাইজেরিয়া; সংগে= সংযুক্ত আরব আমিরাত; ই= ইরান; সৌ= সৌদি আরব; ভে= ভেনিজুয়েলা ও ইকুয়েডর।

☞ G-8 (Group of Eight) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

বৃটেনের কানা রাজা যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রাই খায়।

ব্যাখ্যাঃ বৃটেন= বৃটেন; কানা= কানাডা; রা= রাশিয়া; জা=জাপান; জা= জার্মান; যুক্তরাষ্ট্র= যুক্তরাষ্ট্র; ফ্রা= ফ্রান্স; ই= ইতালি।

☞ D-8 (Developing of Eight) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

বাংলার পাখি তুরস্কের মাল ইরানে মিশায় কতবার তার ইন্দো নাই।

ব্যাখ্যাঃ বাংলার= বাংলাদেশ; পাখি= পাকিস্তান; তুরস্কের= তুরস্ক; মাল= মালয়েশিয়া; ই= ইরান; মিশায়=মিশর; ইন্দো=ইন্দোনেশিয়া; নাই= নাইজেরিয়া।

অথবা(D=8): এর সদস্য দেশ: মিতু ইমা ইন্দোপার্ক বাংলায় নাই।

ব্যাখ্যাঃ মি=মিশর; তু= তুরস্ক; ই= ইরান; মা= মালয়েশিয়া; ইন্দো= ইন্দোনেশিয়া; পাক= পাকিস্তান; বাংলায়= বাংলাদেশ; নাই= নাইজেরিয়া।

অথবাঃ মা-বাপ নাই তুমিই সব।

☞ ECO (Economic Co-operation Organization) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

তু ই আজারবাইজানে গিয়ে ৭ স্তান দেখে আসবি।

ব্যাখ্যাঃ তু= তুরস্ক; ই= ইরান; আজারবাইজান= আজারবাইজান; ৭স্তান= পাকিস্তান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কেমিনিস্তান।

অথবাঃ আপা ও কাকি তুর্কি, তাজি, উজ দিয়ে আজই তুরস্কে যাবে।

অথবাঃ কাকি তুই আজ তুতাউ।

ব্যাখ্যাঃ কা=কাজাকিস্তান; কি=কিরগিজস্তান; তু=তুরস্ক; ই=ইরান; আজ=আজারবাইজান; তু=তুর্কেমেনিস্তান; তা=তাজিকিস্তান; উ=উজবেকিস্তান।

☞ CIRDAP এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

NIPA, MTV তে IBS, FILM দেখে। (নিপা এমটিভিতে আইবিএস ফিল্ম দেখে)।

ব্যাখ্যাঃ N=নেপাল; I=ইরান; P=পাকিস্তান; A=আফগানিস্তান; M=মালয়েশিয়া; T=থাইল্যান্ড; V=ভিয়েতনাম; I=ইন্দোনেশিয়া; B=বাংলাদেশ; S=শ্রীলংকা; F=ফিলিপাইন; I=ইন্ডিয়া(ভারত); L=লাওস; M=মিয়ানমার।

☞ GCC (Gulf Co-operative Council) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

ও কাকু বাসং সৌদি গেছে।

ব্যাখ্যাঃ ও= ওমান; কা= কাতার; কু= কুয়েত; বা= বাহরাইন; সং= সংযুক্ত আরব আমিরাত;সৌদি= সৌদি আরব।

অথবাঃ কাকু সৌদিতে JOB করে।

ব্যাখ্যাঃ কা= কাতার; কু= কুয়েত; সৌদি= সৌদিআরব; J= Joint (সংযুক্ত আরব আমিরাত); O= ওমান; B= বাহরাইন।

অথবাঃ বাহ কাকু সৌদি থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান যাবে।

অথবাঃ কাকু সৌদি সংযুক্ত ওমান ও বাহরাইনে বসবাস করেন।

অথবাঃ জিসিসিং-সৌদি সং, বাহ! ও কাকু কী দারুণ!

অথবাঃ ওমা সৌদি বেয়াইন আমারে কাতুকুতু দেয়।

ব্যাখ্যাঃ ওমা=ওমান; সৌদি=সৌদি আরব; বেয়াইন=বাহরাইন; আমারে=সংযুক্ত আরব আমিরাত; কাতু=কুয়েত; কুতু=কাতার।

অথবাঃ বাবা কাকুদের ও সব সো।

☞ BIMSTEC এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

শ্রী ভাভু মাথা নেবা

ব্যাখ্যাঃ শ্রী=শ্রীলংকা; ভা=ভারত; ভু=ভুটান; মা=মায়ানমার; থা=থাইল্যান্ড; নে=নেপাল; বা=বাংলাদেশ।

☞ EU এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ

লিথু লাট হাঙ্গরী তাই

চিকেন পোলা ও আস্ত খাই

স্লো স্লো সাইপ্রাসের মাল্টা চাই।

☞ CIS (Commonwealth Independent States) ভুক্ত দেশঃ

উজবেকিস্তান আজ তুতা কাকির। আজই মরাবে।

ব্যাখ্যাঃ উজবেকিস্তান; আজ-আজারবাইজান; তুতা-তুর্কমেনিস্তান,তাজিকিস্তান; কা-কাজাখস্তান; কির-কিরগিজস্তান; আজই=আর্মেনিয়া, জর্জিয়া,ইউক্রেন; মরাবে=মলদোভা, রাশিয়া,বেলারুশ।

☞ ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও যে দেশগুলো কমনওয়েলথ এর সদস্য হয়নি ঃ

আমি ইমা K একটি ইসু বা, কামিজ কিনে দিলাম।

ব্যাখ্যাঃ আ-আরব আমিরাত; মি-মিয়ানমার; ই-ইরাক; মা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; K-কুয়েত; ই-ইয়েমেন; সু-সুদান; বা-বাহরাইন কা-কাতার; মি-মিশর; জ-জর্ডান।

অথবাঃ কাকু, আজই বাই সুমি মামি।

ব্যাখ্যাঃ কা=কাতার; কু=কুয়েত; আ=আরব আমিরাত; জ=জর্ডান; ই=ইরাক; বা=বাহরাইন; ই=ইয়েমেন; সু=সুদান; মি=মিশর; মা=মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; মি=মিয়ানমার।

☞ মুসলমান প্রধান না হয়েও OIC এর সদস্য দেশ ঃ

সুমো ক্যাবিনি বসে গান গাউ।

ব্যাখ্যাঃ সু-সুরিনাম; মো-মোজাম্বিক; ক্যা-ক্যামেরুন; বিনি-বেনিন; গা-গায়ানা; উ-উগান্ডা।

☞ সার্কভুক্ত যে দেশের সামরিক বাহিনী নেইঃ

ভুয়া মাল।

ব্যাখ্যাঃ ভু-ভুটান; আ-আফগানিস্তান; মাল-মালদ্বীপ।

☞ সার্কের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে দেশগুলোরঃ

অমি ইদ এলে যুচী কে নতুন জামা কিনে দেই।

ব্যাখ্যাঃ অ-অস্ট্রেলিয়া; মি-মিয়ানমার; ই-ইরান; দ-দক্ষিণ কোরিয়া; যু-যুক্তরাষ্ট্র; চী-চীন; জা-জাপান; মা-মরিশাস।

☞ SAARC+SAFTA+SAPTAঃ

আপা বাশী ভাত মা কে ভুনে দাও।

ব্যাখ্যাঃ আ-আফগানিস্তান; পা-পাকিস্তান; বা-বাংলাদেশ; শী-শ্রীলংকা; ভাত-ভারত; মা-মালদ্বীপ; ভু-ভুটান; নে-নেপাল।

☞ বেনেলাক্স এর সদস্য দেশগুলোঃ

বেলুন

ব্যাখ্যাঃ বে-বেলজিয়াম; লু-লুক্সেমবার্গ; ন-নেদারল্যান্ড।

☞ যে দেশগুলো ECO এর সদস্যঃ

তুই আজারবাইজানে গিয়ে ৭ স্থান দেখে আসবি।

ব্যাখ্যাঃ তু-তুরস্ক; ই-ইরান, আজারবাইজান; আফগানিস্তান; পাকিস্তান; কাজাখস্তান; কিরগিজস্তান; উজবেকিস্তান; তুর্কেমেনিস্তান; তাজাকিস্তান।

☞ NATO ভুক্ত মুসলিম দেশঃ

আলতু

ব্যাখ্যাঃ আল-আলবেনিয়া; তু-তুরস্ক।

☞ সদর দপ্তর নেই যে সংস্থা গুলিরঃ

NAM, G-77, G-8, ASPAC, BIMSTEC.

☞ জেনেভা(সুইজারল্যান্ড) এ অবস্থিত যে সংস্থার সদর দপ্তরঃ

স্বাস্থ্যবান স্কাউট ও শ্রমিকেরা তাদের উচ্চ মেধা দিয়ে আবহাওয়া উপযোগি বাণিজ্যিক ভবন তৈরি করল।

ব্যাখ্যাঃ

WHO=World Health Organization(স্বাস্থ্যবান);
Wosom=World Scout Movement. (স্কাউট)
ILO=International Labor Organization. (শ্রমিক)
ITU=International Telecommuncation Union. (তার বা তাদের)
UNHCR=United Nations High Commissions fro Refugees. (উচ্চ)
WIPO=World Intellectual Property Organization. (মেধা)
WMO=World Meteorological Organization. (আবহাওয়া)
WTO=World Trade Organization. (বাণিজ্যিক)

☞ সদর দপ্তর একাধিক যেখানেঃ

সদর দপ্তর	সংস্থাসমূহ
জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)	WHO,WTO(GATT),WIPO, WMO, ILO, UNCTAD, ITU,UNHCR, UNRISD, UNITAR, Red Cross,EFTA.
ওয়াশিংটন ডিসি	IMF, World Bank, (IBRD,IDA, IFC, MIGA, ICSID), CARE, OAS.
নিউইয়র্ক	UN, UNDP, UNICEF, UNV, UNFPA, UNIFEM, UNITR, UNHHSF.
ব্যাংকক (থাইল্যান্ড)	SEATO, ESCAF.
ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)	IAEA, UNIDO, OPEC, UNIDCP.
রোম (ইতালি)	FAO, IFAD, UNHICRI(WFP).
প্যারিস (ফ্রান্স)	UNESCO, OECD, FC, Interpol.(লিও)
লন্ডন (যুক্তরাজ্য)	IMO(IMCO), Common Wealth, Amnesty International.
ঢাকা (বাংলাদেশ)	CIRDAP, AAPP, USG.
জেদ্দা (সৌদি আরব)	OIC, IDB, GCC. (রিয়াদ)
ম্যানিলা (ফিলিপাইন)	ADB, IRRI.
সিংগাপুর সিটি	ASEAN, APEC, AFIC, PECC.
হেগ (নেদারল্যান্ড)	IJB, ICJ.
ব্রাসেলস(বেলজিয়াম)	NATO, EU, BENELUX, EEC, ECSC.

☞ গেরিলা সংগঠন সমূহের টেকনিকঃ

ভারতের ব্লাক ক্যাট ও শ্রীলংকার তামিল টাইগারের ভয়ে ইরাকের মাহদী আর্মি, মায়ানমারের গড্স আর্মি ও জাপানের রেড আর্মি, শংকিত। এজন্য ফিলিপাইনের আবু সায়াফ ও লেবাননের হিজবুল্লাহ প্যালেস্টাইনে ব্লাক সেপ্টেম্বর ও পাকিস্তানের ব্লাক ডিসেম্বর বৈঠক করবেন।

অথবাঃ ভারতের ব্লাক ক্যাট ও শ্রীলংকার এলটিটিই+তামিল টাইগার এর ভয়ে সঙ্কিত মিয়ানমারের গড্স্ আর্মি ও জাপানের রেড আর্মি। এজন্য ফিলিপাইনের আবু সায়াফ ও লেবাননের হিজবুল্লাহ প্যালেস্টাইনের ব্লাক সেপ্টেম্বর (হামাস) এ ও পাকিস্তানে ব্লাক ডিসেম্বরে বৈঠক করে। বৈঠক শেষে অ্যাঙ্গোলার ইউনিটা ও পেরুর আমারু/টুপ্যাক সাইনিং পথে কলম্বিয়ার FARC ব্যবহার করে M19 নিয়ে পালিয়ে গেলে তুরস্কের PKK তাদের ধরে।

ব্যাখ্যাঃ

দেশ	গেরিলা সংগঠন	দেশ	গেরিলা সংগঠন
ভারত	ব্লাক ক্যাট	শ্রীলংকা	এলটিটিই, তামিল টাইগার
মিয়ানমার	গড্স আর্মি	জাপান	রেড আর্মি
ফিলিপাইন	আবু সায়াফ	লেবানন	হিজবুল্লাহ
ফিলিস্তিন	ব্লাস সেপ্টেম্বর, হামাস	পাকিস্তান	ব্লাক ডিসেম্বর
অ্যাঙ্গোলা	ইউনিটা	পেরু	আমারু, টুপ্যাক, সাইনিং পথ
কলম্বিয়া	FARC, M19	তুরস্ক	PKK

☞ **বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশঃ**

ভারতের RAW মেটেরিয়াল দিয়ে UK Scotland Yeard এ M16 বানিয়ে USA এর FBI, Black Water এর উপর দিয়ে চলে গেলে ইসরাইলের মোসাদ (ইস্তাম্বুল)+আমান+সাভাক তিন ভাই ইরানের VIVAK এ আত্মগোপন করে। ভার্জিনিয়ার CIA এ তাঁদের খুজতে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ

দেশ	গোয়েন্দা/পুলিশ	দেশ	গোয়েন্দা/পুলিশ
ভারত	RAW	UK	Scotland Yeard, M16
USA	FBI, Black Water	ইসরাইল	মোসাদ (ইস্তাম্বুল)+আমান+সাভাক
ইরান	VIVAK	ভার্জিনিয়া	CIA

☞ **সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মোট ৯টি সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিতঃ**

যার মধ্যে ৫টি সংস্থার শেষের অক্ষর O এবং ৩টি সংস্থার প্রথম অক্ষর U এবং একটি সংস্থার শেষের অক্ষর U

যেমনঃ O যুক্ত সংস্থাগুলো নিম্নরূপ- ILO, WTO, WHO, WMO, WIPO এবং U যুক্ত সংস্থাগুলো নিম্নরুপ- UNCTAD, UNHCR, UNRISD ও ITU.

নিউইয়র্কে যে সব সংস্থাগুলো অবস্থিত সেগুলোর প্রথম অক্ষর U যেমন- UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNV, UNDFW, UNITAR.

ভিয়েনায় ৩টি সংস্থা অবস্থিত, যথা- UNTDO, IAEA, UNIDCP.

রোমে ৩টি সংস্থা অবস্থিত, যথা- FAO, IFAD, WFP.

ওয়াশিংটন ডিসিতে ২টি সংস্থা অবস্থিত,যথা-IMF(IBRD, IDA, IFC, MIGA,ICSID).

বাকিগুলো নিম্নরূপ:UPU-বার্ণ(সুইজারল্যান্ড),UNESCO- প্যারিস (ফ্রান্স), ICAO- মন্ট্রিল (কানাডা), IMO-লন্ডন(ইংল্যান্ড), UNEP-নাইরোবি (কেনিয়া), UNU-টোকিও (জাপান)।

☞ সমাজতন্ত্র চালু রয়েছে তিনটি দেশেঃ

তুমি সমাজের কিবা চীন? উত্তর করিও।

ব্যাখ্যাঃ কিবা= কিউবা; চীন= চীন; উত্তর করিও= উত্তর কোরিয়া।

☞ শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু রয়েছে এ রকম উল্লেখযোগ্য দেশঃ

স্পেনে নরম পানযুক্ত লেদারগুলো মার্ক করে মাল দিয়ে রাজাকে শাসন করে।

ব্যাখ্যাঃ স্পেনে= স্পেন; নরম= নরওয়ে; পান= জাপান; যুক্ত= যুক্তরাজ্য; লেদার= নেদারল্যান্ড; মার্ক= ডেনমার্ক; মাল= মালয়েশিয়া।

☞ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত দেশ ৪টিঃ

মৌরিতানিয়া আপা ইরান গেল। **ব্যাখ্যাঃ** মৌরিতানিয়া; আফগানিস্তান; পাকিস্তান; ইরান।

অথবাঃ ইরান আপা মোর।

☞ হিন্দু সংখ্যগরিষ্ঠ ৪টি রাষ্ট্রঃ

হিন্দুরা-ভানে মরি গায়না।

ব্যাখ্যাঃ ভারত, নেপাল, মরিশাস, গায়না।

☞ ক্রিকেট খেলার সাথে জড়িত বিখ্যাত স্থানসমূহঃ

ক্রিকেটের লর্ডসরা লীডসের ইডেন ও গ্রীণপার্কে মেলা বসিয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ লর্ডসরা= লর্ডস; লীডসের= লীডস; ইডেন= ইডেন; গ্রীণপার্ক= গ্রীণপার্ক; মেলা= মেলবোর্ন।

☞ ইংল্যান্ডের প্রধান প্রধান সমুদ্র বন্দরঃ

নিউম্যান কার গণ্ডাসে লিভারের ওষুধ খেয়ে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে গেল।

ব্যাখ্যাঃ নিউ= নিউক্যালস; ম্যান= ম্যানচেস্টার; কার= কারডিফ; গণ্ডাসে= গণ্ডাসকো; লিভারের= লিভারপুল; ব্রিস্টলে= ব্রিস্টল।

☞ বিখ্যাত গ্রীক শিক্ষক-ছাত্র ক্রমঃ

SPAA

ব্যাখ্যাঃ S-সক্রেটিস; P-প্লেটো; A-এরিস্টোটল; A-আলেকজান্ডার।

অথবাঃ সকলে পেল এই আলো।

অথবাঃ সপ এ আলু।

☞ মেসোপটেমীয় সভ্যতার ৪টি পর্যায়ঃ

মেসোমসাই, ইরাক হতে সুমা ভাবী আসছে কাল।

ব্যাখ্যাঃ সুমেরীয় সভ্যতা; ব্যাবিলনীয় সভ্যতা; অ্যাসেরীয় সভ্যতা; ক্যালডীয় সভ্যতা।

☞ জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবকারি দেশসমূহঃ

সোচীন ব্রিটেনের থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যাবে।

ব্যাখ্যাঃ সো-সোভিয়েত ইউনিয়ন; চীন; ব্রিটেন; যুক্তরাষ্ট্র।

☞ জাতিসংঘে যাদের ভেটো পাওয়ার আছে ঃ

রাযু ফ্রাই খাবার কি চিনবি?

ব্যাখ্যাঃ রা-রাশিয়া; যু-যুক্তরাষ্ট্র; ফ্রাই-ফ্রান্স; চিন-চীন; বি-ব্রিটেন।

☞ যে সকল দেশগুলোর জাতিসংঘের চাঁদা প্রদান করতে হয় নাঃ

নাটোকি সংলাপ।

ব্যাখ্যাঃ না-নাউরু; টো-টোঙ্গা; কি-কিরিবাতি।

☞ জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা ৬টি ঃ

আই রুচী চানাচুর সফ খেয়ে ফেলি।

ব্যাখ্যাঃ আ-আরবি; ই-ইংরেজি; রু-রুশ; চী-চীন; স-স্প্যানিশ; ফ-ফরাসি।

অথবাঃ CARE FS

ব্যাখ্যাঃ China, Arabic, Rush, English, French, Spanish.

☞ স্বাধীন দেশ কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় ঃ

তাইওয়ানের কফি খেতে ভ্যাট লাগে।

ব্যাখ্যাঃ তাইওয়ানের=তাইওয়ান; ক=কসোভো; ফি=ফিলিস্তিন; ভ্যাট=ভ্যাটিক্যান।

☞ বাংলাদেশে সফরকারি জাতিসংঘের মহাসচিবঃ

বান কি মুন বাংলাদেশে এসে কুট পরে কফি খেতে নারাজ।

ব্যাখ্যাঃ বান কি মুন=বান কি মুন(২০০৮); কুট=কুর্ট ওয়াল্ড হেইম (১৯৭৩); পরে=পেরেজ দ্য কুয়েলার(১৯৮৯); কফি=কফি আনান (২০০১)।

☞ বিশ্বব্যাংকে বেশি চাঁদা প্রদানকারি দেশ ঃ

যুযু জাজা ফ্রান্স।

ব্যাখ্যাঃ যু=যুক্তরাষ্ট্র; যু=যুক্তরাজ্য; জা=জাপান; জা=জার্মানি; ফ্রান্স।

☞ ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলিঃ

অতুর জামা হাবুল পড়েছে।

ব্যাখ্যাঃ অ-অস্ট্রিয়া; তুর-তুরস্ক; জামা-জার্মানি; হা-হাঙ্গেরী; বুল-বুলগেরিয়া।

☞ ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলিঃ

ইসা রাজা তার বউ রোমা কে একটি বেবি ফ্রি গিপ করেছে।

ব্যাখ্যাঃ ই-ইতালি; সা-সার্বিয়া; রা-রাশিয়া; জা-জাপান; রো-রোমানিয়া; মা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; বে-বেলজিয়াম; বি-ব্রিটেন; ফ্রি-ফ্রান্স; গি-গ্রিস; প-পর্তুগাল।

☞ ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলিঃ

জাপান জাই।

ব্যাখ্যাঃ জাপান; জা-জার্মানি; ই-ইতালি।

☞ ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলিঃ

রাবি পোচিয টি ফ্রি ছিট আছে। অথবাঃ পোরা বিচি যুক্ত ফ্রি।

ব্যাখ্যাঃ রা-রাশিয়া; বি-ব্রিটেন; পো-পোল্যান্ড; চি-চীন; য-যুক্তরাষ্ট্র; ফ্রি-ফ্রান্স।

☞ যে সকল দেশের জাতীয় পতাকায় মানচিত্র রয়েছেঃ

কসাই। ক, সাই

ব্যাখ্যাঃ ক-কসোভো; সাই-সাইপ্রাস।

☞ যে সকল দেশের জাতীয় পতাকায় দেশের নাম রয়েছেঃ

নিপা এল। অথবাঃ পানি এল। পা নিপাএল

অথবাঃ নিকাহ করে এলে তোমাকে প্যারা খেতে হবে।

ব্যাখ্যাঃ নি-নিকারাগুয়া; পা-প্যারাগুয়ে; এল-এলসালভেদর।

☞ বাংলাদেশের পতাকার সাথে মিল রয়েছে যে দেশের পতাকাঃ

জাপা

ব্যাখ্যাঃ জা-জাপান; পা-পালাউ।

☞ মৌলিক রং ৩টিঃ

আসল

ব্যাখ্যাঃ আ=আসমানী(নীল); স=সবুজ; ল=লাল।

☞ বছর ও তারিখ বের করার পদ্ধতিঃ

যে তারিখ গুলি একই দিনের হয়- ০৩/০১ তারিখ; ৪/৪ তারিখ; ৬/৬ তারিখ; ৮/৮ তারিখ; ১০/১০ তারিখ; ১২/১২ তারিখ। [লিপইয়ার হলে ১ দিন যোগ করতে হবে]। অর্থাৎ জানুয়ারির ৩ তারিখ, এপ্রিলের ৪ তারিখ, জুনের ৬ তারিখ, আগস্টের ৮ তারিখ, অক্টোবরের ১০ তারিখ, ডিসেম্বরের ১২ তারিখ একই দিন হয়।

☞ ইংরেজি সাল থেকে বাংলা সাল বের করার পদ্ধতিঃ

ইংরেজি সাল থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে আমরা পাব বাংলা সাল।

বাংলা ১ লা বৈশাখ সব সময় ইংরেজি এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে শুরু হয় এবং অন্যান্য মাসগুলো ইংরেজি মাসের ১৩-১৬ তারিখের মধ্যে হয়ে থাকে।

এবার জানব ইংরেজি কত তারিখে বাংলা মাস শুরু হয়। যেহেতু ইংরেজি ১৩-১৬ তারিখের মধ্যে বাংলা সব মাসের শুরুর দিন থাকে তাই কোডটি একদম মুখস্ত করুন।

৪ ৫৫ ৬৬৬৬ ৫৫ ৪৩৫

ব্যাখ্যাঃ ৪ মানে ইংরেজি ১৪ তারিখ, ৫ মানে ইংরেজি ১৫ তারিখ এবং ৬ মানে ১৬ তারিখ।

উদাহরণঃ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে। এখন ১৮৯৯ থেকে ৫৯৩ বাদ দিন থাকে ১৩০৬। অর্থাৎ বাংলা ১৩০৬ সালে কাজী নজরুলের জন্ম সাল। এবার ২৫ মে থেকে বাংলা মাস বের করুন। আমাদের কোডের ১মটি অর্থাৎ ৪ মানে এপ্রিল এর ১৪ তারিখ ১লা বৈশাখ। তারপর আছে ৫ মানে ১৫ মে অর্থাৎ ১৫ মে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখ। তাই ১৫ থেকে ২৫ পর্যন্ত ১১ দিন। অর্থাৎ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বাংলা কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম সাল।

☞ ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাঃ

২৫ টি। ফোন নাম্বারের মত নিম্নের সংখ্যাগুলো মুখস্ত করা। ৪৪২২৩২২৩২১

মৌলিক সংখ্যার ছক

প্রদত্ত সংখ্যা	সংখ্যা	মৌলিক সংখ্যা	মৌলিক সংখ্যাগুলির যোগফল
১-১০ পর্যন্ত	৪টি	২,৩,৫,৭	১৭
১১-২০ পর্যন্ত	৪টি	১১,১৩,১৭,১৯	৬০
২১-৩০ পর্যন্ত	২টি	২৩,২৯	৫২
৩১-৪০ পর্যন্ত	২টি	৩১,৩৭	৬৮
৪১-৫০ পর্যন্ত	৩টি	৪১,৪৩,৪৭	১৩১
৫১-৬০ পর্যন্ত	২টি	৫৩,৫৯	১১২
৬১-৭০ পর্যন্ত	২টি	৬১,৬৭	১২৮
৭১-৮০ পর্যন্ত	৩টি	৭১,৭৩,৭৯	২২৩
৮১-৯০ পর্যন্ত	২টি	৮৩,৮৯	১৭২
৯১-১০০ পর্যন্ত	১টি	৯৭	৯৭
১-১০০ পর্যন্ত	২৫টি		১০৬০

☞ কিছু তারিখ মনে রাখার টেকনিকঃ

টেকনিকঃ FYT=456

ব্যাখ্যাঃ F=facebook চালু হয় ২০০৪ সালে; Y=Youtube চালু হয় ২০০৫ সালে; T=Twitter চালু হয় ২০০৬ সালে।

টেকনিকঃ ROT=345

ব্যাখ্যাঃ R= রোজ বিপ্লব ২০০৩ সালে(জর্জিয়া); O= অরেঞ্জ বিপ্লব ২০০৪ সালে (ইউক্রেন); T= টিউলিপ বিপ্লব ২০০৫ সালে(কিরগিজস্তান)।

টেকনিকঃ ৮ মার্চের নারী দিবস উপলক্ষ্যে ২১, ২২,২৩, ২৪ তারিখে বর্ণ বৈষম্য, পানি, আবহাওয়া ও যক্ষ্মা নিয়ে ২৭ তারিখ পর্যন্ত নাটক চলতে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ ৮ মার্চ নারী দিবস; ২১ মার্চ বর্ণ বৈষম্য দিবস; ২২ মার্চ পানি দিবস; ২৩ মার্চ আবহাওয়া দিবস; ২৪ মার্চ যক্ষ্মা দিবস এবং ২৭ মার্চ নাটক দিবস।

টেকনিকঃ প্রতি বছর ২ জন অটিজম দিবসে ৭ জনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ২২ এপ্রিল ধরিত্রী সম্মেলনে পাঠানো হয়।

ব্যাখ্যাঃ ২ এপ্রিল অটিজম দিবস; ৭ এপ্রিল স্বাস্থ্য দিবস; ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস।

টেকনিকঃ ১ লা মে শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য ৮ জন রেডক্রস সদস্য হেপাটাইটিস ১৯ ভেকসিন দিয়ে শান্তিরক্ষা মিশনের ২৯ জনকে নিয়ে ৩১ জেলাকে তামাক মুক্ত করলো।

ব্যাখ্যাঃ ১ মে শ্রমিক দিবস; ৮ মে রেডক্রস দিবস; ১৯ মে হেপাটাইটিস দিবস; ২৯ মে শান্তিরক্ষা দিবস; ৩১ মে তামাক মুক্ত দিবস।

টেকনিকঃ ১ জুন শিশু দিবসে ৫ জন মন্ত্রি পরিবেশ রক্ষার জন্য ১৯ জন বাবাকে ২৩ জন বিধবার বিয়ের জন্য দায়িত্ব দিলেন। আর বাকী ২৬ জনকে মাদক বিরোধী অভিযানে পাঠালেন।

ব্যাখ্যাঃ ১ জুন শিশু দিবস; ৫ জুন পরিবেশ দিবস; ১৯ জন বাবা দিবস; ২৩ জুন বিধবা দিবস; ২৬ জুন মাদক বিরোধী দিবস।

টেকনিকঃ প্রতিবছর আগস্ট মাসে ২ জন মাতৃদুগ্ধ শিশু সহ ৯জন আদিবাসী নিহত হয়।

ব্যাখ্যাঃ ২ আগস্ট মাতৃদুগ্ধ দিবস; ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস।

টেকনিকঃ ৮ সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবসে ১৯ কেজি ওজনের একটি গ্লোব স্থাপন করা হলো যা ২১ শতকের বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মুলস্তম্ভ।

ব্যাখ্যাঃ ৮ সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবস; ১৯ সেপ্টেম্বর ওজন দিবস; ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্বশান্তি দিবস।

টেকনিকঃ ১ প্রবীণ, ২জন অহিংস ও ৫ জন শিক্ষক ১৪১৫ সালের অক্টোবরের ১৬ ও ১৭ তারিখে মানের জন্য সাদা খাদ্য থেকে দারিদ্র দূর করার ফলে ২৪ তারিখে জাতিসংঘ তাদের পুরস্কৃত করে।

ব্যাখ্যাঃ ১ অক্টোবর প্রবীণ দিবস; ২ অক্টোবর অহিংস দিবস; ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস; ১৪ অক্টোবর মান দিবস; ১৫ অক্টোবর সাদা দিবস; ১৬ অক্টোবর খাদ্য দিবস; ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস।

টেকনিকঃ ১৪ নভেম্বরে ডায়াবেটিস দিবসে ২৩ জন শিশুর অধিকার নিশ্চিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ ১৪ নভেম্বর ডায়াবেটিস দিবস; ২৩ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস।

টেকনিকঃ ডিসেম্বরে ১ জন এইডস রোগী, ৩ জন প্রতিবন্ধি ও ৯ জন দুর্নীতিবাজ ১০ জন মানবাধিকার কর্মীকে হামলা করে।

ব্যাখ্যাঃ ১ ডিসেম্বর এইডস দিবস; ৩ ডিসেম্বর প্রতিবন্ধী দিবস; ৯ ডিসেম্বর দুর্নীতি বিরোধী দিবস; ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস।

☞ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগঃ

টাককু গনি মিআ যদি ধোকা খায়।

ব্যাখ্যাঃ টা=টাইফয়েড; ক=কলেরা; কু=কুষ্ঠ; গ=গনোরিয়া; নি=নিউমোনিয়া; মি=মেনিনজাইটিস; আ=আমাশয়; য=যক্ষ্মা; দি=ডিপথেরিয়া; ধো=ধনুষ্টংকার; কা=কাশি।

☞ নিষ্ক্রিয় মৌলঃ

আরে জেনিস কি হলো?

ব্যাখ্যাঃ আ=আর্গন; রে=রেডন; জে=জেনন; নি=নিয়ন; কি=ক্রিপ্টন; হলো=হিলিয়াম।

☞ নোবেল জয়ী মার্কিন প্রেসিডেন্টঃ

উরুজিও। উরুকাবা (১৯,০৬,০২,০৯)

ব্যাখ্যাঃ উ=উড্রো উইলসন(১৯১৯); রু=রুজভেল্ট(১৯০৬); জি=জিমি কার্টার (২০০২); ও=বারাক ওবামা(২০০৯)।

☞ ২ বার করে নোবেল জয়ীঃ

লিমা জেএফ

ব্যাখ্যাঃ লিমা=লিনাস পলিং, মাদাম কুরি; জেএফ=জে বার্ডিন, এফ স্যাঙ্গার।

ইংরেজি

বানান মনে রাখার দুর্দান্ত টেকনিক

- Assassination (গুপ্ত হত্যা) ঃ গাধা (Ass) গাধা (ass) আমি (i) জাতি (nation)।
- Assessment (কর নির্ধারণ)ঃ গাধা (Ass) ই (e) ডাবল ss মানুষেরা (men) টি (t)।
- Aberration (নীতিভ্রংশ)ঃ আবিররা (Aberra) শোন (tion)।
- Archaeology(আকিওলজি)ঃ আর (Ar) চাইও (chaeo) লজি (logy)।
- Accommodation (অ্যাকমাডেইশন বা আবাসস্থান)ঃ এসি (Ac) কম (com) মো ডেইশন (modation)।
- Belligerent (বিলিজারেন্ট বা যুদ্ধরত)ঃ বেল (Bel) লি (li) জি (ge) রেন্ট (rent)।
- Bureaucracy (বিউর‍্যক্রাসি বা আমলাতন্ত্র)ঃ বিউ (Bu) রি (re) আউ (au) ক্রাসি (cracy)।
- Bureaucracy (আমলাতন্ত্র)ঃ বুড়িয়া (Burea) তুমি (u) cracy.
- Consteltellation (কনস্টালেইশন বা নক্ষত্রপুঞ্জ)ঃ কনস (Cons) টেল (tel) লা (la) শন (tion)।
- Commentary (কমানট্রি বা ধারাভাষ্য)ঃ কম (Com) মানুষেরা (men) আলকাতরা (tary)।
- Connoisseur (কনাইসার বা পন্ডিত বিচারক)ঃ কন (Con) নইস (nois) সিআর (seur)।
- Commission (কমিশন)ঃ কম (Com) মিশন (mission)
- Committee (কমিটি)ঃ সিও (Co) আমি (i) বাদে বাকীরা সবাই দুইজন।
- Colonel (কর্নেল)ঃ চলো (Colo) নেল (nel)।
- Catastrophe (ক্যাটাস্ট্রফি বা বিপর্যয়)ঃ ক্যাট (Cat) এজ (as) ট্রপ (trop) হি (he)।
- Cigarette (সিগারেট)ঃ সি (Ci) গা (ga) রেট (ret) টি (te)।
- Commitment (কমিটম্যান্ট বা অঙ্গিকার)ঃ কম (Com) মিট (mit) ম্যান্ট (ment)।
- Collaboration (কল্যাবারেইশন বা সহযোগিতা)ঃ কোল (Col) লা (la) বো (bo) রেইশন (ration)।
- Competition(প্রতিযোগিতা)ঃ কম (Com) পি (pe) টি (ti) টি (ti) অন (on)।
- Cholera(কলেরা)ঃ চলে (Chole) রা (ra)।
- Committee(কমিটি)ঃ কম (Com) মিট (mit) টি (tee)।
- Commemorate(কোন ব্যক্তি বা ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখা)ঃ কম (Com) মি (me) মো (mo) রেইট (rate)।
- Dilapidated (ডিল্যাইপিডেইটিড বা ধ্বংসপ্রাপ্ত)ঃ ডি (Di) লা (la) পি (pi) ডে(da) টেড (ted)।

- Diarrhoea (ডাইরিয়া)ঃ ডায়া'ল (Dia) করো ডাবল rr হোয়ে (hoea) যাবে।
- Dilemma(ডিলেমা বা উভয় সংকট)ঃ ডি(Di) লেম (lem) মা (ma)।
- Exhilaration (ইগজিলারেইশন)ঃ এক্স (Ex) হিলা (hila)রেশন (ration)।
- Encyclopedia (এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ)ঃ এন (En) সাই (cy) ক্লো (clo) পিডিয়া (pedia)।
- Elephantiasis (এলিফানটাইসিস বা পা ফোলা রোগ)ঃ এলিফ (Elep) হ্যান (han) টি (ti) এসিস (asis)।
- Giraffe (জিরাপ)ঃ জি (Gi) রাফ (raf) ফি (fe)।
- Grievance (গ্রীভন্স বা দুঃখ দুর্দশা)ঃ গ্রী (Gri) ইভান (evan) সি (ce)।
- Hallucination (অমূলক বিশ্বাস)ঃ হলে (Hall) তুমি! (u) ছি (ci) জাতি (nation)। অথবা হল (Hal) লুচি (luci) নেশন (nation)।
- Heinous (হেইনাস বা ঘৃণ্য)ঃ হি (He) আই (i) নো (no) আস (us)।
- Harmonious (হারমৌনিআস বা মিলবিশিষ্ট)ঃ হার (Har) মো (mo) নি (ni) ও (o) আস (us)।
- Humorous (হিউমারাস বা রসাত্মক)ঃ হাম (Hum) অর (or) ও (o) আস (us)।
- Heterogeneous (হেটারজীনিআস বা বিষমজাতীয়)ঃ হি(He) টি (te) রো (ro) জিনি (gene) ও (o) আস (us) ।
- Illegitimate (অবৈধ)ঃ অসুস্থ (Ill) ইজি (eg) আমি (i) টিম (tim) খেয়েছিলাম (ate)।
- Inoculate (ইনাকিউলেইট বা টিকা দেওয়া)ঃ আই (I) নো (no) কিউ (cu) লেইট (late)।
- Kindergarten (কিন্ডারগার্টেন)ঃ কাইন্ড (Kind) এর (er) গার্টেন (garten)।
- Kerosene (কেরোসিন)ঃ কেরো (Kero) সিনি (sene)।
- Liaison(লিএইজন বা যোগাযোগ)ঃ লি (Li) আই (ai) সান (son)।
- Lieutenant(টেফটেনেন্ট) ঃ মিথ্যা (Lie) তুমি (u) দশ (ten) পিপড়া (ant)।
- Leisure (লেইজার বা অবসর)ঃ লেই (Lei) সিউর (sure)।
- Mnemonic (নিমনিক)ঃ এমনি (Mne) মনিক (monic)।
- Mesmerising (মেজমারিজিং বা সম্মোহন)ঃ মেজ (Mes) মি (me) রিজ (ris) ইন(ing)।
- Mustache (ম্যাসট্যাশ বা গোফ)ঃ মাস (Mus) টা (ta) সি (che)।
- Maintenance (মেইনটান্যান্স বা রক্ষণাবেক্ষণ)ঃ মেইন (Main) টেন (ten) এন্স (ance)।
- Mongoose(মঙ্গুজ বা বেঁজি)ঃ মন (Mon) গু (go)ও (o) জি (se)।
- Millennium (মিলেনিয়াম বা সহস্রাব্দ)ঃ মিল্লেন (Millen) নি (ni) আম (um)।
- Miscellaneous (বিবিধ)ঃ মিস (Mis) করলে একটি সেলে (সেল এ) (cell a) নিই (ne) ও (o) আমাদের (us)।

- Malaria(ম্যালেরিয়া)ঃ মালা (Mala) রিয়া (ria)।
- Magnanimous(ম্যাগনানিমাস বা মহানুভব)ঃ মেঘনা (Magna) নি (ni) মু (mo) আস (us)।
- Mymensingh ঃ আমার (My) মানুষেরা (men) গান গায় (sing)।
- Personnel (পার্সনেল বা কর্মচারি)ঃ পার (Per) সন (son) নেল (nel)।
- Parliament (পার্লামেন্ট)ঃ পার (Par) লিআ (lia) মেন্ট (ment)।
- Pseudonym (সিউডনিম)ঃ পি (P) সিউ (seu) ডু (do) নিম (nym)।
- Pneumonia (নিউমোনিয়া)ঃ পি (P) নিউ (neu) মোনিয়া (monia)।
- Psychological (সাইকোলজিক্যাল-মনস্তাত্ত্বিক) ঃ পিসি (Psy) চলো (cholo) যাই (gi) কাল (cal) ।
- Parallel (সমান্তরাল)ঃ পার করো (Par) সকলকে (all) ই (el)। অথবা- পার অল এল।
- Papyrus (প্যাপিরাস এক প্রকার বড় গাছ)ঃ পা (Pa) পাই (py) রাস (rus)।
- Pandemonium (প্যানডিমৌনিয়াম বা বিশৃঙ্খলার স্থান)ঃ প্যান (Pan) ডি (de) মনি (moni) আম (um)।
- Pharmaceutical (ফার্মাসিউটিকল)ঃ ফার (Phar) মা (ma) সি (ce) ইউ (u) টিকল (tical)।
- Perseverance (পারসিভিরর‍্যান্স বা অধ্যাবসায়)ঃ পার (Per) সি (se) ভি (ve) রেন্স (rance)।
- Questionnaire (কুএসচেনআরি বা প্রশ্নাবলি)ঃ কুএসচেন (Question) নেআরই (naire)।
- Questionnaire (প্রশ্নমালা)ঃ কোশ্চেন (Question) নাই (nai) রে (re) ।
- Restaurant (রেস্টুরেন্ট)ঃ বিশ্রাম (Rest) এ (a) তুমি (u) আর (r) পিপড়া (ant)। অথবাঃ রেস (Res) টাউ (tau) রেন্ট (rant)।
- Rinaissance(রিনেইসনস বা নবজাগরণ)ঃ রিনা (Rina) ইজ (is) সেনস (sance)।
- Reminiscence (রেমিনিসনস বা স্মৃতিচারণ)ঃ রিমি (Remi) নিস (nis) সেন্স (cence)। অথবা রি (Re) মিনি (mini) এস (s) সেন্স (cence)।
- Repercussion (রীপার্কাশন বা প্রতিধ্বনি)ঃ রি (Re) পার (per) কাস (cus) সন (sion)।
- Reconciliation (রেকানসিলিএইশন)ঃ রি (Re) কন (con) সিলি (cili) এ (a) শন (tion)।
- Repetition (পুনরাবৃত্তি)ঃ রি (Re) পি (pe) টি (ti) টি (ti) অন (on)।
- Satellite (স্যাটালাইট)ঃ সেট (Sat) এল (el) লাইট(lite)।
- Supercilious (সুপারসিলিয়াস বা অবজ্ঞামিশ্রিত)ঃ সুপার (Super) সিলি (cili) ও (o) আস (us)।

- Tuition (টিউশন)ঃ তুই (Tui) শন (tion)।
- Thesaurus (সমার্থক শব্দের অভিধান)ঃ ডিশা (Thesa) তুমি (u) আর (r) আমাদের (us)।
- Transitory (ট্রানসিটরি বা স্বল্পকালস্থায়ী)ঃ টি (T) রেন (ran) সিট (sit) অরি (ory)।
- Transfiguration (ট্রান্সফিগারেইশন বা চেহারা বদল)ঃ ট্রান্স (Trans) ফিগার (figure) এ (a) শন (tion)।
- Tsunami (সুনামি)ঃ টি (T) সান (sun) আমি (ami)।
- Villain(ভিলেন)ঃ ভিলা (Villa) ইন (in)/ ভিল (Vil) লা (la)ইন (in)।
- Voluntary (ভলানট্রি)ঃ ভুল (Vol) আন (un) টারি (tary)।

আরো জানতে পড়ুন লেখকদ্বয়ের **বাংলা ও ইংরেজি বানান শুদ্ধি** নামক বইটি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ Common Noun এর ছন্দঃ

আমি student তাই, pen, book নিয়ে table এ chair নিয়ে বসলাম grammar পড়ব কিন্তু teacher আমাকে fish, bee, cow, sheep, river, elephant, city এবং country সম্পর্কে পড়তে বললেন। হঠাৎ public, people আর soldier রাস্তায় বের হল কারণ capital এ robber, king ও বের হল। কারণ চোরটি fashion করে flute বাজিয়ে infant নিয়ে river এর দিকে যাচ্ছিল।

যে শব্দগুলি সর্বদা Uncountable Noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়ঃ

একজন সৎ ও জ্ঞানী রাজা একজন সাহসী Traffic কে একটা Homwork করার উপদেশ দিল। কাজটা ছিল অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদের চুলের দ্বারা রুটির উপর কবিতা লিখে একটি Furniture তৈরি করতে হবে। যাতে Scenery ভালো হয়। Permission পেয়ে সে ভাগ্যবান মনে করে Baggage ও Luggage নিয়ে কিছু Machinery কিনার জন্য Jwellary তে গেল। গিয়ে সংবাদ পেল যে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও টাকার অভাবে তার কাজটা নষ্ট হয়ে গেছে। Information পেয়ে রাজা তার এ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তার শস্য বাজেয়াপ্ত এবং গান গাওয়া বন্ধ করলেন।

ব্যাখ্যাঃ

সততা= Honesty; জ্ঞান= Knowledge; সাহস= Courage; উপদেশ=Advice; কাজ= Work; অবসর= Leisure; সময়= Time; ছেলেমেয়ে= Offspring ; চুল= Hair রুটি= Bread; কবিতা= Poetry; ভাগ্য= Luck; সংবাদ= News; আবহাওয়া= weather; টাকা= Money অভাব= Poverty; নষ্ট= Damage ; ব্যবহার= Behaviour; রাগ= Anger; শস্য= Corn; গান= Music

বিঃ দ্রঃ উপরের ইংরেজি গুলোও অন্তর্ভূক্ত হবে।

☞ Collective Noun এর টেকনিকঃ

Congress তার একটি সংস্থার (Organization) Committee গঠন ও Council ঘোষণা করবে। যার নাম Chorus, Corporation, Company তাই Class এর সামনে শ্রোতাবৃন্দ(Audience) ভীড়(Croud) করেছে। Faculty এর পক্ষ থেকে নিজস্ব Family এর Band দল নিয়ে Team গঠন করা হয়েছে। Government এর পক্ষ থেকে Majority% Public ও Police নিয়ে Jury Board গঠন করা হয়েছে।

অথবাঃ আমাদের school, class, committee, library তে হঠাৎ army, police, team, infantry নিয়ে হাজির কারণ jury এবং audience আমার family কে বলেছে আমি cattle, flock, herd আর pack চুরি করেছি এবং আমার gang আছে। আমি group, meeting করি এবং navy, party আমার কাছে crowd করে।

☞ Runa es good থাকলে Present Indefinite Tense হয়ঃ

ব্যাখ্যাঃ R= Regularly; U= Usually; N= Normally; A= Always; E=Everyday/Every year/ Every Week/ Every Month; S= Sometimes; G= Generally; O= Often; O= Occationally; D= Daily.

☞ Present Perfect Tense এর টেকনিকঃ

Lately, Real Jyej (লেটলি রিয়েল জায়েজ)

ব্যাখ্যাঃ Lately= lately; Re=recently; al=already; j=just; y=yet; e=ever; j=just now

☞ Factitive Verb সমূহঃ

নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের ভিতরে কিছু নাম চিহ্নিত করে রাজা নির্বাচন করা হবে। একজন বিশ্বাসী লোক আমাকে বোকা বানানোর কথা চিন্তা করে আমার কাছে এ কথা বলল, আমি ঘোষণা করলাম যে, আমি মনে করি এটা ঠিক নয় এবং এটা প্রমাণ করলাম।

ব্যাখ্যাঃ নিয়োগ= appoint; নাম= name; চিহ্ন = level; রাজা= crown; নির্বাচন= elect; বিশ্বাস= believe; বানানো= make; চিন্তা করা= consider; বলা= call; ঘোষণা করা= declare; মনে করা= mind; প্রমাণ করা= prove.

◆ To এর পরে সাধারণত Verb এর Base form বসে। কিন্তু কিছু verb phrase রয়েছে যেগুলো পরবর্তী verb এর সাথে ing যুক্ত হয়। যেমনঃ- look forword to, object to, with a view to, contrabute to, accustomed to. ইত্যাদি।

◆ The man was hanged/hung for the murder.কোনটি সঠিক?

সঠিক উত্তর হবে hanged

কারণ ফাঁসি দিতে হলে দেহের এক প্রান্তে (অর্থাৎ শুধুমাত্র গলা রশিতে ঝুলাতে হয়) পরিবর্তন হয়। আর কোন কিছু ঝুলাতে হলে মাঝে বাধতে হয় সে জন্য ফাঁসির ক্ষেত্রে শেষে এবং ঝুলানোর ক্ষেত্রে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়।

☞ কিছু Intransitive ও Transitive মনে রাখার টেকনিকঃ

যা লিখতে দ্বিতীয় অক্ষর(i) প্রয়োজন সেটা Intransitiveঅন্যটি Transitive যেমনঃ-

Intransitive	Transitive
rise	raise
sit	set
lie	lay

☞ যে Verb গুলোর পরে দ্বিতীয় Verb আসলে তা Object হিসেবে Infinitive বসেঃ

যে Verb গুলোর পরে দ্বিতীয় Verb আসলে তা Object হিসেবে Infinitive বসে, অর্থাৎ verb+to+verb.

আমার পিতা অনেক আশা করে আমাকে লেখা-পড়া শিখানোর জন্য এখন থেকে আরম্ভ করে চালিয়ে যেতে বললেন। তার আশা পূরণের জন্য পরিকল্পনা করলাম। তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার অবহেলার কারণে তিনি আমাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ব্যাখ্যাঃ - আশা করা= hope; শেখা= learn; আরম্ভ করা= bigin; চালিয়ে যাওয়া= continue; পরিকল্পনা করা= plan; ইচ্ছা করা= intend; অবহেলা করা= neglect; প্রতিজ্ঞা করা= promise; স্মরণ করা= remember.

অথবাঃ একটি চিঠি

প্রিয় জুলিয়েট,

বিশ্বাস করো, আমি প্রতিজ্ঞা(promise) করে বলছি যে, আমি শুধু তোমাকেই চাই(want)। তোমাকে আমার বড়ই প্রয়োজন (need), তুমি আমার বেঁচে থাকার সকল আশা(hope)। তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা (expect) এই যে, তুমি আমার প্রস্তাবে (offer) সম্মত (agree) হও। আমি সিদ্ধান্ত (decide) নিয়েছি যে, তোমার ইচ্ছা (wish) অনুসারে সকল চাহিদা(demand) পূরণ করবো। সত্যি আমি ভান (pretend) করছি না, এটা আমার আকাঙ্ক্ষা (desire) যে, তোমার পরিকল্পনা (plan) অনুসারে সব কিছুর ব্যবস্থা (arrange) করবো। তোমার যোগ্য হওয়ার (deserve) জন্য শুধু চেষ্টা (try) নয়, মনে প্রাণে চেষ্টা (strive) করবো। আমি দ্বিধান্বিত (hesitate) নই, বরং সবকিছু যত্নসহকারে (tend) শিখবো (learn), কখনো ব্যর্থ (fail) হবো না। এখন আমার মনে হয় (seem) তুমি কখনোই আমাকে ভুলতে (forget) পারবে না এবং প্রত্যাখ্যান (refuse) করতে পারবে না। তাই, অবশ্যই তুমি আমার জন্য অপেক্ষা (wait) করবে।

ইতি

তোমার রোমিও।

☞ যে Verb গুলোর পরে দ্বিতীয় Verb আসলে তা Object হিসেবে Gerund বসেঃ

আমি মনে করি যে, সে অনেক চেষ্টা করেও তার কাজ শুরুই করতে পারে নাই। আমি প্রথমে শেষ করে প্রশংসা অর্জন করেছি। সে এ কথা অস্বীকার করলেও সে স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে ও তার কাজ মাঝ পথে স্থগিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ মনে করা= consider; চেষ্টা করা= try; শুরু করা= start; শেষ করা= finish; প্রশংসা করা= appreciate; অস্বীকার করা= deny; স্বীকার করা= admit; প্রবল ইচ্ছা করা= intend; স্থগিত করা= postpone.

☞ Preposition এর টেকনিকঃ

নগর, শহর, দেশ, এদের আগে in বসিয়ে করবে বেশ
সপ্তাহ, মাস, বছর, ঋতু, দশক, যুগ, শতাব্দি,
এদের আগে in বসানো হয় আজ অব্দি।
প্রভাত, দুপুর, গোধুলি, রাত এদের আগে at বসিয়ে করবে বাজিমাত।
সময়ের আগে at বসে, দিনের আগে in
দিনের অংশভাগে in না বসালে করবে তার wrong
festival এ at নম্বরে ও at, with হয় বস্তুতে,
এইভাবে preposition শিখবে আনন্দ আর ফুর্তিতে।
person এ by, পাশে বুঝাতে ও by (যানবাহনের আগে কিন্তু in a car)
দক্ষতা, অদক্ষতায় at না বসালে সবব হবে ছারখার।
ছোট হলে at, বড় হলে in, কখন হয়?
এই পার্থক্য না বুঝলে মনে থাকবে ভয়।
বাহির থেকে ভিতরে into ব্যবহার করো,
ভিতর থেকে বাহিরে হয় out off
Preposition না বুঝলে মুড থাকবে অফ।
লেগে (স্পর্শ করে) থাকলে on হয়, নইলে হয় above.
since, for বুঝনা, কেনো নাও ভাব?
শুরু থেকে বুঝাতে since হয়, নইলে হয় for,
গতি বুঝাতে(উপর দিয়ে) over হয়, নিচে হয় under.
Preposition আসলেই খুব মজার।
মাত্রা স্তর বুঝাতে হয় below
Preposition শিখতে পেরে আমি আছি খুব ভালো
on এ গিয়ে গতি হলে শেষ হয় onto,
সাথে বুঝাতে with হয়, দিকে বুঝাতে to.
কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যেতে হয়
through (বাঁধা থাকলে)
এপাশ থেকে ওপাশে যেতে হয় across (বাঁধা না থাকলে)
Preposition শিখলে নেই কোনো loss,
এর বুঝাতে of হয় boss.

☞ Parts of Speech এর টেকনিকঃ

নয়নে যাহা পড়ে তাহাই noun.
verb হলো হাটা হুটা।
Pronoun হলো বদলি খাটা।
Adverb হলো রকম সকম,
Preposition হলো অবস্থান
যোগ বিয়োগে Conjunction.
সুখে দুঃখে Interjection.

ইংরেজি সাহিত্য

☞ William Wordsworth এর গুরুত্বপূর্ণ কবিতা

Michael তার প্রিয়তমা Lucy কে নিয়ে March মাসে Tintern এ ভ্রমণ করতে গেল। সেখানে Lucy একাকী শস্যকাটার Duty পালন করল। যাওয়ার পথে Michael - Cuckoo ও Daffodil ফুল দেখল।

ব্যাখ্যাঃ

১. Michael=Michael; 2. প্রিয়=The Prelude;
3. Lucy=Lucy; 4. March=Written in March;
5. Tintern=Tintern Abbey; 6. ভ্রমণ=The Excursion;
7. একাকী=The Recluse; 8. শস্যকাটা=The Solitary Reaper.(36th BCS)
9. Duty=Ode to Duty; 10. Cuckoo=To the Cuckoo;
11.Daffodil=Daffodils

☞ P.B Shelley এর গুরুত্বপূর্ণ কবিতা

ওজাইমেন্ডিয়াস, এডোনিসকে আকাশে মেঘের উপর বাতাসে দেখল।

অথবাঃ শেলির স্কাইলার্ক, ওজাইমেন্ডিসকে পশ্চিমের বাতাসে মেঘের উপর আকাশে এডোনিসকে খুজে বেড়ায়।

ব্যাখ্যাঃ 1. ওজাইমেন্ডিয়াস =Ozymandias; 2. এডোনিস =Adonais; 3. আকাশে= To a skylark; 4. পশ্চিমের বাতাসে/ বাতাসে = Ode to the West Wind; 5. মেঘের =The Cloud.

☞ John Keats এর গুরুত্বপূর্ণ কবিতা Autumn এ Lamia Isabella Nightingle দে

MEGHN A LI (মেঘনা আলী/মেঘনালি)। গিয়ে MEGH দেখলো

ব্যাখ্যাঃ M=Melancholy; E=Endymion; G=Grecian Urn; H=Hyperion; N=Nightingle; A=Autumn; L=Lamia; I=Isabella ইত্যাদি।

☞ Toni Morrison এর বিখ্যাত উপন্যাসঃ

মরিসন তার প্রেমিকার নীল চোখে সলোমন গানের সুলা দেখতে পেলেন।

ব্যাখ্যাঃ প্রেমিকার=Beloved ; নীল চোখের=The Bluest Eye সলোমন গান=Song of Solomon; সুলা=Sula ইত্যাদি।

☞ William Shakespeare এর ট্রাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটকঃ

টিটু, ট্রয়লাসকে এন্টনি ও ক্লিওপেট্টা মনে করে রোম এর কিং হ্যাম জুলিয়াস সিজার এর কাছে নিয়ে যায়।

অথবাঃ Titu, Troilusকে Antony and Cleopetra মনে করে ROM এর King Ham Julius Caesar এর কাছে নিয়ে যায়।

ব্যাখ্যাঃ Titu=Titus Andronicus; Troilus=Troilus and Cressida; Antony and Cleopetra; R=Romeo and Juliet; O=Othello(35th BCS); M=Macbeth; King=King Lear; Ham=Hamlet; Julius Caesar.

☞ William Shakespeare এর কমেডি বা মিলনান্তক নাটকঃ

TMC LAW (টিএমসি ল)

ব্যাখ্যাঃ T=The Tempest(29th BCS); Telfth Night; The Taming of the Shrew; Two Gentlemen of Verona.

M=The Merchant of Venice(36th BCS); Much Ado About Nothing; Merry Wives of Windsor; Measure for Measure; The Mid Summer Night's Dream.

C=Comedy of Errors.

L=Love's Labour's Lost.

A=As You Like It; All's Well That Ends Well.

W=The Winter's Tale.

☞ G.B Shaw এর নাটকঃ

Doctor Warren নিজেকে Superman মনে করে Arms নিয়ে মানুষের Cancer এর Caesar(সিজার) করে।

ব্যাখ্যাঃ Doctor=The Doctor's Dilemma; Warren=Mrs. Warren's Profession; Superman=Man and Superman; Arms=Arms and Man(35th BCS, 12th BCS); মানুষের=The Man of Destiny; Cancer=Candida(36th BCS); Caesar=Caesar and Cleopatra(12th BCS).

☞ G.B Shaw এর উপন্যাসঃ

Immaturity love is Irrational Socialist.

ব্যাখ্যাঃ 1. Immaturity; 2. Love among the Artists; 3. The Irrational Knot; 4. An Unsocial Socialist.

William Blake এর কবিতাঃ

William Blake, Milton এর বিয়েতে(), চারটি নিষ্পাপ ও অভিজ্ঞতার গান গেয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ Milton=Milton a poem; বিয়ে (Marriage)=The Marriage of Heaven and Hell; চারটি =The Four Zoas; নিষ্পাপ ও অভিজ্ঞতার গান =Songs of Innocence and Songs of Experience.

ST Coleridge এর কবিতাঃ

ABCD/Kubla Khan Deject হয়ে Christabel-এর Ancient Biog... দেখে

ব্যাখ্যাঃ A=Ancient Mariner; B=Biographia Literaria; C=Christabel; Kubla Khan(13th BCS); D=An Ode Dejection.

Alfred Tennyson এর কবিতাঃ

Alfred Tennyson মনে করেন Tithonus ও Ulysses এর Memory অনেক ভাল।

ব্যাখ্যাঃ Tithonus=Tithonus; Ulysses=Ulysses; Memory=In Memoriam.

William Makepeace Thackeray এর উপন্যাসঃ

থাকেরির ওয়াইফ ক্যাথেরিন, নিউ রোজ এবং রিং, ভ্যানিটি ফেয়ার থেকে কিনে আনলেন।

অথবাঃ Thackeray 'র, wife, Catherine, New, Rose and Ring, Vanity Fair থেকে কিনে আনলেন। New Wife Catherine, Vanity fair থেকে Rose & Ri... কিনে আ...

ব্যাখ্যাঃ Wife=Men's Wives; Catherine=Catherine; New=The Newcomes; Ring and Rose=The Rose and Ring.

William Somerset Maugham এর সাহিত্যকর্মঃ

লিজা খ্রিস্টমাস্ এর বন্ডেজ করে লাঞ্চ করলেন।

অথবাঃ Liza, Christmas এর Holiday তে Luch, করলেন Maugham এর সাথে Bondage করে। Liza Christmas Holiday তে Human Bondage দেখে Lunch করল।

Liza=Liza of Lambeth; Christmas=Christmas Holiday; Luch=The Lucheon; Bondage=Of Human Bondage.

Earnest Hemingway এর উপন্যাসঃ

ওল্ডম্যান সূর্য উঠার পূর্বে বেল বাজানোর কারণে ইন্ডিয়ান ক্যাম্প তাকে বিদায় (ফেয়ারওয়েল) জানালেন।

ব্যাখ্যাঃ ওল্ডম্যান =Old Man; সূর্য উঠা=The sun also Rises; বেল =For hom the Bell Tolls(11th BCS); ইন্ডিয়ান ক্যাম্প =Indian Camp; বিদায় (ফেয়ারওয়েল)=A Farewell to Arms(10th +12th BCS)

☞ John Milton এর সাহিত্যকর্মঃ

Lycides একজন, SP/ Lycides এর Paradise ও Samson

ব্যাখ্যাঃ Lycides=Lycides; S=Samson Agonistes; P=Paradise Lost; Paradise Regained

☞ Jonathan Swift এর উপন্যাসঃ গালিভারের প্রপোজাল লেটারস বুক

জোনাথন সুইফট এর প্রোপোজাল লেটার, বইসহ গায়েব হয়ে গেল।

ব্যাখ্যাঃ প্রোপোজাল =A Modest Proposal; লেটার =Drapier's Letters; বইসহ =The Battle of the Book; গায়েব =Culliver's Travels.

☞ Ben Jonson এর নাটকঃ

SAVE / Silent Alchemist ছিলেন এলে মানুষের Humours

ব্যাখ্যাঃ S=The Silent Woman; A=The Alchemist; V=Volpone(The Fox); E=Every Man in His Humour; Every Man out of Humour.

☞ William Gerald Golding এর সাহিত্যকর্মঃ

লর্ড এবং গড, পিরামিড পড়তে দেখে চোখে অন্ধকার দেখল।

অথবাঃ Lord এবং God, Pyramid পড়তে (Fall) দেখে অন্ধকার (Darkness) দেখল।

Lord=Lord of the Flies; God=The Scorpion God; Pyramid=The Pyramid; Fall=Free Fall; Darkness=Darkness Visible.

☞ TS Eliot এর কবিতাঃ

চার ঘন্টা সময় নষ্ট করে বা মারডার করে বুধবারে লিখলেন The Hollow Men নামক কবিতা।

Four

বুধবারে, Waste Land এ Hollow Men, Murder হলো।

ব্যাখ্যাঃ বুধবারে=Ash Wednesday; Waste Land=The Waste Land; Hollow Men=The Hollow Men; Murder=Murder in the Cathedral. Four=Four Quarteds.

☞ TS Eliot এর Drama ঃ

Eliot একটু ছিল। একদিন তিনি রাগ করে Cocktail মেরে তার Family র সদস্যদের Murder করে দিলেন।

ব্যাখ্যাঃ Cocktail=The Cocktail Party; family=The family reunion; Murder=Murdere in the cathedral.

☞ Charles Dickens এর উপন্যাসঃ

Oliver ও David এর বড় প্রত্যাশা দুই শহরের Christmas এ যাবে।

ব্যাখ্যাঃ Oliver=Oliver Twist; David=David Copperfield(36th BCS); বড় প্রত্যাশা =Great Expectations; দুই শহরের =A Tale of Two Cities(36th+29th BCS); Christmas=A Christmas Carol;

☞ Graham Green এর সাহিত্য কর্মঃ

Human এর Heart এ সমস্যা হলে অল্পতেই Life এর End হয়ে যায়। তাই Aunt দের উচিত childhood কে গুরুত্ব দেয়া।

ব্যাখ্যাঃ Human=The Human Factor; Heart=The heart of the Matter; Life=A Sort of Life; End=The End of the Affair; Aunt=Travels with my Aunt; Childhood=The Last childhood.

☞ O' Henry এর সাহিত্য কর্মঃ

Henry সাহেব Four Million মূল্যের Gift নিয়ে King এর সাথে Road এ দেখা করলেন।

ব্যাখ্যাঃ Four Million=The Four Million; Gift=The Gift of the Magi; =Sixes and Sevens; King=Cabbage and Kings; Road=Roads of Destiny.

☞ D.H. Lawrence এর উপন্যাসঃ

Lawrence এর Love অনেক বেশি।

ব্যাখ্যাঃ Sons and Lovers; Women in Love; Lady Chatterlley's Lover; A Modern Lover.

☞ W.B. Yeats এর কবিতাঃ

Leda, Wild Swans দেখার জন্য Byzantium এর Lake এ গেল।

ব্যাখ্যাঃ Leda=Leda and Swan; Wild Swans=The Wild Swans at Coole; Byzantium=Sailing to Byzantrium; Lake=The Lake Isle of Innisfree(35th BCS).

☞ Daniel Defoe এর সাহিত্যকর্মঃ

Robinson, Captain Roxana কে Colonel বানালেন।

ব্যাখ্যাঃ Robinson=Robinson Crusoe; Captain=Captain Singleton; Roxana=Roxana:The Fortunate Mistress; Colonel=The History of Colonel Jacque.

☞ Jane Austen এর উপন্যাসঃ

ইমা পার্কে বসে ভালবাসার অনুভূতি নিয়ে গর্ব করে।

ব্যাখ্যাঃ ইমা =Emma; পার্কে =Mansfield Park; ভালবাসার =Love and Friendship; অনুভূতি =Sense and Sensibility; গর্ব করে =Pride and Prejudice.

☞ Christopher Marlowe এর নাটকঃ

Doctor Faustus, ETP করে চিকিৎসা করে।

ব্যাখ্যাঃ Doctor Faustus=Doctor Faustus; E=Edward 11; T=Tamburlaine the Great; P=The Passionate Shepherd to His Love.

☞ Eugene O'Neil এর সাহিত্যকর্মঃ

Hairy Ape, Long Journey তে Bread and Butter, Anna, Desire করে।

পড়বেন যেভাবেঃ Hairy Ape, লং জার্নিতে ব্রেড এন্ড বাটার আনা পছন্দ করে।

ব্যাখ্যাঃ Hairy Ape=The Hairy Ape; Long Journey=Long Day's Journey into Night; Bread and Butter=Bread and Butter; Anna=Anna Christie; Desire=Desire under the Elms.

☞ Irish লেখকদের নাম মনে রাখার টেকনিকঃ

SB, GB, WB তিন কবি।

ব্যাখ্যাঃ SB=Samuel Beckett; GB=George Bernard Shaw; WB=W.B. Yeats.

☞ American লেখকদের নাম মনে রাখার টেকনিকঃ

MERAN (মিরান) অথবাঃ NAME R অথবাঃ MENA R (মিনা রা)

ব্যাখ্যাঃ A=Arthur Miller; M=Morrision/Teny Morrison; Melville=Herman Melvile, Marjorie Kinnan Rawlings; E=Emily Dickinson, Eugene O Neill, Ernest Hemmingway, Emersion; N=Nathaniel Hawthorne; R=Robert Frost.

☞ Thomas Hardy এর বিখ্যাত উপন্যাসঃ

Casterbridgeএর Mayor Tess, Poor man কে Crowd থেকে দুরে Returnকরালেন।

ব্যাখ্যাঃ Casterbridgeএর Mayor=The Mayor Casterbridge; Tess=Tess of the D'Urberville; Poor man=The Poor Man and the Lady; Crowd থেকে দুরে=Far from the Madding Crowd; Return=The Retrun of the Native (36^{th} BCS).

☞ University Witsঃ

The Witty students of Cambridge and Oxford are called University wits.

টেকনিকঃ কিড লিলির জন্য পিলির গ্রীন লজে গিয়ে নেশা করে মরলো।

অথবাঃ থ্রি থমাস, জন লিলি, গ্রিন মারলো, জর্জ পিলি।

3 Thomas, John Lyly
Green Marloe, George Peele.

ব্যাখ্যাঃ 3 Thomas=1. Thomas Nashe; 2. Thomas Kyd; 3. Thomas Lodge; 4. John Lyly; 5. Green=Robert Green; 6. Marloe=Christopher Marloe; 7.George Peele.

☞ E.M Forster এর বিখ্যাত উপন্যাসঃ

ইন্ডিয়ার লং জার্নিতে অ্যাঞ্জেল্‌স দের ভয়টা রুমেই শেষ হল।

ব্যাখ্যাঃ ইন্ডিয়ার (India)=A Passage to India; লং জার্নিতে (Long Journey)=The Longest Journey; অ্যাঞ্জেল্‌স দের ভয় (Angels Fear)=Where Angels Fear to tread; রুমেই (Room)=A Room with a View; শেষ হল (End)=Howards End.

☞ Virginia Woolf এর বিখ্যাত উপন্যাসঃ

Orlando ও Dalloway রাত দিন (Night and day) Lighthouse এর Room থাকে।

ব্যাখ্যাঃ Orlando=Orlando:A Biogrphy; Dalloway=Mrs Dalloway; Night and day=Naight and Day; Lighthouse=To the Light House; Room=A Room of one's Own.

Virginia Woolf এর সাথে The Voyage Out. মিলিয়ে পড়ুন দেখবেন মনে থাকবে।

বিবিধ তথ্য

- Mozambique এমন একটি দেশের নাম যাতে সবগুলো vowel আছে।
- "Education" ও "Favourite" শব্দে সবগুলো vowel আছে।
- "Abstemious ও Facetious" শব্দে সবগুলো vowel আছে। মজার ব্যাপার হল শব্দের vowel গুলো ক্রমানুসারে (a-e-i-o-u) সাজানো।
- Q দিয়ে গঠিত সকল শব্দে Q এর পরে u আছে।
- Rhythm সবচেয়ে দীর্ঘ ইংরেজি শব্দ যার মধ্যে vowel নাই।
- Floccinaucinihilipilification সবচেয়ে বেশি vowel সমৃদ্ধ শব্দ যাতে ১৮টি vowel আছে।
- vowel যুক্ত সবচেয়ে ছোট শব্দ হল A (একটি) ও I (আমি)।
- vowel বিহিন সবচেয়ে ছোট শব্দ হল By।
- Uncomplimentary শব্দে সবগুলো vowel আছে। শব্দের vowel গুলো উল্টো ক্রমানুসারে ((u- o-i-e-a) সাজানো।
- Exclusionary এমন একটি ৫টি vowel সমৃদ্ধ শব্দ যার মধ্যে কোন অক্ষরের পুনরাবৃত্তি নেই।
- study, hijak, nope, deft শব্দগুলোর প্রথম ৩টি অক্ষর ক্রমানুসারে সাজানো।
- Executive ও Future এমন ২টি শব্দ যাদের এক অক্ষর পর পর vowel আছে।
- ৮০ কে letter marks বলা হয় কারণ L=12, E=5, T=20, T=20, E=5, R=18 তম অক্ষর(অক্ষরের অবস্থানগত সংখ্যা)। সুতরাং ১২+৫+২০+২০+৫+১৮=৮০।
- madam ও reviver শব্দকে উল্টা করে পড়লে একই হবে।
- a quick brown fox jumps over the lazy dog এমন একটি বাক্য যাতে ইংরেজি ২৬টি অক্ষর রয়েছে।

(প্রিয় পাঠক! আবার দেখা হবে পরবর্তী সংস্করণে, আল্লাহ হাফেজ।)

আমাদের বই সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে অথবা মতামত জানাতে

fb.com/mohiuddintechnique

প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা

* সাদ্দাম বুক, হাবীব সুপার মার্কেট, মিরপুর-১০,ঢাকা। ০১৭৭২-১০১০১২
* শাজু বুক, বাংলা বাজার, ঢাকা-০১৯১২-৩৫১৮১৪
* তাজ লাইব্রেরী, নীলক্ষেত, ঢাকা-০১৭১৬-৫৭৪৭৪২
* UCC লাইব্রেরী, ৮৩ গ্রীণ রোড, ফার্মগেট, ঢাকা। মোবা: ০১৯১৫-৬৬৬৪০৯
* আলমগীর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেট।- ০১৬৭৫-১২০০৩৮
* ড্রিমস লাইব্রেরি এন্ড স্টেশনারি, মিরপুর-১০, ঢাকা। -০১৭১২৫১৩৬৯২
* মায়ের দোয়া লাইব্রেরি, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ০১৮২৫৯২৬৩১০

খুলনা

* এ্যারোলাইট বিসিএস কোচিং, খুলনা-০১৯১১-৮৯৪৯৭৩।
* ছালেহিয়া লাইব্রেরী, হেলাতলা রোড, খুলনা-০১৭১১-২১৭২৮৮।
* সোহাগ বুক ডিপো (থানা মোড়), খুলনা-০১৭১১-১৭৮২৬৪।
* নূর লাইব্রেরী, খুলনা-০১৭১১-০৬৫৪৩৩।

কুষ্টিয়া

* বইমেলা, পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে-০১৭১১-৫৭৫৬৬০৬।
* শাহিন এন্টারপ্রাইজ, পুরাতন কাটাইখানা মোড়- ০১৭১০-৭৪৫৫১৩।
* আলিফ ফটোস্ট্যাট, হাসপাতাল মোড়(মরিয়ম ক্লিনিকের সামনে) ০১৭২৪-৭১০৬৭৫।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া

* কামাল বুক ডিপো, ইবি,কুষ্টিয়া-০১৭১৩-৯১১১২৮।
* ওলী বুক ডিপো, ইবি, কুষ্টিয়া-০১৯৩৫-৫২১২৫৪।
* ক্যাম্পাস লাইব্রেরী,অনুষদ ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে,ইবি।- ০১৯১৩-৫৪০২৫১।
* নবারুন বুক ডিপো, শেখপাড়া বাজার।-০১৯১২-১১১৫১২।

ঝিনাইদহ

* মুক্তি বুক হাউজ, ঝিনাইদহ-০১৮১৬-৪১৪৫২৪।
* হাসান লাইব্রেরী,কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ-০১৯১৫-৭৩৯১৪৫।

কুরিয়ারে পেতে যোগাযোগ করুণ- ০১৯১২-১৪৯৬৪৯